দীপ আজিও জ্বলে

(ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক (সাহিত্য-সরস্বতী)

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

সত্যম্বর অপেরায় সগৌরবে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

বেলেঘাটা সরকার বাড়ী

মহাষ্টমী ১৫ই আশ্বিন শনিবার ১৩৭২ সাল

—প্রকাশক—

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ মহান্ত

৩৪৭।১বি, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা-৬।

প্রথম সংস্করণ]

।

ভূমিকা

টাঙ্গাইল-লৌহজঙ্গ নদীর তীরে মাজার বা কবর। হিন্দু-মুসলমান সেখানে সিন্নী চরায়, প্রদীপ জ্বালায়—প্রতি গোধূলির আগমনে। সেই পবিত্র কবর ঘিরে আজো যে দরগা দাঁড়িয়ে আছে—লোকে তাঁকে বলে—

"পীর শাহজামালের দরগা"।

ভক্তেরা আশা করে, বিশ্বাস রাখে— এই পবি "কবরের-আলো" ভারতের দিক হতে দিগন্তে ছড়ি পরে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ বুদ্ধি সঞ্জাত অন্ধকার নিশ্চয় দূর করে দেবে।

আমিও সেই আশাতেই কিংবদন্তী ও ইতিহাসকে আশ্র করে শুভ-কল্পনা-প্রসূত এই "দীপ আজিও জ্বলে" মানুষে দরবারে তুলে ধরলাম।

এই আলো কি অন্ধকার দূর করবে না? মানুষে মানু এই ভেদাভেদ—সেকি অবসান হবে না? 'জাতির চেয়ে মানুষ বড়'—পীর শাহজামাল শাহানশার সে আশা পূর্ণ হবে না?

ইতি—

গ্রন্থকার

সত্যম্বর অপেরার স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুত গৌর চন্দ্র দাস মহাশয়ের

করকমলে তুলে দিলাম।

ইতি—

গুণমুগ্ধ

শ্রীজিনেন্দ্রনাথ বসাক

(সাহিত্য-সরস্বতী)

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

শাহজামাল শাহানশাহ	...	কাগমারীর তাকলুদার।
হামিকখাঁন	...	ঐ ভাগিনেয়।
আসাদউল্লা	...	ঐ রক্ষী।
মুর্শিদকুলি খাঁ	...	বাংলার নবাব।
সুজাউদ্দৌলা	...	ঐ জামাতা, উজিরে-আজাম।
লক্ষ্মীনারায়ণ	...	শাহজামালের নায়েব।
রামনারায়ণ	....	ঐ মধ্যম ভ্রাতা।
গোপালনারায়ণ	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
ইসমাইল খাঁ	...	চাষী।
মিচকিন খাঁ	...	বান্দা।
দয়ালহরি শিরোমণি	...	সমাজপতি।
হরিহর বসু	...	জনৈক গৃহস্থ।
প্রতাপচন্দ্র	...	ঐ পুত্র।

ফকির, কৃষক।

স্ত্রী

রাজলক্ষ্মী	...	লক্ষ্মীনারায়ণের মাতা।
দয়াময়ী	...	ঐ কন্যা।
আশমান	...	শাহজামালের কন্যা।
ঝিলিক বিবি	...	মিচকিন খাঁর স্ত্রী

দীপ আজিও জ্বলে

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফুল-বাগিচা।

[সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল ; বাগিচার মধ্যে পাখীরা কূজন করিতেছিল।]

সরাবের পাত্র হাতে মত্ত অবস্থায় হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। এই চুপ, রও! চিল্লাও মাৎ! নয়া জমানার নয়াবাণী শোন—

"খাও—দাও—মৌজ মার।
আওরৎ—সরাব—পেয়ার কর।"

[মদ্যপান]

কিন্তু পিয়ারী কই? এমন চমৎকার গুলবাগ, সোনাঝরা সন্ধ্যা, হাতে টল-টলে পানীয়! (সরাবের পাত্র তুলিয়া ধরিল) এ সময় পিয়ারী, মানে—মেয়ে মানুষ না হ'লে কি মৌজ হয়। বুদ্ধু মামু সাহেবটা নিজে যেমন বেরসিক, দুনিয়াটাকে তেমনি বেরসিক ভেবে শাহাজাদীর সঙ্গে আমার সাদীটা ঝুলিয়ে রেখেছে। নাঃ, বড়ি আফসোস কি বাৎ—

কে? আরে না চাইতেই যে জল! আশমান যে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এইদিকেই আসছে। ঠিক আছে, সাদীতো হবেই। আজ একটু পেয়ার করলে দোষ কি? যাই একটু গা ঢাকা দেই!

[চলিয়া গেল।

আনন্দ চিত্তে প্রায় নাচিতে নাচিতে আশমান আসিল।

আশমান। বাঃ! কি মিষ্টি সন্ধ্যা! কি খোসবাই হাওয়া!

আশমান।— গীত ঃ

এই সোনা ঝরা সন্ধ্যা,
বায়ু বহে মন্দা,
ঝিলি মিলি আকাশের তলে।
উতলা ফাগুনে,
মন রাঙ্গে আগুনে,
কার কথা কানে কোনে বলে॥
হায় হায় একি হলো!
কোন ফাঁকে সব জানি
চুরি হলো—
আমার চুরি হলো
কি দেব তারে, ভেবে না পাইরে
মনের মানুষ ঘরে এলে॥

টলিতে টলিতে হামিদ খাঁন পুনরায় আসিল।

হামিদ। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

আশমান। একি! এ সময় তুমি—এখানে?

হামিদ। পেয়ার করতে।

আশমান। কি বলছ তুমি ভাইজান!

হামিদ। ও ডাক ছেড়ে দাও মেরি জান! বলো মাশুক—বলো প্রেমিক।

আশমান। (তীব্রস্বরে) হামিদ খাঁন! তুমি কি পাগল হলে?

হামিদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি। এই রঙীন সুরা, আর তোমার ঐ আগুন জ্বালানো সুরৎ—আমায় পাগল করেছে। এস পিয়ারী, ধরা দাও, জিন্দেগী কামাল কর। (অগ্রসর)

আশমান। না—না, এভাবে আমাকে অসম্মান করোনা ভাইজান, অসম্মান করোনা!

হামিদ। ভাইজান! অসম্মান! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিসের অসম্মান! দুদিন বাদে যার সঙ্গে তোমার সাদী হবে, তার সঙ্গে একটু স্ফুর্তি করতে দোষ কি?

আশমান। সে তুমি বুঝবেনা, হামিদ খাঁন! সুরাপানে তুমি প্রমত্ত। তাই বুঝতে পাচ্ছনা, সাদীর আগে কুমারী অঙ্গ স্পর্শ করা কত বড় পাপ।

হামিদ। পাপ? ফুঃ! ও সব কাঠমোল্লাদের ভাষা। মূর্খ ওরা! তাই ভোগের দুনিয়ায় এসেও ভোগ করতে শিখলোনা! সারাজীবন শুধু তসবী জপেই মলো!

আশমান। অপদার্থ তুমি। তাই ফকির দরবেশ নিয়ে ব্যাঙ্গ করছ। তোমাকে যতই দেখছি, ততই ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে।

হামিদ। খুব যে বড় বড় বোলচাল ঝাড়ছ, জানো আমি তোমার ভাবী খসম। বেশি বেয়ারাপানা করলে, সাদীর পর—

আশমান। সাদী! তোমাকে?

হামিদ। জা হুজুরাইন, আমাকে—এই হামিদ খাঁনকে!

আশমান। কোনদিন নয়। আমি বরং লৌহজঙ্গ নদীর জলে ডুবে মরবো—তবু তোমার মতো একটা জানোয়ারকে সাদী করবো না।

হামিদ। জানোয়ার! আমি জানোয়ার?

আশমান। জানোয়ারের চেয়েও অধম। তুমি ইসলামের কলঙ্ক!

হামিদ। বল কি আশমান! আমি যে দিনে পাঁচওক্ত নামাজ পড়ি।

আশমান: দশওক্ত নামাজ পড়লেও যে মুসলমান সরাব খায়, কুমারী নারীর ধর্ম্মনাশে হাত বাড়ায়, সে কোন দিনই ইসলামী নয়। সে দোজাকের কীট।

হামিদ। বড়ি আফসোস কি বাৎ আশমান, এই দোজাকের কীটকেই তোমায় সাদী করতে হবে! তোমার বাবা এই সাদীর সংকল্প বহু আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

আশমান। বাবার ধর্ম্ম বাবার কাছে, আমার ধর্ম্ম আমার কাছে। জেনে শুনে একটা মদ্যপ লম্পট পুরুষকে আশমান কোনদিনই সাদী করবে না।

হামিদ। দর্প তোমার থাকবে না নারী! একদিন আমাকেই তোমায় সাদী করতে হবে।

আশমান। সেদিন সূর্য্য আর উঠবেনা।

হামিদ। আশমান!

আশমান। ভাই বোনের এই সাদীর প্রস্তাবে মন আমার কোনদিনই সায় দেয়নি। শুধু পিতার মুখ চেয়েই এ সাদীতে আমি প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আজ তোমার যে পরিচয় পেলাম, তাতে

সাদীতো দূরের কথা, আজ থেকে আত্মীয় বলেও তোমায় স্বীকার করবো না।

[চলিয়া যাইতেছিল।

হামিদ। বেশী বাড়াবাড়ি করোনা আশমান! ইয়াদ রেখ, আমি পুরুষ, শক্তিমান। আওরতকে কি করে শায়েস্তা করতে হয়—তা আমি জানি।

আশমান। তুমিও ইয়াদ রেখো, আমি তোমার প্রভু-কন্যা—শাহাজাদী। আর তুমি, আমাদের অনুগ্রহ পুষ্ট একটা নফর মাত্র।

হামিদ। (সরোষে) শাহাজাদী!

আশমান। বেয়ারা নফর আর পাগলা কুত্তাকে কি করে সহবৎ শেখাতে হয়, তা শাহাজাদা আশমান জানে।

হামিদ। আশমান।

আশমান। যাও, বেরিয়ে যাও।

হামিদ। না, যাবনা!

আশমান। যাবে না?

হামিদ। না! মন যখন পেলাম না, তখন দেহ ভোগ করেই তোমার উদ্ধত ফনা আমি নুইয়ে দেব। (হাত ধরিল)

আশমান। হামিদ খাঁন!

হামিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাদী করবে না! দেখি, হামিদ খাঁনের উচ্ছিষ্ট দেহ নিয়ে কাকে তুমি সাদী কর! (কাছে টানিল)

আশমান। না—না, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। এ ভাবে আমাকে কলঙ্কিত করোনা! (ছাড়াইবার চেষ্টা)

হামিদ। স্বেচ্ছায় যখন রাজী হলেনা, তখন বাঁকা পথেই তোমাকে আমার চাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আশমান। কে আছ, রক্ষা কর— রক্ষা কর!

হামিদ। রক্ষা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! (বক্ষলগ্ন করিতে গেল)

দ্রুত লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। হুঁসিয়ার শয়তান!

হামিদ। লক্ষ্মীনারায়ণ!

আশমান। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! (ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মী নারায়ণকে জড়াইয়া ধরিল)

লক্ষ্মী। ভয় নেই, শাহাজাদী!

হামিদ। বাঃ! চমৎকার! একটা খানদানী মুসলমানের মেয়ে কেমন চমৎকার কাফেরকে জড়িয়ে ধরেছে। সরে আয় কসবী! (আশমানকে সজোরে আকর্ষণ)

লক্ষ্মী। সাবধান হামিদ খাঁন! (পদাঘাত, হামিদ পড়িয়া গেল)

হামিদ। আঃ—

আশমান। কোতল করুন—কোতল করুন। যে জিভে ঐ শয়তান আমাকে কসবী বলেছে, সে জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলুন।

হামিদ। তার আগে তোদের দুজনকেই আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। (ছুরিকাঘাতে উদ্যত) সামাল কাফের!

লক্ষ্মী। হুঁসিয়ার শয়তান! (ছুরিকা শুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া সবলে ছুরিকা কাড়িয়া লইল।) এইবার—

(ছুরিকা তুলিল। হামিদ খাঁন দ্রুত সরিয়া গিয়া আশমানের
পশ্চাৎ হইতে আশমানের কাঁধ চাপিয়া ধরিল ও আশমান
সহ ধীরে ধীরে পিছাইতে লাগিল।)

হামিদ। এইবার—আশমান!

আশ ও লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন!

হামিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। (আশমানকে সম্মুখে রাখিয়া) কর—কর আঘাত, আঘাত কর! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

লক্ষ্মী। শাহাজাদী! এ যে ভীষন মুস্কিল।

উদ্যত পিস্তল হাতে নিঃশব্দে শাহ জামাল আসিল।

শাহ। মুস্কিল আসন—উর্দ্ধে আছেন খোদা, আর উপলক্ষ্য এই বান্দা—শাহজামাল।

আশমান। আব্বাজান!

লক্ষ্মী। শাহনশাহ! (কুর্ণিশ)

হামিদ। (সভয়ে) মামু সাহেব!

শাহ। উঁহুঃ হু! নড়ো না—নড়ো না। আমি তোমার স্নেহময় মামু হলেও আমার হাতের এই গুলি ভর্ত্তি পিস্তল—কিন্তু বড়ই নিষ্করুণ। অতএব সুবোধ ছেলের মত সোজা হয়ে দাঁড়াও।

হামিদ। মামু সাহেব! (মাথা নত করিল)

শাহ। সাবাস! দেখ—দেখ নায়েব, আমাদের হামিদ খাঁন কি লক্ষ্মী ছেলে! কখনো গুরুজনের কথার অবাধ্য হয় না।

আশমান। আব্বাজান! (পিতার কাছে গমন)

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা!

শাহ। আমি যখন জাঁহাপনা, তখন আমার হুকুম মানতে তুমি বাধ্য নায়েব!

লক্ষ্মী। হাজারবার।

শাহ। তাহ'লে নাও, নায়েব। (শৃঙ্খল ছুঁড়িয়া দিল) এই শৃঙ্খল দিয়ে জানোয়ারটাকে বেঁধে ফেল!

আশমান। আব্বাজান!

লক্ষ্মী। জনাব!

শাহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হিংস্র জানোয়ারকে বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। তাই ওকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ কর। কর—কর বন্দী!

হামিদ। মামুসাহেব!

আশমান। আব্বাজান, ও যে তোমার ভাগ্নে।

শাহ। ও আমার পরিচয়ের কলঙ্ক। এতদিন যে ওকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করেছি, জানিনা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত—আমাকে কিভাবে করতে হবে।

হামিদ। আপনি আমার ওপর বৃথাই ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, মামুসাহেব! আমি কোন অন্যায় করিনি।

শাহ। তাই নাকি?

হামিদ। বিশ্বাস করুন, মামু সাহেব। আমি এই বাগিচার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম—আশমান আর এই হিন্দু শয়তানটা দুজনে হাত ধরা-ধরি করে প্রেমলাপ করছে।

আশ ও লক্ষ্মী। মিথ্যাকথা!

শাহ। ধীরে! পবিত্র ইসলামী কি মিথ্যা বলতে পারে? বলে যাও—বলে যাও হে সত্যবাদী ইসলামী, বলে যাও। তারপর কি হলো?

হামিদ। আমার বাগদত্তা বধূকে অন্যের কণ্ঠলগ্না দেখে—

শাহ। তোমার আর সহ্য হলোনা!

আশমান। বে-শরম!

শাহ। ভুল হলো কন্যা! শরম থাকে আদমীর, জানোয়ারের

থাকে না। কিন্তু আমার নায়েব লক্ষ্মীনারায়ণ কি করে এখানে এলো, আমি শুধু তাই ভাবছি।

লক্ষ্মী। শাহাজাদীর আর্তকণ্ঠ শুনে উদ্যানের প্রাচীর লঙ্ঘন করে আমি এখানে এসেছি, জনাব।

আশমান। অত উঁচু প্রাচীর—

হামিদ। ঝুট্! ওরা বিলকুল ঝুট্। আশমান আর ঐ হিন্দু যুবক, গোপনে ব্যাভিচারে —

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন!

শাহ। চুপ! কারো মিথ্যা ভাষানেই শাহজামাল প্রতারিত হবে না। ছিঃ-ছিঃ, এভাবে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে—তা আমি কোনদিনই ভাবিনি।

আশমান। আব্বাজান!

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা!

শাহ। জন্মে আমি ভূস্বামী হলেও কর্ম্মে আমি ফকির। তাই এই রাজ-আভরণের তলে একটা ফকিরি প্রাণ সদাই ছটফট করছিল সব পরিত্যাগ করে খোদার তুনিয়ায় খোদার নাম গেয়ে বেড়াতে।

আশমান। আব্বাজান!

শাহ। তাই ভেবেছিলাম মা, আমায় এই ভাগিনেয় হামিদ খাঁনের হাতে তোকে তুলে দিয়ে, রাজ্যভার অর্পণ করে আমি দরগায় গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

লক্ষ্মী। জনাব!

শাহ। কিন্তু দিলেনা। সে সুযোগ আমায় এই হতভাগ্য হামিদ খাঁন দিলেনা। আমার আশা তরুর অঙ্কুরেই সে আঘাত হেনেছে। ওঃ খোদা! এ তোমার কি বিচার?

হামিদ। বিশ্বাস করুন! আমি—

শাহ। (সগর্জনে) খামোস বে-শরম! আমার চোখ আমার সঙ্গে বেইমানী করেনি। তোমার কীর্তি কলাপ আমি আড়াল থেকে সবই দেখেছি। এবার প্রস্তুত হও শাস্তির জন্য!

হামিদ। আপনি আমায় ক্ষমা করুন! এমন ভুল আর আমি করবো না। (পদপ্রান্তে পতন)

শাহ। ভুলের শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হয়, হামিদ খাঁন! সে কাউকে ক্ষমা করে না, আমাকেও করেনি।

লক্ষ্মী। আপনাকে?

শাহ। হ্যাঁ আমাকে। ভুল করে এই অমানুষটাকে আমি পুত্রস্নেহে বাচ্ছা থেকে এতবড় করে তুলেছি। তাই আজ অনুতাপের তুষানলে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আশমান। আব্বাজান!

শাহ। বল মা—বল, কি শাস্তি দেই এই কুত্তাটাকে।

আশমান। এবারকার মতো ওকে তুমি ক্ষমা কর আব্বা!

শাহ। ক্ষমা! না—না। ইসলামের সারিয়ত বিরোধী মুসলমানকে ক্ষমা করা চলেনা।

হামিদ। মামুসাহেব!

শাহ। চুপ। তোমার মুখে ও সম্বোধন আর আমি শুনতে চাইনা, যে অপরাধ তুমি করেছ, তার শাস্তি—

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা, আমার অনুরোধ। আপনি ওঁকে ক্ষমা করুন।

শাহ। নায়েব!

আশমান। অপরাধীকে ক্ষমা করে মানুষ হবার সুযোগ দেওয়াই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, আব্বাজান!

শাহ। বেশ; তোমাদের কথা আমি রাখবো। যাও হামিদ খাঁন, যদি পার, মানুষ হবার চেষ্টা করো। কিন্তু সাবধান, কোনদিন এই প্রাসাদে প্রবেশ করো না। যাও!

হামিদ। ঠিক আছে, সেলাম! (স্বগত) এর শোধ যদি নিতে না পারি—তবে বৃথাই আমি মুসলমানের বাচ্ছা।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। দেখুন, দেখুন জনাব! হামিদ খাঁনের চোখে মুখে কি পৈশাচিক অভিব্যক্তি।

আশমান। হয়তো ওর দ্বারা আমাদের চরম ক্ষতি হতে পারে।

শাহ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা পারে—তা পারে। হয়তো নিষ্ফল আক্রোষে ঐ শয়তান সারা দেশময় তোদের দুজনকে নিয়ে কুৎসা করে বেড়াবে। সে কুৎসার মুখ—আমি কি করে বন্ধ করবো মা, কি করে বন্ধ করবো?

লক্ষ্মী। জনাব!

শাহ। না—না, ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। ওকে আমি বন্দী করবো—বন্দী করবো। কই হ্যায়?

[উত্তেজনায় চলিয়া যাইতেছিল।

আশমান। (হাত ধরিয়া) আব্বাজান! যাকে একবার ক্ষমা করেছ, দ্বিতীয় অপরাধ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাকে তো শাস্তি দেওয়া চলে না তাতে যে রাজধর্ম্ম কলংকিত হবে।

শাহ। তা'হলে আমি কি করি? কেমন করে তোদের দুজনকে রক্ষা করি?

লক্ষ্মী। কালই আপনি শাহাজাদীকে যোগ্য পাত্রে বিবাহ দিন, জাঁহাপনা! সব কুৎসার কণ্ঠ রোধ হয়ে যাবে।

আশমান। না—না, আব্বাজান! হামিদ খাঁনের ভেতরে যে প্রচ্ছন্ন পশুত্বের পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে অজানা অচেনা মানুষকে সাদী করতে পারবোনা! না—কিছুতেই নয়।

[চলিয়া যাইতেছিল।

লক্ষ্মী। শাহাজাদী!

শাহ। আশমান!

আশমান। সাদী যদি করতে হয়, তাহ'লে খাঁটি মানুষ্যত্বের অধিকারী শক্তিমান পুরুষ এই নায়েবকেই আমি সাদী করবো।

শাহ। এ তুই কি বলছিস্ মা? নায়েব যে হিন্দু!

লক্ষ্মী। সমাজ যে এ বিবাহ অনুমোদন করবে না, শাহাজাদী!

আশমান। সমাজ চিনিনা, হিন্দু-মুসলমান বুঝিনা। চরম বিপদে পরম নির্ভরতা নিয়ে নারী হয়ে যাকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলাম,—আজ হতে সেই আমার স্বামী, ইহকাল পরকালের একমাত্র আরাধ্য পুরুষ!

লক্ষ্মী। শাহাজাদী!

শাহ। আশমান!

আশমান। "জাতের চেয়ে মানুষ বড়"—এ তো তোমরাই কথা, আব্বা! তবে আজ হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন কেন?

শাহ। যদি ও তোকে গ্রহণ না করে?

আশমান। তবু উনিই আমার স্বামী! আমি সারাজীবন ওঁর জন্য অপেক্ষা করবো, তবু অন্য কাউকে সাদী করে দ্বিচারিণী হতে পারবো না।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। শাহাজাদা—শাহাজাদী!

শাহ। শুনবেনা—শুনবেনা, ওঃ! কলংকিনী কন্যার জন্য আমার সব যাবে।

লক্ষ্মী। শাহাজাদীকে কলংকিনী ভেবে তাঁর অমর্যাদা করবেন না জনাব! চাঁদে কলংক আছে, কিন্তু শাহাজাদী নিষ্কলংক।

শাহ। তাই যদি মনে কর, তবে আশমানকে সাদী করতে প্রস্তুত হও।

লক্ষ্মী। সাদী! আমি?

শাহ। হ্যাঁ তুমি। শুনলেনা? কন্যা আমার দ্বর্থহীন ভাষায় বলে গেল—তুমি ছাড়া আর কাউকে ও সাদী করবে না।

লক্ষ্মী। কিন্তু জনাব, আমার যে সমাজ আছে, সংসার আছে।

শাহ। জানি! কিন্তু, আমার যে ঐ কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই, যুবক।

লক্ষ্মী। জনাব!

শাহ। আমার চোখের ওপর সেই কন্যা ব্যর্থ জীবন নিয়ে শুকিয়ে মরবে, আমি তা কেমন করে সহ্য করবো? না—না, তা আমি পারবো না। প্রস্তুত হও, আগামী সন্ধ্যাতেই শাহাজাদীর সঙ্গে তোমার সাদী।

লক্ষ্মী। অসম্ভব! কোন কারণেই আমি আমার ধর্ম্ম নষ্ট করতে পারিনা, জনাব!

শাহ। ধর্ম্ম তোমার নষ্ট করবো না, যুবক! তোমার ধর্ম্ম তোমারই থাকবে, আশমানের ধর্ম্ম অশামানেরই থাকবে। এই প্রাসাদের একদিকে থাকবে আল্লা, অন্যদিকে থাকবে ভগবান! একদিকে থাকবে সত্যনারায়ণ, আর একদিকে থাকবে—পীর! হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্ম্ম প্রকট হয়ে উঠবে—"সতৎ-পীর" নাম ধারণ করে!

গীতকণ্ঠে ফকির সাহেব আসিল।

ফকির।— গীত ঃ

'সত্য-পীর' মহীয়ান।
মানুষে মানুষে মিছে ব্যবধান,
যে খোদা—সেই ভগবান
সত্যনারায়ন, ইসলামীপীর—
দুয়ে মিলে এক হলো—সত্যপীর,
হিন্দু-মুসলমান,
এক সুরে গাহ গান;
গাহ মোরা এক জাতিএকই পরান॥

লক্ষ্মী। ফকির সাহেব। (অভিবাদন)

ফকির। কি ভাবছিস্‌রে বেটা! পাহাড়ের নীচুতেই যে অসমান। উপরে উঠে দেখ, সব সমান, সব এক, কোন ভেদ নাই।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। জানি—জানি ফকির সাহেব, মানুষের ধর্ম্ম এক, সত্য-পীর এক। কিন্তু সমাজ? সমাজ তো স্বীকার করবেনা। সমাজ তো আমায় ক্ষমা করবে না।

শাহ। সমাজকে এত ভয়?

লক্ষ্মী। বড় ভয় জাহাপনা, বড় ভয়! হিন্দু সমাজ যে কী ভীষণ—তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। না—না, এই সমাজকে অস্বীকার করতে আমি পারিনা। পারিনা আমার আজন্ম লালিত ধ্যান ধারনায় মূলে কুঠারাঘাত করতে।

শাহ। যুবক!

লক্ষ্মী। ক্ষমা করুন, হুজরৎ! এ বিবাহে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। সেলাম! (চলিয়া যাইতেছিল)

শাহ। দাঁড়াও!

লক্ষ্মী। (ফিরিয়া) বলুন।

শাহ। সমস্ত পরগনা তোমায় দান করবো।

লক্ষ্মী। পারবোনা।

শাহ। তোমাকে আজীবন আমি কারারুদ্ধ করে রাখবো।

লক্ষ্মী। কারাগারে বসে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো।

শাহ। তোমাকে কোতল করবো।

লক্ষ্মী। আপনাদের মঙ্গল কামনা জানিয়ে, আমি হাসতে হাসতে ওপারে চলে যাবো।

শাহ। তবু করবে না, এই সাদী?

লক্ষ্মী। না।

শাহ। মানবেনা আমার হুকুম?

লক্ষ্মী। না।

শাহ। বটে! কই হ্যায়!

রক্ষী আসাদউল্লা আসিল।

আসাদ। জাঁহাপনা!

শাহ। নিয়ে যা এই হতভাগ্যকে অন্ধকার গুপ্তকক্ষে। খাদ্য পানীয় না দিয়ে সম্মুখে একটা নরকংকাল ঝুলিয়ে সতর্ক প্রহরায় থাকবি। যদি শাহাজাদীকে সাদী করতে কবুল করে সংবাদ দিবি, প্রচুর ইনাম মিলবে। যা—নিয়ে যা।

আসাদ। চলুন, নায়েব বাবু! (শৃঙ্খলিত করিল)

লক্ষ্মী। চল। কিন্তু, ব্যর্থ চেষ্টা জনাব। এ হিন্দু মরবে তবু জুলুমকে সে কোনদিনই স্বীকার করবে না।

শাহ। লক্ষ্মী নারায়ন!

লক্ষ্মী। জনাব, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। জোর করে আপনি একটা গাছ ওপরাতে পারেন—কিন্তু তার একটি ফুলকেও আপনি ফোটাতে পারবেন না।

[রক্ষীসহ চলিয়া গেল।

শাহ। সত্যি কি তাই? সত্যি কি আমি ভুল করলাম? না—না, এ অন্যায়—এ পাপ! ওকে আমি ফিরিয়ে আনবো, মুক্তি দেব, ইনাম দেবো। (যাইতে গিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল) কিন্তু আমার কন্যা? আমার মা-হারা আদরিণী আশমান। তার কি হবে? সে কি আজীবন কাঁদবে? না—না, তা আমি হতে দেবেনা। যে করেই হোক, ঐ হিন্দু যুবককে জয় করতে হবে। সাম্প্রদায়িক বিষ জর্জর এই বাংলার বুকে ওদের দুজনকে দিয়েই আমি অমৃতের ধারা বইয়ে দেব। এখানে হিন্দু থাকবেনা, মুসলমান থাকবেনা, আল্লা আর ভগবান দূরে সরে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমানের প্রেম-প্রবাহে জন্ম নেবে এক নূতন প্রাণ, নূতন আদর্শ, নূতন জাত—মহামানবের সন্তান।

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লক্ষ্মী নারায়নের বাড়ী।

উত্তেজিত হরিহর বসু ও তৎ পশ্চাতে দয়ালহরি
শিরোমনি আসিল।

হরিহর। না—না, বৃথা অনুরোধ করবেন না শিরোমনি মশাই। জেনে শুনে চৌদ্দপুরুষ নরক গামী করতে আমি পারিনা।

দয়াল। সে অবশ্য ঠিক। তবে একটু যদি—

হরিহর। বিবেচনা করি—না? তা হয় না ঠাকুর মশাই। যে বংশের বড় ছেলে মুসলমানের সঙ্গে পিরিত করে, সে বংশের কন্যাকে আমি কিছুতেই পুত্রবধু করতে পারিনা।

দয়াল। সেতো নিশ্চয়। হাজার হোক, আপনি হচ্ছেন গাঁয়ের মাথা—কুলীন কায়স্থ। আপনি কি পারেন—জেনে শুনে একটা পতিত বংশের কন্যাকে গ্রহন করতে। হরি হে দীনবন্ধু! তবে—মেয়েটা নির্দ্দোষ, এই যা দুঃখ।

হরিহর। এতে দুঃখের কি আছে ঠাকুর মশাই? যার দাদা শাহজামালের মেয়েকে সাদী করতে পারে—তার আবার পাত্রের অভাব! দেখবেন; কত শাঁসালো মিঞা মোল্লার দল ঐ দয়াময়ীকে সাদী করতে এগিয়ে আসবে।

দয়াল। তা যা বলেছেন। তবে—

হরিহর। আর তবে নয়, এবার বিদায়। ছ্যা—ছ্যা! আপনারা জেনে শুনে আমার জাত মারতে বসেছিলেন! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা!

[চলিয়া যাইতেছিল।

রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। একি! মেয়েকে আশীর্বাদ না করেই চলে যাচ্ছেন যে?

হরিহর। আমাকে আর কেন ঠাকরুন! যে বড় গাছে নৌকা বেঁধেছেন, সেখান থেকেই কাউকে ধরে আনুন। আশীর্বাদের সঙ্গে চতুর্বর্গও লাভ হয়ে যাবে।

রাজলক্ষ্মী। এ বিদ্রুপের অর্থ?

দয়াল। বিদ্রুপ নয়, তোমার কন্যাকে ইনি আর আশীর্বাদ করবেন না।

রাজলক্ষ্মী। কেন? আমাদের অপরাধ?

হরিহর। অপরাধ! ওঃ! জেনে শুনে আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে! লজ্জাও করে না।

রাজলক্ষ্মী। (সরোষে) বসু মশাই! কন্যার মা হয়েছি বলে আপনার কাছে দাসখৎ লিখে দিইনি। এভাবে অপমান করার আপনার কোন অধিকার নেই। আশীর্বাদ করতে না চান, চলে যান।

হরিহর। যাবই তো—যাবই তো! অজাত বেজাতের ঘরে হরিহর বসু থাকে না।

রাজলক্ষ্মী। কি? কি বলছেন আপনি!

হরিহর। ঠিকই বলছি। যার ছেলে মুসলমানের ঘরে জাত দিয়েছে—তার বংশকে অজাত বেজাত ছাড়া আর কি বলা যায়!

রাজলক্ষ্মী। আমার ছেলে জাত দিয়েছে? দয়াল ঠাকুর!

দয়াল। কেন, তুমি কি কিছুই শোননি? গাঁয়ে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে।

রাজলক্ষ্মী। কি—কি হয়েছে?

দয়াল। লক্ষ্মীনারায়ন নাকি শাহজামালের মেয়ের সঙ্গে আসনাই করেছিলো।

রাজলক্ষ্মী। ঠাকুর মশাই!

দয়াল। তার জন্য তাকে মুসলমান করা হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মী—মুসলমান। আঃ! ভগবান!

(পড়িয়া যাইতেছিল)

দ্রুত রামনারায়ন আসিল।

রাম। মা! মা! (ধরিল) মা, মা গো!

রাজলক্ষ্মী। কে? রাম! আঃ!

হরিহর। আ·হা—ঢং দেখনা। কায়দা করে ভদ্রোলোকের জাত মারার চেষ্টা। ছ্যা—ছ্যা! কালে কালে হলো কি? রাধামাধব! রাধামাধব!

[চলিয়া গেল।

রাম। কি হয়েছে শিরোমনি মশাই? বরকর্ত্তা অত চটে চলে গেলেন কেন?

দয়াল। আর বল কেন বাবা! তোমার দাদা না কি শাহজামালের কন্যাকে বিয়ে করে মুসলমান হয়েছে।

রাম। সে কি!

রাজলক্ষ্মী। না—না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। বলুন, বলুন শিরোমনি মশাই, কার কাছে কোথায় শুনলেন—এই সর্ব্বনাশা কথা?

দয়াল। কার কাছে আবার শুনবো! দেশের সবাই শুনেছে,

আর তোমরা শোননি! ঐ তো হরিহরবাবু—ঐ কথা শুনেই তো চটে মটে চলে গেলেন।

রাজলক্ষ্মী। আঃ! কি যন্ত্রনা! কি যন্ত্রনা!

রাম। মা! মা!

দয়াল। আহা—আহা! হবেই তো—হবেই তো! একে প্রথম সন্তান—তার ওপর উপার্জ্জনশীল! সেই পুত্র যদি রূপের মোহে মুসলমান হয়, তবে মায়ের প্রাণে কি সোজা যন্ত্রনা হয়। হরি হে দীনবন্ধু!

রাম। আঃ! চুপ করুন—চুপ করুন। দেখছেন না, মা কাঁপছে! যাও মা, ভেতরে যাও। আমি এখনি কাগমারী যাচ্ছি। সত্য মিথ্যা সব জেনে আসছি।

রাজলক্ষ্মী। ওরে তাই যা—তাই যা। সন্ধান নিয়ে আয়। আমি যে আর সইতে পাচ্ছি না। ঠাকুর, ঠাকুর, এ তুমি কি করলে প্রভু!

রাম। কোন চিন্তা কোরনা মা! আমার মন বলছে—দাদা কোন অন্যায় করতে পারে না।

রাজলক্ষ্মী। ওরে ন্যায়—অন্যায় বুঝিনা, যদি সত্য সত্যই মুসলমানীকে বিয়ে করে থাকে—তবে তাকে জানিয়ে আসবি, সে যেন তার পোড়া মুখ আমাকে আর না দেখায়।

রাম। যদি প্রাণের মায়ায় বাধ্য হয়ে দাদা কিছু করে থাকে, তবু কি তাকে তুমি ক্ষমা করবে না?

রাজলক্ষ্মী। না—না, তবু তাকে আমি ক্ষমা করবো না। আমি হিন্দুর মেয়ে—হিন্দুর বৌ, মুসলমানকে পুত্র বলে ভাবতে আমি পারিনা। না—না, কিছুতেই না।

[কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

রাম। আপনি কি ঠিক জানেন, দাদা মুসলমান হয়েছে?

দয়াল। সেইরূপই তো শুনছি বাবাজী।

ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। না, এখনো তিনি মুসলমান হননি।

দয়াল। তুই কি করে জানলি।

ইসমাইল। কাগমারী থেকে আমার চাচাতো ভাই এর নানাতো শালা ব্যাঙখাঁ এসেছে। তার কাছেই শুনলাম, বড় দাদাবাবুকে আমাদের শাহানশাহ সাহেব গুম ঘরে আটকে রেখেছেন।

রাম ও দয়াল। সে কি!

ইসমাইল। হাঁ। যতক্ষণ দাদাবাবু মুসলমান না হোন—ততক্ষণ তাঁর দানা পানি বন্ধ।

রাম। কি! এত অত্যাচার। জোর করে দাদাকে মুসলমান করতে চায়! এখানে কি বিচার নেই?

দয়াল। কে বিচার করবে রামনারায়ন? স্বয়ং রক্ষক যেখানে ভক্ষক, সেখানে বিচারের আশা করা বাতুলতা! হরি হে দীনবন্ধু!

ইসমাইল। না—না, একি বলছ বামুন কর্ত্তা! বিচার হবে না? এখানে না হয় মুর্শিদাবাদ আছে। নবাবের কাছে নালিশ করা হবে।

রাম। নবাব? মুর্শিদকুলি খাঁ?

দয়াল। কোন সুবিধে হবে না। মুর্শিদকুলি খাঁ—হিন্দু থেকে মুসলমান। ও বেটা ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী! হরি হে দীনবন্ধু!

ইসমাইল। লোকে বলে—হিন্দু মুসলমান হ'লে দুনা গোস্ত খায়! কথাটা তাহ'লে ঠিকই, কি বল ছোট দাদাবাবু?

রাম। তা তো জানি না ভাই। তবে শুনেছি অতীতের ব্রাহ্মণ সন্তান সুদর্শন রায়ই নাকি বর্ত্তমানে হিন্দুত্রাস মুর্শিদকুলি খাঁ!

ইসমাইল। তোমাদের ঐ সব জাত দেওয়া হিন্দুরাই আমাদের ইসলাম ধর্ম্মটাকে নষ্ট করতে বসেছে।

দয়াল। কি আমার ধর্ম্মরে! ওর আবার নষ্ট কি আর ভালোই কি? ওতো বেজাতের ধর্ম্ম!

ইসমাইল। খবরদার ঠাকুর; যা তা বলোনা বলছি। ধর্ম্মের নিন্দে করলে তোমার মাথাটা এক লাঠিতে নারকেল ফাটা করে দেবো।

দয়াল। কি! ছোট মুখে বড় কথা। তুই আমার মাথা ফাটাবি? আচ্ছা, আমিও দয়াল হরি শিরোমনি। দেখি, তোর এ কথার জবাব দিতে পারি কি না।

রাম। আঃ! আমাদের এই দুঃসময়ে আপনারা আর ধর্ম্ম নিয়ে ঝগড়া করবেন না! একটু থামুন। ভেবে চিন্তে বলুন, কি করলে দাদাকে রক্ষা করা যায়।

ইসমাইল। এর আর ভাবাভাবির কি আছে? নবাবের কাছে যেতে না চাও, হিন্দুরা সব দল বেঁধে গুম্ঘর ভেঙ্গে বড় দাদাবাবুকে ছিনিয়ে আন।

দয়াল। যবনের বুদ্ধি তো, এর চেয়ে আর বেশী ভাল কি হবে?

ইসমাইল। খবরদার ঠাকুর মশাই! ফের জাত তুলে গাল দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। জানই তো মুসলমানের রক্ত হিন্দুদের মতো ঠাণ্ডা নয়।

রাম। তুমি ঠিকই বলেছ ভাই। আমাদের রক্ত এত ঠাণ্ডা বলেই যুগ যুগ আমরা বিধর্ম্মীর হাতে অত্যাচারিত হই। আমরা এতটা সহিষ্ণু বলেই আমাদের বুকের ওপর দিয়ে এত ঝঞ্ঝা বয়ে যায়।

ইসমাইল। কেন সত্ত দাদাবাবু, কেন সত্ত? যদি মরদ হও, যদি হিম্মৎ থাকে, তবে যাও; হিন্দু সমাজের সবাইকে নিয়ে দল বেঁধে অত্যাচারীকে আঘাত হান।

রাম। ইস্‌মাইল!

ইসমাইল। তাতে যদি প্রাণ যায়, সেও ভাল। তবু নিজেদের ঘরে, নিজেরা আর এমন করে চোর সেজে থেকনা!

রাম। তাই যাবো, তাই যাবো। আসুন শিরোমনি মশাই, আমরা গাঁয়ের সমস্ত হিন্দু জোয়ানদের নিয়ে কাগমারীর ওপর বাঘের মতো ঝাঁফিয়ে পরি। শাহজামালের গুমঘর ভেঙ্গে দাদাকে উদ্ধার করে প্রমান করি—হিন্দুরা সহিষ্ণু সত্য, কিন্তু মৃত নয়।

দয়াল। না, রামনারায়ন! এই বুড়ো বয়েসে ঐ লাঠালাঠি মারামারি আমার ধাতে সইবে না। যা পার, তোমরাই কর। হরি হে দীনবন্ধু!

[চলিয়া গেল।

রাম। কাপুরুষ!

ইসমাইল। ওটা কোন পুরুষই নয়, একেবারে ভেড়ীর বাচ্ছা।

রাম। ইসমাইল!

ইসমাইল। হ্যাঁ—হ্যাঁ ভেড়ীর বাচ্ছা। বিনাদোষে যে মানুষের ওপর তম্বি করতে পারে, কিন্তু গুণ্ডার মাথায় লাঠি মারতে ভয় পায়, তাকে এই চাষা ইসমাইল—ভেড়ীর বাচ্ছা ছাড়া আর কিছুই বলে না।

রাম। ওর কথা থাক ইসমাইল। বল, দাদাকে কেমন করে রক্ষা করি!

ইসমাইল। ভয় কি ছোট দাদাবাবু। হিন্দুরা তোমার বিপদে তোমার পাশে এসে না দাঁড়ালেও—তোমাদের খাসের প্রজা অতীতের

লাঠিয়াল এই ইসমাইল খাঁ—তোমার পাশে ঠিকই লাঠি ধরে দাঁড়াবে।

রাম। মুসলমান হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়বে?

ইসমাইল। মুসলমান কারো ধর্ম্মে আঘাত করে না, যে করে সে কাফের—ইবলিস্। তাকে ধ্বংস করাই সাচ্চা ইসলামীর কাজ।

রাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা কি করবো?

ইসমাইল। যদি শুনি বড় দাদাবাবু স্বেচ্ছায় শাহাজাদীকে সাদী করতে স্বীকৃত হয়েছে, তাহ'লে শাহাজাদীকেই আমরা হিন্দু করে নেব। দাদাবাবু মুসলমান হবে না।

রাম। আর যদি বিপরিত হয়?

ইসমাইল। তাহলে অত্যাচারী শহানশাহকে তার দালান কোঠা শুদ্ধ জ্যান্ত কবর দিয়ে আসবো।

রাম। সে যে আমাদের রাজা, পীর বলে সম্মানিত?

ইসমাইল। হোক পীর; তবু আমাদের দেবতার মতো বড় দাদাবাবুকে যে অত্যাচার করে, সে পীর পয়গম্বর হলেও আমরা তাকে ক্ষমা করবো না।

রাম। হ্যাঙ্গামা করতে গিয়ে যদি তোমার জান যায়?

ইসমাইল। যায় যাবে। জান দিয়েও আমি প্রমান করে যাব, ইসমাইল চাষা হলেও শয়তানের সঙ্গে সে দোস্তী করে না!

[চলিয়া গেল।

রাম। সাবাস—সাবাস ইসমাইল। তোমার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে আমিও ঝড়ের মতো ছুটে যাবো কাগমারীর বুকে। সমস্ত হিন্দু সমাজকে আর্তকণ্ঠে আহ্বান করবো আমাকে অনুসরন করতে, কেউ আসে উত্তম, না আসে—আমি একাই শাহজামালের প্রাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়বো! [চলিয়া যাইতেছিল।

দয়াময়ী আসিল।

দয়াময়ী। কোথায় চল্লে দাদা ?

রাম। মার দিকে তুই নজর রাখিস বোন! আমি যাচ্ছি কাগমারী।

দয়াময়ী। কাগমারী, কেন ?

রাম। ওরে সে সর্ব্বনাশা কথা তোকে কি করে বলবো বোন, কি করে বলবো। দাদা আমাদের মুখে কালি দিয়ে, শাহজামালের কন্যাকে সাদী করেছে।

দয়াময়ী। (আর্তকণ্ঠে) দাদা! ··· না—না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না। দাদা কখনো এমন অন্যায় করতে পারেনা।

রাম। তোর কথাই হয়তো ঠিক, বোন। দয়াল হরি শিরমোনি বলে গেল, দাদা শহাজাদীকে সাদী করেছে। কিন্তু ইসমাইল খবর দিল—বিয়ে করতে চায়নি বলে, দাদার ওপর নাকি অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে। তাই আমি যাচ্ছি, এর সত্যা সত্য নির্ণয় করতে যদি সম্ভব হয় দাদাকে বুকে করে বাড়ী ফিরিয়ে আনবো। আর যদি না পারি—তাহ'লে দাদাকে খুন করে ঐ লৌহজঙ্গ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো।

[চলিয়া যাইতেছিল, দয়াময়ী বাধা দিল।

দয়াময়ী। (আর্তকণ্ঠে) দাদা!

রাম। কি ?

দয়াময়ী। একটা কথা শুনে যাও দাদা, খুনই কর আর ভাসিয়েই দাও, যা করবে—তা যেন বিচার ক'রে করো।

রাম। দয়াময়ী!

দয়াময়ী। মনে রেখো, সমাজের চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, সংস্কারের দাস হয়ে—হরিহর বসুর মতো মানুষের ওপর যেন অবিচার করোনা।

রাম। হরিহর বসু! ওঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে ছিলনা। এই হরিহর বসু আর দয়াল শিরোমনির সমাজ তোর ওপর অবিচার করে গেছে।

দয়াময়ী। শুধু অবিচার নয় ছোড়দা। আমার সমস্ত আশা আকাঙ্খার সমাধি দিয়ে গেছে। আমাদের স্বর্গাদপি মাকে ওরা অপমান করে গেছে।

রাম। দয়া।

দয়াময়ী। তুমি কি চাও; এই অন্তঃসার শূন্য কসাই মনোবৃত্তি সম্পন্ন সমাজের জন্য ভালবাসার বুকে ছুরি চালাতে?

রাম। বোন!

দয়াময়ী। তুমি কি চাও; আমার মতোই আর একটা নিষ্পাপ নারীর বুকে আগুন জেলে দিতে?

রাম। এ তুই কি বলছিস, দয়া?

দয়াময়ী। এ বলার কথা নয় দাদা, অনুভূতির কথা। বিনা বিচারে—অকারনে তোমার বোনকে এই সমাজ যে অপমান করে গেল, তুমি যেন ভুল করে, দাদার ওপর তেমনি অবিচার করোনা। মনে রেখো—জাতের চেয়ে মানুষ অনেক—অনেক বড়।

[চলিয়া যাইতেছিল।

রাম। দয়াময়া!

দয়াময়ী। (ফিরিয়া) দাদা, ভগবান গড়েছেন মানুষ, আর মানুষ গড়েছে জাতি ভেদের এই প্রাচীর। খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়ে মানুষ আজ দিশা হারা, আত্মনিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত। সম্প্রদায়িকতার

বিষে জর্জ্জরিত। তাই অভিশপ্ত মানুষ আজ স্বর্গের কানন থেকে নরকের বুকে নির্ব্বাসিত।

[চলিয়া গেল।

রাম। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দয়াময়ীর মুখে এত বড় কথা! বুঝলাম, দুঃখের আঘাতেই মানুষের মনে সত্যের আলো জ্বলে ওঠে। ওগো ভগবান! মূর্খ আমি, সত্য মিথ্যা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমায় পথ দেখাও প্রভু, এই শঙ্কট থেকে আমাদের তুমি রক্ষা কর!

[চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

মিচকিন খাঁর বাড়ী।

উত্তেজিত মিচকিন খাঁ আসিল।

মিচকিন। রইক্ষা! কুন হালা রইক্ষা কইরবো? মহল্লার মাথা, দ্যাশের রাজা—যারে আমরা পীর বইল্লা মান্যি দেই, হেই মিঞাই যুদি ইছলামের কাল্লায় ডাং মারে, কুন হালার ক্ষ্যামতা—তারে রইক্ষা করে? ছ্যাঃ—ছ্যাঃ! বালা মাইনষের ব্যাটা ইন্দুর ছাওয়াল—এই রহম কইরা যুদি তার ইমান নষ্ট করে, মুছলমানের মাথায় খুদার গজব পইরবোনা?

ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। ইস্! চিল্লাইয়া যে বাড়ী মাথাত তুইল্যা! ব্যাপারডা কি? কার মাথায় আবার খুদার গজব অইলো?

মিচকিন। বুইঝবিনা—বুইঝবিনা। ম্যায়া মানুষ তুই, ই সব কুরান আদিছের কথা তুই বুইঝবিনা।

ঝিলিক। হঃ! তুমিই সব বুজ কিনা। তাই কেউ কিছু কানে দিলেই অমনি ব্যাকা মাজা সুজা কইর‍্যা লাফান সুরু কইরা দ্যাও।

মিচমিন। দ্যাখ্, ঝিলিক বিবি, যহন তহন খুচা মাইর‍্যা কথা কইসনা—কইতাছি। য্যাকটু ন্যাহা পড়া জানস বইল্যা মাথা কিনা নিচস্ নাহি?

ঝিলিক। নিচিইতো! ন্যাহা পড়া শিকতে পয়সা লাগছে,

কাল্লার গাম পায়ে পরছে। অত কষ্টের জিনিস, এডা দাম আছে।

মিচকিন। কচু আছে। ম্যায়া মাইনষের আবার ন্যাহা পড়া; ঠাং নাই—তার জুতা পরা।

ঝিলিক। থ্যাহ, বেশী ফচর ফচর কইরো না। ঠ্যালাত পরলে তো দেহি, এই ঝিলিক বিবির কাছেই ছুইট্যা আহ।

মিচকিন। আমুনা ক্যান? আমুনা ক্যান? রিতিমত মুল্লা ডাইক্যা কলমা পইর্যা—তরে সাদী করি নাই? ঠ্যালার হময় যুদি শল্লা পরামশ্য দিবার না পাস—তবে বাত দিয়া পুষুম ক্যান!

ঝিলিক। ওঃ! কি আমার বাত দিবার বাতাররে!

মিচকিন। ঝিলিক!

ঝিলিক। আইজ দশ বছর তুমাব গর করতাচি! দিছ—এডা পাছা পইড়া শাড়ী, দিছ—এডা বাসনায়ালা ত্যাল?

মিচকিন। ঐ তো—ঐ তো তর দুষ। গুইরা ফিরা—আসল জাগাত ঘাও মারিস।

ঝিলিক। মারুম না, হাজারবার মারুম, য্যাডা গয়না দেওনের ক্ষ্যামতা নাই যার, সাদী করনের তার য্যাত সখ ক্যান? খুদার ষাঁড় অইয়া থাকলেই পারতা!

মিচকিন। থ্যাখ, ঝিলিক বিবি, উরকম কইরা কবিনা কইতাছি। জানস্—তরে য়্যাকটু বালা কইরা খাবার দিবার পাইনা, ইয়ার জন্য দিলে আমার কত দুঃখ্যু! তার উপর তুই যুদি দিনরাইত এমন খুচা মাইরা কথা কস্—তাইলে নির্ঘ্যাৎ আমি য়্যাকদিকে চইল্যা যামু! (চক্ষু মুছিল)

ঝিলিক। (অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া হাসি মুখে) মিঞার গলটা যেন একটু দরা মনে অইতেছে। কাইন্দা দিল নাহি?

মিচকিন। ইস্, কান্দুম না কচু! যে না আমার বিবি, তার লাইগ্যা আবার কান্দুম, বইয়া গ্যাছে আমার।

ঝিলিক। তাইলে কার বইয়া গ্যাছে মিঞা? খুদার গজবটা কার উপর পইল্লো?

মিচকিন। কস ক্যান বিবি! দিনকাল ভারী খারাপ অইয়া গ্যাছে। আমাগো শাহানশাহার মতো পীর মাইনষি…হে ও নাহি অন্য মাইনষের জাত মারতে চায়!

ঝিলিক। ই কথা তুমারে কইলো ক্যাঠা?

মিচকিন। ক্যাঠা কয় নাই—তাই কও। ঐ যে পিয়াজের বাপ ফকর মুন্সী, কান কাটা হাজী—হকলেই তো কইতাছে।

ঝিলিক। হকলেই কইতাছে?

মিচকিন। তর কাচে কি মিছা কইতাছি! শাহানশার বাইগ্না হামিদ মিঞার সঙ্গে ই নিয়া কত কথা অইলো, তুই হুনলে কানত আঙ্গুল দিতি।

ঝিলিক। আর কি কথা অইলো?

মিচকিন। সরম নাগে, বুঝলি ঝিলিক বিবি, উ সব কথা বিবি তুই—তর কাছে কইতেও সরম নাগে। ঐ যে হিন্দু নায়েব—

ঝিলিক। লক্ষ্মীনারয়ন?

মিচকিন। তওবা! তওবা! ফচ্ কইরা হিন্দুর দেবতার নামটা কইয়া ফালাইলি! গুনা অইবোনা?

ঝিলিক। তুমার মাথা অইব। নিজেতো কিছুই বুজনা। মাইনষে যা কয়—তাই হুইন্যাইয়াই নাফ মার।

মিচকিন। আমি বুজিনা?

ঝিলিক। না।

মিচকিন। ঠিক কইলি—আমি বুজিনা?

ঝিলিক। না। তুমি মিঞা কিছু বুজনা, য়্যাহাবারে আকাট মুখ্যু!

মিচকিন। (সরোষে) বেশ, মুখ্যু আছি—মুখ্যুই আছি, তর বাবার কি?

ঝিলিক। কি? তুমি মিঞা আমার বাপ তুইল্যা গাইল দিলা! আমার বাপ কবে মইরা গ্যাছে—তারে তুমি কবর থাইক্যা তুইলা আইন্যা গাইল দিলা! য়্যাত সাহস তুমার?

মিচকিন। হ-হ য়্যাত সাহস আমার। আমি কি মায়্যা মানুষ যে ডর কইরা কথা কমু? করবি কি তুই আমার?

ঝিলিক। কি করুম? ··· থাকুম না—থাকুম না—তুমার গরে। এহনই চইল্যা যামু—য্যে দিকে দুই চক্ষু যায়। (চলিয়া যাইতে ছিল, দ্রুত মিচকিন খাঁ, পথরোধ করিল।)

মিচকিন। যাইবা মানে—যাইবা মানে কি? যাইল্যেই অইলো? ই সব বাড়ী, গর, মুরগী, কইতর—গরু বাছুর-ই'গুলা দেখবো ক্যাঠা?

ঝিলিক। ইস্! বইয়্যা গ্যাছে আমার ই সব দ্যাখতে! যার জিনিষ হেই দ্যাখবো। আমার কি? লগে কইরা কিছু আনিও নাই, লগে কইরা নিয়াও যামুনা!

[চলিয়া যাইতেছিল।

মিচকিন। এই—এই, আরে তাও যায় দেহি! হুন না।

ঝিলিক। হুনা হুনির আর দায় দায়ি না। যামু কইরা যহন পাত বাড়াইছি—তহন নির্ঘাৎ যামু।

[আরো কিছুদুর গেল।

মিচকিন। আরে, তাও যায় যে! যা—যা। তুইও যা, আমিও যাই। তুই যা য়্যাক দরজা দিয়া, আমি যাই আর য়্যাক দরজা দিয়া।

ঝিলিক। তুমি যাবা ক্যা? তুমার গর-বাড়ী, গরু ছাগল, তুমি যাবা ক্যা? আমি তুমার দুষমন, আমিই চইল্যা যাই।

(চক্ষু মুছিল)

মিচকিন। ক্যাঠা কইছে? কুন হালায় কইছে তুই আমার দুষমন? য়্যাকবার নামটা কইরা ফ্যালা না, ঠ্যাং দুইডা ধইরা উ হালারে পর পরাইয়া ফাইরা ফ্যালামু। আমার বিবি, আমার জানের চাইয়াও যে বড়, তারে কয়— ক' ক্যাঠা কইছে?

(হাত ধরিল)

ঝিলিক। ক্যাঠা আবার কইবো! তুমিইতো কইলা।

মিচকিন। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমি! আমি তরে দুষমন কইছি? কহন কইছি? আল্লার কসম ক'— কহন তরে দুষমন কইছি?

ঝিলিক। দুষমন না কও—বাপ তুইল্যা গাইল দিছতো? দুষমনের চাইয়া উডা কি বালা কথা?

মিচকিন। কসুর অইছে, বুজলি ঝিলিক বিবি, কসুর অইছে। চাষা বুষা মানুষ! ফচ্ কইর‍্যা কহন কি কইয়া ফালাই, তার কি কুন ঠিক আছে! তার লাইগ্যা তুই গুসা—অইসনা বিবি। তরে কথা দিতাছি, বছরের মধ্যেই য়্যাকডা বালা গয়না গরাইয়া দিমু।

ঝিলিক। দিবা তো?

মিচকিন। হ-হ দিমু—দিমু।

ঝিলিক। তাইলে আমিও থাকুম—থাকুম—থাকুম!

মিচকিন। এইবার লুন, ঐ যে শাহানশা—তার ম্যায়ার লগে জুর কইরা হিন্দু নায়েবটার সাদী দিবার চ্যাষ্টা করতাছে।

ঝিলিক। তাই নাহি!

মিচকিন। আরো আছে। ঐঁ যে আমাগো ছুট মিঞা হামিদ খাঁ—তারেও নাহি বে-ফয়দা তাড়াইয়া দিচে। কতো ঝিলিক বিবি; মুছলমানের ন্যাতা হে যুদি এমন গুনাগারি করে, তাইলে কি ইছলাম জাহান্নামে যাইবোনা?

হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। ঠিক বলেছ মিচকিন খাঁ; ইসলাম আজ সত্যই জাহান্নামের পথে চলেছে।

মিচকিন। ছুট মিঞা! সেলাম—সেলাম।

ঝিলিক। বে-আক্কেল! বে-সরম! কওয়া নাই, বলা নাই, ছুট্ কইরা ঢুইক্যা পরলেই অইলো! যত হব!

[চলিয়া গেল।

হামিদ। তোমার বিবি যেন একটু চটে গেছে, মনে হলো?

মিচকিন। আর কন ক্যান, ছুট মিঞা! আমার বিবির সব বালা। তুষ ওই হঠাৎ চইট্টা যায়।

হামিদ। চটে কি আর এমনি? মেয়ে মানুষ যদি ভাল শাড়ী আর গয়না না পায়—তাহলে ঐ চটিতং রোগ তার সারা জীবনেও যায়না।

মিচকিন। তা—যা—কইছেন! ওই দুঃখেই মইরা আছি। সাদী করা ইস্তক—ম্যাকটা বালা শাড়ী কি গয়না কিছুই দিবার পাই নাই।

হামিদ। এখন ইচ্ছা করলেই তা পার।

মিচকিন। কি কইরা? আলাদ্দিনের চ্যারাগ জ্বালাইয়া?

হামিদ। আরে না—না, আমি তোমাকে নগদ কর-করে একশত টাকা এখনই দিতে পারি।

মিচকিন। (ফ্যাল ফ্যাল চোখে) ন-গ-দ—রক—কইরা…… য়্যা—ক—শ ট্যাহা!

হামিদ। হ্যাঁ, একশ টাকা!

মিচকিন। আরে বাপরে বাপ! আমার বাপ দাদাও জীন্দেগীতে য়্যাক লগে য়্যাত ট্যাহা চোহে দেহে নাই।

হামিদ। কিন্তু তুমি দেখবে। যদি আমার সামান্য একটা কাজ করে দাও।

মিচকিন। কি কাম, কর্ত্তা?

হামিদ। তুমিতো একজন খাঁটি মুসলমান?

মিচকিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ! কি যে কন কত্তা!

হামিদ। হাজী মোল্লারা তো তাই বলে।

মিচকিন। (আনন্দে) বলে নাহি?

হামিদ। হ্যাঁ, বলে! তাই তোমাকে দিয়েই ইসলামের এই গৌরবজনক কাজটা করিয়ে নিতে চাই।

মিচকিন। ইছলামের লাইগ্যা আমি জিন্দেগী বরবাদ করবার পারি।

হামিদ। অতটা করতে হবেনা। সামান্য একটা মেয়েকে সরিয়ে আনতে হবে।

মিচকিন। তওবা—তওবা। কন কি, কর্ত্তা? মাইয়া মানুষ ধল্লে—গুনা অইবোনা?

হামিদ। দূর বোকা! একি মুসলমানের মেয়ে—যে ধরলে গুনাহবে?

মিচকিন। ওঃ! হিন্দু মাইয়ার গায়ে হাত দিলে বুঝি গুনা অয়না?

হামিদ। না। হাদিছ-কোরানে পরিস্কার লেখা আছে, একটা হিন্দুর মেয়েকে ধরে এনে মুসলমান করতে পারলে—সাতটা মসজিদ তৈরীর পুণ্য হয়।

মিচকিন। তাই নাহি? কই, হুনি নাই তো।...... কুরান-আদিছে ই কথা ন্যাহা আছে?

হামিদ। নিশ্চয় আছে। দেখতে চাও তো দেখাতে পারি।

মিচকিন। হেঃ-হেঃ-হেঃ! আপনি অইছেন— পীর শাহানশার বাইগ্না! আপনি কি আর মিছা কবেন! দ্যান ট্যাহা। কাম আপনার ঠিক কইরা দিমু।

(টাকা লইল।)

হামিদ। তাহ'লে চল আমার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যাতেই শয়তানী লক্ষ্মীনারায়ণের বোন দয়াময়ীকে আমি যথাস্থানে সরিয়ে আনবো।

মিচকিন। নায়েবের বইন?

হামিদ। হ্যাঁ! বেটা শয়তান আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, রাজ্যটা বেহাত করতে চলেছে। ইসলামের সে ঘোর শত্রু। তাকে সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব করে—পথের ভিক্ষুক করে দেব। তবে আমার নাম হামিদ খাঁন!......চলে এসো।

[চলিয়া গেল।

মিচকিন। চলেন—চলেন। ইয়া আল্লা! কি নসীবের জুর রে— য়্যাক লগে কর-কইরা নগদ 'য়্যাক শত ট্যাহা। ঝিলিক—ঝিলিক। য়্যাকটু খাঁড়। গয়না দিয়া তরে আমি মুইরা দিমু।

[চলিয়া যাইতেছিল।

পুনঃ ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। যাও—কই, মিঞা! যাও কই ?

মিচকিন। ওরে ঝিলিক! নসীব আমার ফাইট্যা গ্যাছে। গয়না দিয়া তরে আমি মুইরা ফ্যালাম্‌! য্যাকটু খাঁড়া—আমি কাম হাইরা আইতাছি!

[দ্রুত চলিয়া গেল।

ঝিলিক। হায়! হায়! হায়! আমার মাথা খাইতে যে চইলা গেলো। কুন গোরের মরা আইসা—আমার সরল মাইনষিডারে ইছলামের নামে খ্যাপাইয়া—ট্যাহা দিয়া বুলাইয়া কাম হাইরা ফালাইছে। হেষ-ম্যাষ—ম্যায়া মানুষ চুরি! কি করি? কারে কই? কি কইরা এই হর্বনাশটা বন্ধ করি? ...... ঐ যে — ঐযে য্যাকটা জোয়ান চ্যাংরা আস্তা দিয়া যাইতাছে। উয়'রেই ডাহি। ··· খুদা! মুছলমানের মাইয়া অইয়া আব্রু রাখবার পারলাম না — তুমি আমারে মাপ কইরো! ·····ও মশয়, ও মশয়, হুনছেন—হুনছেন ?

(নেপথ্যে প্রতাপ রুদ্র। আমায় ডাকছেন ?)

ঝিলিক। হ হ! বড় বিপদ! য্যাকটু ইদিকে আহেন।)

প্রতাপ রুদ্র আসিল।

প্রতাপ। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?

ঝিলিক। আমার লাইগা কিছু করন লাগবোনা। আমি ডাকছি—য্যাকটা হিন্দুর মাইয়ারে বাঁচাইতে।

প্রতাপ। হিন্দুর মেয়ে ?

ঝিলিক! হ— হিন্দুর মাইয়া! নায়েব মশয়ের গেরাম চেন?

প্রতাপ। চিনি !

ঝিলিক। তাইলে ছুইটা যাও। নায়েবের বইন দয়াময়ীরে—

প্রতাপ। দয়াময়ী ?

ঝিলিক। নামটা হুইন্যা তুমি য্যান চইমকা উঠলা, বাই ! চেন নাহি উয়ারে ?

প্রতাপ। শুধু চিনি বল্লে ভুল হয়, বোন। বিধাতা বিরূপ না হ'লে—সে হয়তো' আমার ঘরেই আসতো।

ঝিলিক। তাইলে আর দেরী কইরোনা, বাই। জুর কদমে ছুইটা যাও। শয়তান হামিদ খাঁনের দল তারে লুইটা আনতে গ্যাছে। তারে বাঁচাও— তার ইমান রইক্ষা কর।

প্রতাপ। আমি তাকে রক্ষা করতে জীবন দেব, বোন ! কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

ঝিলিক। আমার খসমডারেও ইয়ার মধ্যে জড়াইয়া নিচে। পলাইয়া থাইকা—আমি হব কথা হুনছি।

প্রতাপ। কিন্তু মিচকিন মিঞা তো ভাল মানুষ !

ঝিলিক। ট্যাহা আর ধর্ম্মের নেশায় উ আইজ জানুয়ার অইয়া গ্যাছে। যাও— বাই, শীগ্‌গীর যাও।

প্রতাপ। যাচ্ছি, বোন ! যদি একখানা অস্ত্র দিতে—

ঝিলিক। ক্যান ? তুমাগো গরে নাই ?

প্রতাপ। না। হিন্দু ভদ্রলোকের ঘরে বড় জোর ছড়ি থাকে, হাতিয়ার থাকে না।

ঝিলিক। কও কি বাই ! বিপদ আপদের লাইগ্যা তুমরা গরে য্যাকটা হাতিয়ারও রাখনা। তাই তুমরা পইরা-পইরা ম্যাড মাইর খাও।

প্রতাপ। বোন!

ঝিলিক। খাঁড়াও! হাতিয়ার আইনা দিতাছি।

[চলিয়া গেল

প্রতাপ। আশ্চর্য্য—এই মুসলমানের মেয়ে! সামান্য চাষীর বউ হলেও কত তার ধর্ম্ম বোধ! ভগবান, বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ এমনি মেয়ে জন্মাও, প্রভু! এমনি মেয়ে জন্মাও।

পুনঃ তরবারি হাতে ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। এই নাও বাই, তরালডা! যুদি দরকার বুজ খুন কইরবা,— তবু মাইয়া মাইনষের ইমান য্যান ঠিক থাহে।

প্রতাপ। যদি তোমার স্বামী বাদী হয়?

ঝিলিক। মাইয়া মাইনষের ইজ্জতের লাইগা— আমার খসমেরে তুমার তরালের মুখে তুইলা দিলাম। ওগো হিন্দুবাই, আমার হব যাইক, তবু—মাইয়া মাইনষের ইজ্জৎ য্যান নষ্ট না হয়।

প্রতাপ। ওগো আমার হঠাৎ পাওয়া মুসলিম বোন, যদি কার্য্যোদ্ধার করে ফিরে আসতে পারি—তবে সেদিন তোমার ঐ পায়ের ধূলো আমি মাথায় তুলে নেব। আর যদি তা না পারি, যদি দয়াময়ীকে রক্ষা করতে না পারি—তবে ওগো মহিমাময়ী নারী, তোমাকে এই আমার শেষ সেলাম।

[চলিয়া গেল।

ঝিলিক। যাও হিন্দুবাই, আমি খোদার কাছে মোনজাত করি,—তুমার য্যান জয় হয়। মাইয়া মাইনষের ইজ্জৎ রাইখ্যা তুমি য্যান আমার বাই ডাকনের মান রাখতে পার।

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুম ঘর।

অগ্রে মলিন মূর্তি ভীত লক্ষ্মী নারায়ণ ও তৎ পশ্চাতে কংকালের ছদ্মবেশে আসাদউল্লা আসিল।

লক্ষ্মী। না—না, না—না! আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর। ওঃ! ওঃ! ওঃ! (দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া পড়িয়া গেল।) দোহাই—দোহাই তোমার। তুমি যাও, তুমি যাও। ওগো জীবন্ত কংকাল, তুমি যাও, তুমি যাও! আঃ…আঃ…আঃ…

আসাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! (মুখাবরণ অপসারণ করিয়া।) স্বগত। যাক, কাম ফতে। এখন রাজী হলেই মোটা বকশিস।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। (উঠিয়া) কই, কেউতো নেই! তবে এ আমি কি দেখলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তাই হবে—তাই হবে। নইলে কংকাল কি কখনো জীবন্ত হতে পারে? ওঃ! ক্ষুধা তৃষ্ণার কি দারুন তাড়না! আর যে সইতে পাচ্ছি না! ওঃ! কে আছ, অন্ততঃ এক বিন্দু জল দিয়ে আমায় রক্ষা কর!

পুনঃ রক্ষীবেশী আসাদউল্লা আসিল।

আসাদ। শাহাজাদীকে সাদী করতে রাজী হোন, শুধু জল কেন, সব পাবেন।

লক্ষ্মী। কে? আসাদউল্লা?

আসাদ। জী!

লক্ষ্মী। দেবে,—দেবে—আমাকে একটু জল?

আসাদ। বলেছিতো, আপনি সব পাবেন। শুধু রাজী হোন।

লক্ষ্মী। রাজী হবো? রাজী হবো?… হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবো—তাই হবো! ক্ষুধা তৃষ্ণার বড় জ্বালা আসাদউল্লা, বড় জ্বালা। এ আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

আসাদ। কেন সইছেন? আজ তিন দিন আপনি উপবাসী। নর-কংকালের ভয়ংকর ভীতিতে আপনার দেহ মন অবসন্ন। আপনার এই দুঃসময়ে কোন হিন্দুই তো—ছুটে এলোনা রক্ষার দাবী নিয়ে। তবে কেন নিজেকে এত পীড়ন করছেন?

লক্ষ্মী। ঠিক—ঠিক বলেছ, আসাদউল্লা! যে হিন্দু সমাজের মুখ চেয়ে আমি এই অবর্ণনীয় আত্মপীড়ণ সহ্য করছি, কই; সে সমাজের কেউতো এলোনা আমাকে উদ্ধার করতে! তবে, কেন—কেন এই নির্য্যাতন সহ্য করছি?

আসাদ। নায়েব মশাই!

লক্ষ্মী। না—না, অহেতুক এই পীড়ণ সহ্য করা যায়না। আমি শাহাজাদীকেই সাদী করবো। অন্ন-জল নিয়ে…(সহসা মুখ চাপিয়া ধরিল।) না—না, তা আমি পারি না। সে যে আমার পরাজয়।

আসাদ। নায়েব মশাই!

লক্ষ্মী। তুমি যাও, তুমি যাও। আমি মরবো, তবু পরাজয় স্বীকার করবোনা।

আসাদ। ভেবে দেখুন। এত ঐশর্য্য।

লক্ষ্মী। আঃ! আবার প্রলোভন! যাও—যাও বলছি— যাও!

আসাদ। ঠিক আছে।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। আসুক মৃত্যু, হোক কংকালের নৃত্য সুরু, তবু আমি পরাজয় স্বীকার করবোনা, অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করবোনা। ...কিন্তু একি জ্বালা! সর্ব্বাংগে একি অবসাদ! অন্ন জলের একি অমানুষিক শক্তি! ভগবান! ভগবান! (পড়িয়া গেল।)

কৃষ্ণ বোরখায় আবৃত আশমান আসিল।

আশমান। বন্দী! (অগ্রগমন) বন্দী!... বন্দী!

লক্ষ্মী। কে? কে ডাকে? কে— কে তুমি?

আশমান। আপনার জন্য অন্ন-পানীয় এনেছি, গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মী। অন্ন পানীয়! কই — কোথায়?... এই যে — এই যে। (সাগ্রহে অন্ন ব্যঞ্জনের থালা টানিয়া লইল। এক মুঠি অন্ন মুখে দিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল।) কিন্তু...কে তুমি? এই অন্ধকার কক্ষে সযত্নে আমার জন্য অন্ন-পানীয় নিয়ে এসেছে,... কে তুমি, করুণাময়ী?

আশমান। আমি?... আমি বেগম মহলের একজন সামান্য বাঁদী! আপনার দুঃখ সইতে না পেরে— প্রহরীকে প্রচুর উৎকচে বশ করে অন্ন-পানীয় নিয়ে এসেছি, গ্রহণ করে ধন্য করুন।

লক্ষ্মী। আশ্চর্য্য! যাঁর জন্য আমার এই নিপীড়ন—করুণা এলোনা সেই শাহাজাদীর বুকে। আর বেগম মহলের অচেনা অজানা বাঁদী তুমি,...তুমি এসেছ করুণার ভাণ্ডার দুহাত ভরে নিয়ে। বাঃ! চমৎকার!

আশমান। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাড়াতাড়ি আহার করুন!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই আগে জলটুকু খেয়ে নিই।

(জলপান করিতে লাগিল।)

সহসা চাবুক হস্তে শাহজামাল আসিল।

শাহ। বাঃ! চমৎকার!

আশমান ও লক্ষ্মী। কে?

শাহ। শাহানশাহ শাহজামাল। কিন্তু কার এই দুঃসাহস—আমার বিনা অনুমতিতে বন্দীকে অন্ন-পানীয় এনে দেয়? কে তুই? (আশমান নীরব।) আসাদউল্লা!

পুনঃ আসাদউল্লা আসিল।

আসাদ। জাঁহাপনা!

(কুর্নিস করিল।)

শাহ। প্রকাশ্য দিবালোকে এই নারী কি করে এখানে প্রবেশ করলে? কে তাকে ঢুকতে দিলে?

আসাদ। আমি।

শাহ। তুমি! এত দুঃসাহস তোমার। আমার হুকুম অগ্রাহ্য কর?

আসাদ। বন্দীর এই কাতর আর্তনাদ, জীর্ণ মলিন দেহ দেখে আমি চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম, জনাব।

শাহ। চঞ্চল হয়ে পড়েছিলে? অর্থাৎ দয়ার সাগর তোমার উথলে উঠেছিলো। কিন্তু এর শাস্তি কি জান?

আসাদ। জানি, মৃত্যু।

শাহ। তাহ'লে সেই শাস্তির জন্যই প্রস্তুত হও। জহ্লাদ!

কুঠার স্কন্ধে ভীষণ দর্শন জহ্লাদ আসিল।

জহ্লাদ। হুজুর!　　　　　　　　　　　　　　(কুর্নিস করিল।)

লক্ষ্মী। না—না, রক্ষীকে আপনি ক্ষমা করুন।

শাহ। অপরাধীকে ক্ষমা আমি করিনা। রক্ষীর মৃত্যু তো—হবেই, তোমার মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবেনা।

লক্ষ্মী। আমাকেই হত্যা করুন, তবু এই দয়ালু রক্ষীকে ক্ষমা করুন।

শাহ। কাউকে ক্ষমা করবোনা। বল নারী, কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? (আশমান নীরব।) বলবেনা? বলবেনা? তবেরে বিদ্রোহিনী!　　　　　　　　　　　　　　(চাবক প্রহার।)

লক্ষ্মী ও আসাদ। জাঁহাপনা!

আশমান। আব্বা!

শাহ ও লক্ষ্মী। কে? কে?

আসাদ। শাহাজাদী।

লক্ষ্মী। শাহাজাদী!

শাহ। আশমান?

আশমান। (বোরখা খুলিয়া।) হ্যাঁ আব্বাজান। তোমার এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরেই আমি ছদ্মবেশে অনধিকার প্রবেশ করছি।

শাহ। খামোস বে-সরম! আমার মুখে কালিমা লেপন করতে তোর লজ্জা হলোনা?

আশমান। কালিমা লেপন আমি করিনি আব্বা, করেছ তুমি। মানুষের প্রতি তোমার এই জুলুম— এই নিষ্ঠুরতা শুধু তোমার নয়, তামাম মুসলিম জাহানের মুখে কালিমা লেপন করেছে।

শাহ। আমি যা করেছি, তা তোরই মঙ্গলের জন্য মা!

আশমান। কে বলেছিলো? কে চেয়েছিলো— তোমার কাছে এই স্বৈরাচারের অনুগ্রহ?

শাহ। তুই তো—ওকে সাদী করতে চেয়েছিলি?

আশমান। সত্য। কিন্তু তার জন্য তোমাকে এই পৈশাচিক জুলুম করতে আমি কি বলেছিলাম?

শাহ। আশমান!

আশমান। আমি কি বলেছিলাম— একটা মানুষের প্রাণ নিয়ে এ ভাবে ছিনি মিনি খেলতে?

শাহ। কন্যা!

আশমান। জবাব দাও— কোন অধিকারে তুমি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় আঘাত হেনেছ? জবাব দাও স্বেচ্ছাচারী শাসক!

লক্ষ্মী। শাহজাদী! আপনি শান্ত হোন! এতে শাহানশার কোন দোষ নেই, সবই আমার ভাগ্য।

আশমান। না; এ সবলের অত্যাচার। শক্তির অপব্যবহার। মানুষ একে ক্ষমা করলেও খোদাতালার বিচারে এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

শাহ। তুই বলছিস কি আশমান। এ আমার অন্যায়।

আশমান। হাজারবার অন্যায়। যদি মঙ্গল চাও, যদি খোদার

রোষানলে পুড়ে মরতে না চাও, তবে অবিলম্বে বন্দীর কাছে ক্ষমা চাও— তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দাও।

আসাদ। আমারও প্রার্থনা জনাব, বন্দীকে আপনি মুক্তি দিন।

শাহ। না। আমার অনুরোধ যে উপেক্ষা করেছে, তাকে আমি মুক্তি দেবনা। এখনই, এইখানেই তাকে হত্যা করবো। জহ্লাদ!

(হত্যার ইঙ্গিত—জহ্লাদ কুঠার তুলিল।)

আশমান। না—না, ওঁকে নয়—ওঁকে নয়, আমায় হত্যা কর। জহ্লাদ, আমায় হত্যা কর!

(লক্ষ্মীনারায়ণকে জড়াইয়া ধরিল।)

আসাদ। ঐ সঙ্গে আমাকেও এই নিষ্ঠুর গোলামীর হাত থেকে রেহাই দিন, জাঁহাপনা!

(নতজানু হইল।)

শাহ। বেশ। আমি সবার ইচ্ছাই পূরণ করবো। জহ্লাদ!

(জহ্লাদের পুনঃ কুঠার উত্তোলন।)

লক্ষ্মী। দাঁড়াও জহ্লাদ। বলুন শাহাজাদী! বল আসাদ! তোমরা কেন এই হতভাগ্যের জন্য মরতে চাও?

আশমান। নিষিদ্ধ ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে যে মহাপাপ আমি করেছি, মৃত্যু দিয়েই আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

আসাদ। প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করার শাস্তি আমিও চাই, নায়েব মশাই।

শাহ। চেয়ে দেখ জেদি হিন্দু! আজ তোমারই জন্য দু-দুটো জীবনের কি শোচনীয় পরিণতি!

লক্ষ্মী। জনাব!

শাহ। মুসলমান বলে, যাদের তুমি কর ঘৃণা, চেয়ে

দেখ—তাদের বুকে তোমার জন্য কত মহব্বৎ। ওগো হিন্দু, এই ভালবাসার চেয়েও কি হিন্দু সমাজ বড়?

লক্ষ্মী। না—না, ভালবাসা—জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সবার উপরে।

শাহ। তা যদি বুঝে থাক, তবে দাও ভালবাসার পরিচয়—রাখ তার যোগ্য সম্মান। রক্ষা কর, এই মৃত্যুমুখী দুটি মানুষের জীবন!

লক্ষ্মী। তাই করবো—তাই করবো, জনাব! ভালবাসার যোগ্য সম্মানই আমি দেবো।

আশমান। হিন্দু!

লক্ষ্মী। ভগবানের নামে শপথ করে, আপনাদের সাক্ষী রেখে—এই মুহুর্ত্তে আমি শাহাজাদীকে পত্নী বলে গ্রহণ করলাম।

(আশমানের হাত ধরিল।)

আশমান। না—না, তা হয় না। আমার জন্য কাউকে আমি আত্মবলি দিতে দেব না। আমি আত্মহত্যা করবো।

(লুকায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত, লক্ষ্মীনারায়ণ ধরিয়া ফেলিল।)

শাহ। আশমান!

আসাদ। শাহাজাদী!

(লক্ষীনারায়ণ ছোরা কাড়িয়া লইল। শাহজামালের ইংগিতে জহ্লাদ কুর্নিস করিয়া চলিয়া গেল।)

লক্ষ্মী। কি কর—কি কর, আশমান? তোমাকে বিবাহ আমার আত্মবলি নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা। ভগবান! আমার অবস্থা বিবেচনা করে—তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো।

[চলিয়া গেল]

আশমান। ওগো, শোন—শোন। অনাহারে অনিদ্রায় তুমি দুর্বল। আগে সুস্থ হও, তারপর করো তোমার কর্তব্য পালন।

[চলিয়া গেল।

শাহ। যাও আসাদউল্লা! তোমার কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি, তোমার উপযুক্ত ইনাম তুমি পাবে।

আসাদ। জনাব!

শাহ। এখন যাও, শাহাজাদীর সাদীর ব্যবস্থা কর। উৎসবের আয়োজন কর।

আসাদ। যো হুকুম মালিক।

[কুর্নিস করিয়া চলিয়া গেল।

শাহ। উৎসব! শাহাজাদী আশমানের সাদীর উৎসব! একজনের ঘরের একটি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে— আমার ঘরে জ্বলবে আজ হাজার বাতির রংমশাল। খোদা—মেহেরবান! এই স্নেহান্ধ পিতাকে তুমি ক্ষমা করো। ক্ষমা করো।

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাগমারী প্রাসাদ।

উৎসবের নহবৎ বাজিতেছে। উত্তেজিত রামনারায়ণ আসিল।

রাম। না—না, ক্ষমা নেই! ক্ষমা নেই! হিন্দুসমাজের চিতার ওপর যারা খুশীর উৎসব করে, তাদের জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কে আছ, উত্তর দাও, শাহানশাহকে সংবাদ দাও— তাকে আমার চাই।

আসাদউল্লা আসিল।

আসাদ। কি চাও তুমি?

রাম। চাই প্রতিকার, চাই জবাব, চাই শাহনশাহ শাহজামালকে!

একটি দলিল হস্তে শাহজামাল আসিল।

শাহ। তাকে তোমার কি প্রয়োজন, যুবক?

রাম। আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাই।

শাহ। কৈফিয়ৎ? বেশ, বল! আমিই শাহানশাহ শাহজামাল।

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কৈফিয়ৎ। বলুন, কেন আপনি আমার দাদাকে আটকে রেখেছেন? কেন তাঁর ওপর জুলুম করছেন? বলুন, কোথায় আমার দাদা?

মলিন মূর্তি লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। রামনারায়ণ!

রাম। দাদা! (ছুটিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।) একি! এ তোমার কি মলিন মূর্তি? বল, বল দাদা, কে করেছে তোমার এই সর্ব্বনাশ?

শাহ। আমি!

আশমান আসিল।

আশমান। না, আমি! আমারই ভুলে ওঁর আজ এই অবস্থা।

শাহ। না—যুবক! আমারই নিম্ন-গামী স্নেহের ভুলে তোমার দাদার আজ এই শোচনীয় পরিণতি।

আশমান। না ভাই, অপরাধী আমি! আমিই শাস্তির যোগ্য। তুমি আমাকে ইচ্ছামত শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা নিবারণ কর।

লক্ষ্মী। শাহাজাদী!

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, শাস্তি দেব—শাস্তি দেব। কিন্তু কেমন করে শাস্তি দেব? এমন নিস্কলঙ্ক যার অঙ্গ কান্তি, এমন করুণা ভরা যার মুখশ্রী, এমন মায়া মাখা যার চোখ তাকে কেমন করে শাস্তি দেব?

আসাদ। শাস্তির একমাত্র পথ—ওঁদের দুজনকে সাদরে বরণ করে মহব্বতের কারাগারে বন্দী রাখা।

[চলিয়া গেল।

রাম। না—না, তা হয় না, তা হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের এই মিলন কোনদিনই সম্ভব নয়।

লক্ষ্মী। রাম !

রাম। (দাদার কাছে ছুটিয়া গেল।) বল—বল দাদা, আমি কি করি ? কেমন করে এ সমস্যার সমাধান করি ?

শাহ। এ মিলন তুমি অনুমোদন কর, যুবক। তোমার দাদা—আর তার স্ত্রীকে তুমি খুশী মনে গ্রহণ কর।

রাম। না—না, তা আমি পারিনা। দাদা—দাদা ! (হাত ধরিয়া) দোহাই দাদা। তুমি ঘরে ফিরে চল—ঘরে ফিরে চল।

লক্ষ্মী। আজ আর তা হয়না ভাই। ফিরে যেতে আমি আর পারিনা।

রাম। পারনা ?

লক্ষ্মী। না। শাহাজাদীকে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাম। দাদা !

আশমান। দেবর।

রাম। (উত্তেজিত হইয়া) না—না, ও সম্বোধন তুমি আমায় করোনা। ওর যোগ্য মর্য্যাদা দিতে আমি পারবো না।

শাহ। কেন যুবক ? মানুষের চেয়ে জাতটাই কি বড় ? মহত্বের কি কোন মূল্য নেই ? আশমান কি তোমার ভাবী হওয়ার অযোগ্য ?

রাম। না—না, ও মূর্তি যে দেব-দূর্লভ। হিন্দু-মুসলমানের জাতের মাপ কাঠি দিয়ে ওঁকে বিচার করা চলেনা।

আশমান। ভাই !

রাম। ওগো মায়াবিনী শত্রু ! তোমারই জয় হোক। আমি তোমাকে বৌদি বলে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি।

ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। খবরদার ছোট দাদাবাবু! না জেনে শুনে হুট্ করে কিছু করে বসোনা।

শাহ। কি জানতে চাও, ভাই?

ইসমাইল। জানতে চাই,— আমাদের বড় দাদাবাবু কি স্বেচ্ছায় শাহাজাদীকে গ্রহণ করেছে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ ভাই, স্বেচ্ছায় আমি ওঁকে গ্রহণ করেছি।

রাম। দাদা! এ তুমি কি বলছ?

লক্ষ্মী। যা সত্য, তাই বলছি ভাই।

রাম। তাহ'লে তুমি জাতি ভ্রষ্ট?

শাহ। না। লক্ষ্মীনারায়ণ জাতি ভ্রষ্ট হয়নি, হবেও না। তার ধর্ম্ম কোনদিন যাবেনা।

সকলে। জাঁহাপনা!

শাহ। (দলিল লক্ষ্মীনারায়ণের হাত দিয়া।) এই নাও আমার দানপত্র। আজ থেকে তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী। এই দানপত্রের বলে— পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ক্রমে আজ থেকে তুমিই এই বিশাল কাগমারী পরগণার অধিশ্বর। আমার কন্যা আশমানের কোন সত্ত্ব এতে রইলো না।

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা!

আশমান। আব্বাজান!

শাহ। আমার শেষ অনুরোধ—লক্ষ্মীনারায়ণ! তুমি হিন্দু হয়োনা, মুসলমান হয়োনা, তুমি হয়ো—সত্যিকারের মানুষ; আমার হাজার হাজার গরীব প্রজাপুঞ্জের দরদী মানুষ-রাজা।

গীত কণ্ঠে ফকির আসিল।

ফকির।— গীত।

ওগো নূতন যুগের নূতন রাজা
আমার সেলাম নাও।
মানুষেরে দাও ভালবাসা তব
মানুষের জয় গাও॥
স্রষ্টা নয়কো সৃষ্টী ছাড়া,
তাঁর ডাকে দাও নিত্য সাড়া
সত্য-পীরের সেবক হয়ে
আলোর পথে যাও।

সকলে। সেলাম ফকির সাহেব!

(সেলাম করিল।)

ফকির। খোদা হাফেজ।

[চলিয়া যাইতেছিল।

শাহ। দাঁড়ান, ফকির সাহেব। আজ থেকে আমিও আপনার অনুগামী।

ফকির। শাহানশাহ—

শাহজামাল। বড় জ্বালা, বুকটায় আমার বড় জ্বালা। কন্যার মুখে হাসি দেখতে—ভাবী বাংলার একটা মধুর রূপ কল্পনা করে, সাচ্চা মানুষ লক্ষ্মীনারায়ণের ওপর যে অন্যায় আমি করেছি; আপনার দরগায় বসে আজ থেকে সুরু করবো তার প্রায়শ্চিত্ত।

ফকির। দরগা আমার নয় শাহনশাহ, দরগা খোদার। আজ থেকে আমি আর আপনি দুজনেই হবো তাঁর খেদমতকারী।

আশমান। আব্বাজান! তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে?
(চোখে জল।)

শাহ। কাঁদিসনে মা— কাঁদিসনে। আমার কর্ত্তব্য শেষ। খোদার ডাক এসেছে, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তোদের জন্য রেখে গেলাম আমার অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

আশমান। আব্বা!

শাহ। স্বামীর যোগ্য সহধর্ম্মিণী হও মা, স্বামীকে সুখী কর। রামনারায়ণ, ইসমাইল!

রাম ও ইস্। জাঁহাপনা!

শাহ। লক্ষ্মীনারায়ণকে তোমরা ভুল বুঝোনা। অমন দরদ ভরা মানুষ বাংলায় আর একটিও নেই।

রাম। আমি ছায়ার মতো দাদার অনুসরণ করবো।

ইসমাইল। এই ছোট লোক চাষা— রাজার জন্য জান কোরবাণী দেবে, জনাব।

শাহ। ব্যাস, নিশ্চিন্ত। চলুন ফকির সাহেব!

লক্ষ্মী। অজ্ঞ আমি। যাবার আগে আমায় কিছু উপদেশ দিয়ে যান, জনাব!

শাহ। উপদেশ— শুধু মানুষ হও। স্মরণ রেখো— পররাজ্য গ্রাস, প্রজাশোষণ, অপরের ধর্ম্মে আঘাত আর নারী উৎপীড়ণ করে—সে ইসলামীও নয়, হিন্দুও নয়;— তার একমাত্র পরিচয় সে শয়তান— মানুষ সমাজের শত্রু।

লক্ষ্মী। জনাব!

আশমান। আব্বাজান!

শাহ। বুঝে চলো, মঙ্গল হবে। চলুন ফকির সাহেব শান্তির আশ্রমে—আলোর সন্ধানে।

ফকির। (শাহজামালের হাত ধরিয়া।) আসুন শাহনশাহ!

ফকির।— গীত:

আলোর দেশে চল্ মুসাফের
আলোর দেশে চল্।
যেখানে নাই জাতি ভেদের
মিথ্যে গড়া ছল॥
এই দুনিয়ায় সেই সে খাঁটি
সাচ্চা মানুষ ভাই—
যে জন জানে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।
নামাজ পূজা ধন্য রে তার;
(যার) চোখে প্রেমের জল॥

[শাহজামালকে লইয়া চলিয়া গেল।

রাম। যে বিরাট বনস্পতির ছায়ায় আমরা শান্তিতে ছিলাম—আজ সে দূরে চলে গেল।

ইসমাইল। কে জানে, আমাদের তগ্‌দীরে কি আছে?

লক্ষ্মী। শাহনশার অভাবে আমিও যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছি। একি দুর্বলতা!

আশমান। না—না, নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না, দুর্বলতাকে প্রশয় দেওয়া হবেনা। আব্বাজানের স্বপ্নোকে সফল করতে হবে। 'জাতের চেয়েও মানুষ বড়'—একথা জীবন দিয়েও প্রমান করতে হবে।

দ্রুত ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। তাই যুদি চাও, তাইলে ছুইট্যা যাও— নূতন রাজার ত্যাশের বাড়ীতে।

লক্ষ্মী। কেন? সেখানে কেন?

ঝিলিক। রাজার বইন দয়াময়ীর ভারী বিপদ।

রাম। বিপদ?

ঝিলিক। হ—হ। শয়তানের বাচ্চা হামিদ খাঁন তারে লুইট্যা আনতে গ্যাছে।

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন!

ইসমাইল। আমি চল্লাম রাজা। পল্লীর বুকে নতুন করে পরীক্ষা হবে, হামিদ খাঁন কেমন মুসলমানের বাচ্চা, আর আমিও বা কেমন চাষার বাচ্চা।

[সবেগে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। দাঁড়াও—আমিও যাবো।

রাম। না, তোমার যাওয়া এখন চলে না। তোমার এই সৌভাগ্য মা হয়তো সইতে পারবেনা দাদা, সইতে পারবেনা।

আশমান। ভাই!

রাম। চিন্তা করোনা, বৌদি! আমি ধীরে ধীরে মাকে বুঝিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসবো। আর সেদিনই হবে আমাদের ভাঙ্গা ঘরে রাজরাণীর প্রতিষ্ঠা।

লক্ষ্মী। রাম!

রাম। আর দেরী নয় দাদা, হতভাগিনী প্রায় অরক্ষক!

[চলিয়া যাইতেছিল।

লক্ষ্মী। একা নয়—একা নয় ভাই। যাবার সময় রঘু লেঠেলকে আমার হুকুম জানিয়ে বলবে, এখনি যেন পঁচিশ জন লেঠেল নিয়ে সে তোমার অনুসরণ করে। প্রয়োজন হয় রক্ত-পাত করবে। শুধু সেই শয়তানের হাত থেকে অভাগিণী বোনটাকে আমার রক্ষা করা চাই!

আশমান। আর সেই সঙ্গে জানোয়ার হামিদ খাঁকে বন্দী করে আনবে।

রাম। তাই হবে বৌদি! তোমায় শুধু আজ দেখেই গেলাম—মনের কথা বলা হলোনা। যদি সুযোগ পাই—আবার আসবো, আবার তোমাকে বৌদি বলে ডেকে—তোমার দেওয়া আদর কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করবো।

ঝিলিক। কথা থুইয়া দৌড় দেও। ব্যালা পেরায় শ্যাষ।

লক্ষ্মী। বেলা শেষ। তাহ'লে হয়তো এতক্ষন... না—না, সময় নাই, আমি নিজেই যাবো ওকে রক্ষা করতে।

রাম। তা হয় না দাদা! দয়াময়ীকে রক্ষার দায়ীত্ব আমার, আর ঐ পরের মায়াবিনী মেয়েটাকে রক্ষার দায়িত্ব তোমার।

লক্ষ্মী। রাম!

রাম। ভুলে যেওনা দাদা, যে শয়তান তোমার ভগ্নীর ওপর চড়াও হতে পারে, প্রতি-হিংসায় ক্ষীপ্ত হয়ে সে তোমার স্ত্রীকেও খুন করতে পারে। হুঁসিয়ার!

[চলিয়া গেল।

আশমান। (সাতঙ্কে) স্বামী!

লক্ষ্মী। আশমান!

ঝিলিক। ভয় কি শাহাজাদী! যতক্ষণ এই ঝিলিক তুমার লগে

আছে, ততক্ষণ যমের বাপেরও খ্যামতা নাই যে তুমার য্যাকটা পশম তুইল্যা ন্যায়।

লক্ষ্মী ও আশমান। বাঁদী!

ঝিলিক। মাইয়্যা মাইনষের ইমান রাখতে, আমার খসমের কোতলের পরওয়ানায় আমি নিজে—সই কইরা দিছি। আবার যদি দরকার হয়, মুনিবের মাইয়ারে বাঁচনের লাইগা— ঐ শয়তানের বাচ্চা হামিদ মিঞার কইলজার খুন আমি চক্‌-চকাইয়া চাইট্রা খামু!

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। আশমান।

আশমান। (বুকে মাথা রাখিয়া।) স্বামী!

লক্ষ্মী। ঈশ্বর সাক্ষ্য রেখে আমি তোমাকে গ্রহণ করেছি, এ কোনদিনই মিথ্যা হবার নয়। কিন্তু সামাজিক অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত, অন্তরে আমরা স্বামী-স্ত্রী হলেও বাইরে থাকবো—কঠোর ব্রহ্মচারী!

আশমান। ব্রহ্মচারী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ— আশমান, ব্রহ্মচারী! কামের দাস নয়— প্রেমের পূজারী। তাই তৃষ্ণার পানীয়কে সম্মুখে রেখে—তৃষ্ণাকে দমন করবো সংযমের হোমানল জেলে আত্মশুদ্ধি করবো। পারবেনা?

আশমান। নিশ্চয় পারবো। আমার জন্য তুমি এতখানি নিগ্রহ ভোগ করলে, আর তোমার জন্য আমি সংযমী হতে পারবো না?

লক্ষ্মী। আশমান!

আশমান। ওগো, ভালবাসায় আমি অন্ধ হলেও জন্মে আমি পীর শাহজামালের কন্যা। রক্তে আমার ত্যাগের শিক্ষা, সংযমের বীজ—অঙ্কুরেই নিহিত আছে।

লক্ষ্মী। তাহলে চল আশমান, খোদা আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আসন্ন ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হই।

আশমান। সংগ্রাম!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, সংগ্রাম! আমার মন বলছে, তোমার আমার এই বিবাহকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট ঝড় উঠবে।

আশমান। আমার যে ভয় করছে রাজা!

লক্ষ্মী। না—না, কিসের ভয়? কেন ভয়? সত্যের পূজারী আমরা, মিথ্যাকে কোনদিনই স্বীকার করবোনা। ঝড়ের প্রবল তাড়নে ছিন্ন-পত্রের মতো উড়েই যদি যাই—তবু অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার আমার এই বিষ-সমুদ্র মন্থন করা অমৃতময়ী ভালবাসা!

(আশমান লক্ষ্মীনারায়ণের হাত ধরিয়া গাহিল।) প্রস্থান)

আশমান।— গীত :

ওগো মোর ভালবাসা,
বুঝিনি কখন হিয়াতে আমার
গোপনে বাঁধিলে বাসা ॥
অতনুর শর—করে জর-জর
অবশ করেগো অঙ্গ ;
মানুষেরে লয়ে কি খেলা খেলিছ
একি অপরূপ রঙ্গ ;
তোমার পরশে কাব্য হয়েছে
বিরহী বুকের ভাষা ॥

লক্ষ্মী। সত্যি! এই ভালবাসার দুর্বার শক্তিতে আশমান আজ মাটির বুকে।

[চলিয়া গেল ।

আশমান। ওগো আশমান আজ মাটির বুকেই হারিয়ে যেতে চায়! কিন্তু পারেনা? আশমান আর মাটির যে অনেক ব্যবধান। [চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুকুর ঘাট।

সাধারণ বেশে হামিদ খাঁন ও মিচকিন খাঁ আসিল।

হামিদ। এই সেই পুকুর ঘাট! সন্ধ্যাও সমাগত। এখনি সে জল নিতে আসবে, আর সেই সুযোগে—

মিচকিন। আমি তারে মিছা কথা কইয়া, নদীতে বাঁন্দা ছিপ নাওটায় নিয়া তুলুম। না, কত্তা?

হামিদ। হ্যাঁ!

মিচকিন। তারপর উহান থাইক্যা···য়্যাইরে—হব্বনাশ!

হামিদ। কিসের আবার সর্ব্বনাশ?

মিচকিন। হুজুর—ইছলাম জাহান্নামে গ্যালো!

হামিদ। আবার কোথায় ইসলাম জাহান্নামে গেলো?

মিচকিন। এহানে—হুজুর এহানে। ঐ যে মিছা কথা, আর মাইয়্যা মানুষ চুরি! ইতে কি আর ইছলাম জাহান্নামে না গিয়া পারে!

হামিদ। তুমি একটি অপদার্থ!

মিচকিন। উ কথা আমার বিবিও মাঝে মাঝে কয়। নয়া দেইখ্যা কিছু কন, না অইলে আপনার লগে আর বিবির লগে কুন ফারাক থাহেনা যে।

হামিদ। টাকা নিয়েছ মনে আছে!

মিচকিন। তা আর নাই, এহনো কুছে থাইক্যা কইলজায় খুচা মারতাছে।

হামিদ। বল কি! ট্যাঁকে থেকে কলিজাতে ঘা মারে?

মিচকিন। হ' হুজুর! গুনার কাম করলেই আসল মুছলমানের কইলজাতে ঠিক ঘাও মারে। তবে কি জানেন কত্তা! আপনাগো মতো পীর পয়গম্বরের পাল্লায় পইড়লে ঠিকঠিক মালুম হবার চায়না।

হামিদ। বাজে কথা রেখে এগিয়ে দেখ, মেয়েটা এলো কি না!

মিচকিন। দ্যাখতাছি হুজুর! কিন্তু মনডা য্যান ক্যামন-ক্যামন উস-খুশ করতাছে, দ্যাখবেন—হেষ-মেষ নাও য্যান ডুইব্যা না যায়।

[চলিয়া গেল।

হামিদ। কথায় কথায় শুধু ধর্ম্মের চিন্তা! অপদার্থ! তবে হ্যাঁ, এই সব ধর্মভীরু মূর্খদের একবার তাতিয়ে তুলতে পারলেই কাম ফতে। কাফের লক্ষ্মীনারায়ণ! তুমি আমার মুখের গ্রাস

কেড়ে নিয়েছ। প্রস্তুত হও, আমি তোমার কলিজা শুদ্ধ উপড়ে নেব। তোমার ভগ্নীকে অপহরণ করে—তোমার গোটা বংশটাকে চরম লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেব।

পুনঃ দ্রুত মিচকিন খাঁ আসিল।

মিচকিন। হুজুর— হুজুর!

হামিদ। কি হয়েছে?

মিচকিন। আইতাছে!

হামিদ। কে?

মিচকিন। হেই যে—আরে হেই যে নাম নেওন যায় না, তার বইন।

হামিদ। লক্ষ্মীনারায়ণের বহিন?

মিচকিন। হ' হুজুর!

হামিদ। সরে আয়। আত্মগোপন করি।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

কলসীকক্ষে দয়াময়ী আসিল।

দয়াময়ী। না! ঘাটে আসতে আজ বেজায় দেরী হয়ে গেল। জন-মনিষ্যি কেউ নেই ধারে কাছে। আকাশে মেঘ, সন্ধ্যাও নেমে এসেছে। একটা অজানা আশঙ্কায় বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। না, আর দেরী করা হবে না! জল মাথায় থাক, ... এখন ঘরে ফিরতে পারলেই হয়।

[চলিয়া যাইতেছিল।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে
পুনঃ মিচকিন খাঁ অসিল।

মিচকিন। হ' হ', তাড়াতাড়ি চলেন—তাড়াতাড়ি চলেন।

দয়াময়ী। কে? কে তুমি?

মিচকিন। আদাব—হুজুরাইন আদাব! আমি আপনার দাদার বান্দা।

(কুর্ণিস করিল।)

দয়াময়ী। দাদা! কোন দাদা?

মিচকিন। ঐ যে গো—আরে ঐ যে—যেনার খুব শক্ত ব্যারাম অইছে। হেই তো আপনারে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিল!

দয়াময়ী। আমাকে?

মিচকিন। হ'। ব্যারামটা খুব জবর কি না—তাই আপনারে দেইখবার চাইছে।

দয়াময়ী। অসুখ! কার অসুখ? আমার তো দুই দাদা। কার কথা বলছ?

মিচকিন। (স্বগত) এ্যাইরে, কাম সারছে। কুন দাদার কথা কই?

দয়াময়ী। চুপ করে আছ যে? কোন দাদার অসুখ? কে পাঠালে আমায় নিয়ে যেতে?

মিচকিন। আরে—ঐ যে—মানে অইছে, যিনি আমাগো শাহাজাদীরে সাদী করছে। নামতো আমি দিশা রাহি নাই।

দয়াময়ী। বড়দা—লক্ষ্মীনারায়ণ?

মিচকিন। তওবা—তওবা! হ' হ' তিনিরই অসুখ।

পুনঃ হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। বৃথা বিলম্ব করবেন না। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে, চলে আসুন!

দয়াময়ী। আপনি কে?

হামিদ। আমি—মানে— (ছুটিয়া গিয়া দয়াময়ীর মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, দয়াময়ীর হাতের কলসী মাটিতে পড়িয়া গেল।) যা, তুলে নিয়ে যা।

দ্রুত অসি হস্তে প্রতাপ রুদ্র অসিল।

প্রতাপ। সামাল শয়তান!

মিচকিন। (ভয়ে পিছাইয়া আসিল।) হুজুর!

হামিদ। কোন ভয় নেই! আমি এই কাফেরটাকে দেখছি, তুই মেয়েটাকে নিয়ে নদীর ঘাটে যা।

(তরবারি খুলিয়া প্রতাপকে আক্রমন করিল। দুজনে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া মিচকিন খাঁ দয়াময়ীকে লইয়া পালাইল।)

প্রতাপ। একি, দয়াময়ীকে যে নিয়ে গেল! ছাড়—পথ ছাড়!

হামিদ। না।

প্রতাপ। ছাড়বেনা পথ?

হামিদ। না।

প্রতাপ। তবে মর! (পুনঃরায় যুদ্ধ। কিন্তু হামিদের সঙ্গে সে কিছুতেই পারিতেছেনা।) ওঃ! কিছুতেই যে পথ মুক্ত করতে পারছিনা। কি করি? কি করি?

অস্ত্র হাতে ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। ভয় নাই, ভাই! এ বেটাকে আমিই মক্কা পাঠিয়ে দেব। (আক্রমন করিল।)

হামিদ। (আক্রমন প্রতিরোধ করিয়া।) তুই আবার কে?

ইসমাইল। তোমার মতো পাঁঠা নই, মানুষ।

হামিদ। তবে রে বে-তমিজ! (যুদ্ধ)

প্রতাপ। দয়াময়ীকে মিচকিন খাঁ নিয়ে গেছে। তুমি এই শয়তানটাকে দেখ, আমি যাই ওদের খোঁজে।

[চলিয়া যাইতে ছিল ।

ইসমাইল। হুঁসিয়ার জোয়ান! জান থাকতে জেনানার ইজ্জৎ যেন শয়তান লুটে নিতে না পারে।

প্রতাপ। (ফিরিয়া) আমি মরবো। তবু নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবনা।

[দ্রুত চলিয়া গেল ।

হামিদ। কোথায় যাবি শয়তান। আমি তোকে জ্যান্ত কবর দেব।

ইসমাইল। অন্যের কথা না ভেবে,— আগে নিজের কথা ভাব মিঞা! মনে রেখ, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—হাজার মাথা ভাঙ্গনেওয়ালা সর্দার ইসমাইল খাঁ।

হামিদ। তুমি—তুমি সর্দার ইসমাইল খাঁ? যে একদিন—

ইসমাইল। পূর্ব্ববাংলার হাজার জোয়ানকে লাঠি চালাতে শেখাতো। জমিদারদের হুকুমে—বহু নদীর নতুন ওঠা চর মানুষের খুনে যে লাল করে দিতো।

হামিদ। তুমি—তুমিই সেই কুখ্যাত লাঠিয়াল ইসমাইল খাঁ ?

ইসমাইল। হ্যাঁ! মনের ঘেন্নায় মানুষের মাথা ভাঙ্গা চাকরী ছেড়ে দিয়ে—চাষী হয়ে ছিলাম। কিন্তু তোদের মতো শয়তানকে শায়েস্তা করতে আবার আমাকে লাঠি ধর্‌তে হয়েছে।

হামিদ। তুমিতো মুসলমান!

ইসমাইল। তাতে কি ?

হামিদ। মুসলমান হয়ে মুসলমানের মাথায় লাঠি তুলছ, গুনা হবেনা ?

ইসমাইল। গুনা হবে তোর মতো মুসলমানের মাথা না ভেঙ্গে—যদি ছেড়ে দেওয়া যায়!

হামিদ। (পুনঃ আক্রমন করিল) সামাল শয়তান!

ইসমাইল। (প্রতিহত করিয়া) হুঁসিয়ার—ইবলিসের বাচ্ছা!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে চলিয়া গেল।

ক্ষনপরে রামনারায়ণ আসিল।

রাম। দয়াময়ী! দয়াময়ী! কোথায় গেল সে ? রঘু লেঠেলের দল নিয়ে ছুটে এসেও বুঝি শেষ রক্ষা হলোনা! (মাটিতে পড়িয়া থাকা কলসী দেখিয়া) একি! এ যে আমাদেরই কলসী। তবে কি—দয়াময়ীকে ঘাট থেকে ধরে নিয়ে গেছে ? তাই হবে—তাই হবে। ওঃ ভগবান! আমি কি করি ? দয়াময়ী! দয়াময়ী! নাই—কোন উত্তর নাই। না—না, আর দেরী করা চলবেনা। রঘু সর্দার! তোমার দলবল নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পর। দয়াময়ী অপহৃতা। দয়াময়ী! দয়াময়ী! দয়াময়ী!

[ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল।

নেপথ্যে কোলাহল, শয়তান হামিদ খাঁনকে জ্যান্ত ধরা চাই। হো-হো-লেঠেল ভাইসব। এই কোলাহলের মধ্যে শঙ্কিতা রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। দয়াময়ী! দয়াময়ী! নেই, হতভাগীর কোন সাড়া নেই। কতক্ষণ ঘাটে এসেছে। চারিদিকে কি এক হৈ-হুল্লোর! হতভাগীর কোন বিপদ হলোনাতো? দয়াময়ী—দয়াময়ী! (কলসী দেখিয়া) একি! কলসী মাটিতে পরে, তবে কি—

ছুটিতে ছুটিতে গোপাল আসিল।

গোপাল। মা! মা!

রাজলক্ষ্মী। একি! গোপাল! তুই আবার এখানে এলি কেন?

গোপাল। চারিদিকে হৈ-হুল্লোর, দিদি জল নিতে এসে ফিরে গেলোনা, তুমিও চলে এলে। তাইতো আমি ভয়ে ভয়ে বেড়িয়ে এসেছি।

রাজলক্ষ্মী। গোপাল!

গোপাল। বল না মা, দিদি কোথায় গেল?

রাজলক্ষ্মী। ওরে গোপাল, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। তোর দিদি হয়তো—হয়তো—

গোপাল। মা!

রাজলক্ষ্মী। হয়তো জন্মের মতো হারিয়ে গেছে।

গোপাল। মা! এ তুমি কি বলছ! দিদি হারিয়ে গেছে।

রাজলক্ষ্মী। ওরে সবই আমার কর্ম্মফল—অদৃষ্ট! তাই তোর বড়দার মতো অমন সর্ব্বগুণে গুণবান পুত্রও আজ পর হয়ে গেল, দয়াময়ী যাবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

গোপাল। না—না, এমনি ভাবে দিদি কখনো হারিয়ে যেতে পারেনা, দিদি—দিদি—

পুনঃ দ্রুত আলুথালুবেশে দয়াময়ী আসিল।

দয়াময়ী। মা! মা!

রাজলক্ষ্মী। দয়া—দয়াময়ী।

(জড়াইয়া ধরিল)

গোপাল। দিদি! তুই ফিরে এসেছিস!

দয়াময়ী। হ্যাঁ—ভাই! বহু পূণ্যফলে ফিরে এসেছি। সব শেষ হতে হতে বেঁচে এসেছি।

রাজলক্ষ্মী। কেন? কি হয়েছিলো? কোথায় গিয়েছিলি তুই?

পুনঃ আহত প্রতাপ রুদ্র আসিল।

প্রতাপ। স্বেচ্ছায় কোথাও যায় নি। শয়তান হামিদ খাঁনের লোক ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।

রাজলক্ষ্মী। এ্যাঁ! সেকি!

দয়াময়ী। আমাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল। এই মহাপুরুষের দয়ায় রক্ষা পেয়েছি।

রাজলক্ষ্মী। তুমি—তুমি আমার মেয়েকে রক্ষা করেছ?

প্রতাপ। আমি নই মা, রক্ষা করেছেন ভগবান! আমি শুধু উপলক্ষ।

গোপাল। তুমি তো খুব জখম হয়েছ; চল—চল, আমাদের বাড়ী চল। ওষুধ লাগিয়ে দেব।

দয়াময়ী। তাই চলুন।

প্রতাপ। না, সে সময় আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী। কেন ?

প্রতাপ। শয়তান হামিদ খাঁন প্রাণভয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রঘু লেঠেলের দল তাকে ধরতে ছুটে গেছে, আমিও যেতাম, শুধু আপনার মেয়েকে পৌঁছে' দেবার জন্যই চলে এসেছি।

রাজলক্ষ্মী। কিন্তু, তুমি যে বেশ জখম হয়েছ !

প্রতাপ। শয়তান মিচকিন খাঁ আমায় আঘাত করেছে। অবশ্য আমিও ওর পাটা হয়তো জন্মের মতো খোঁড়া করে দিয়েছি।

গোপাল। শয়তানটাকে ছেড়ে দিলে কেন ? ধরে আনতে পারলেনা ? দিতুম আচ্ছা করে কান মুলে।

প্রতাপ। (হাসিয়া) কি করবো ভাই ! ও বেটা যে জলে ঝাঁপিয়ে পরলো, যাই খুঁজে দেখি—এখনো ধরা যায় কি না।

[চলিয়া যাইতেছিল।

দয়াময়ী। সত্যি চলে যাবেন ? আমাদের আতিথ্য নেবেন না ? এত বড় উপকারের বিনিময়ে একটু সেবা করার অধিকারও দেবেন না ?

প্রতাপ। ভগবান যদি সুযোগ দেন ; এ মধুর আতিথ্য আমি সুদ-সমেত আদায় করে যাবো !

রাজলক্ষ্মী। তোমার পরিচয়টাতো পেলামনা বাবা !

প্রতাপ। পরিচয়—পরিচয়।

গোপাল। হ্যাঁ ! তোমার নাম, বাবার নাম, সাকিন, থানা ইত্যাদি-ইত্যাদি।

প্রতাপ। ইত্যাদির মতো পরিচয় তো আমার নেই ভাই ! অতি ক্ষুদ্র মানুষ আমি, পরিচয়টাও ক্ষুদ্র। তবু তা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

দয়াময়ী। পরের জন্য যার বুকে এত দরদ, নিজের জীবন বিপন্ন করেও যে নারীর সম্মান রক্ষা করে; তার পরিচয় যাই হোক না কেন, আমার কাছে সে দেবতার চেয়ে বড়!

রাজলক্ষ্মী। বল বাবা! কার ছেলে তুমি? কোথায় থাক?

প্রতাপ। আমার নাম—প্রতাপ রুদ্র। পিতার নাম শ্রীহরিহরবসু।

রাজলক্ষ্মী। হরিহর বসু! যে একদিন আমার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করতে এসে—বিনা দোষে আমায় অপমান করেছিলো?

প্রতাপ। হ্যাঁ, মা! আমি তাঁরই অযোগ্য পুত্র। পিতার অন্যায়ের কিঞ্চিৎ রক্ত দিয়ে শোধ করে গেলাম। আমার পিতাকে আপনারা ক্ষমা করবেন।

[চলিয়া গেল।

দয়াময়ী। অমন পিতার এমন পুত্র!

গোপাল। হ্যাঁরে দিদি! লোকটা তোকে কামড়ে দেয়নি তো?

দয়াময়ী। কামড়াবে! কেন?

গোপাল। লোকটা যে পাগল।

দয়াময়ী। ধ্যেৎ! পাগল হবে কেন? ও তো একটা মানুষের মতো মানুষ।

গোপাল। কিন্তু লক্ষণটা তেমন সুবিধে মনে হলোনা।

রাজলক্ষ্মী। থাম্। বাজে বকিসনি।

গোপাল। মা!

রাজলক্ষ্মী। রামনারায়ণ সেই যে গেল—তার দাদার খবর আনতে, এখনোতো ফিরে এলোনা। কি যে হলো, কে জানে?

দয়াময়ী। এখানে না থেকে ঘরে চল! ছোটদা হয়তো এতক্ষণ বাড়ীতে এসে গেছে।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা হতে পারে, চল—ঘরে চল।

দয়ালহরি শিরোমনি আসিল।

দয়াল। দাঁড়াও!

রাজলক্ষ্মী। দাঁড়াব! কেন?

দয়াল। ঘরে যাওয়ার আগে তোমার মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো; হরি হে দীনবন্ধু!

দয়াময়ী। ঠাকুর মশাই!

দয়াল। হাজার হোক, মুসলমান যার হাত ধরেছে, তাকে নিয়ে তো আর ঘরে তুলতে পারনা!

রাজলক্ষ্মী। এ আপনি কি বলছেন!

দয়াল। বলছি—হিন্দু ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা।

গোপাল। কি বলতে চান আপনি?

দয়াল। বলতে চাই, তোমার দিদি সমাজ বিধানে—পতিতা। হরি হে দীনবন্ধু!

রাজলক্ষ্মী। ঠাকুর মশাই!

দয়াময়ী। (দুহাতে মুখ ঢাকিয়া) আমি পতিতা! ওঃ ভগবান!

(পড়িয়া যাইতেছিল, গোপাল ও রাজলক্ষ্মী ধরিয়া ফেলিল।)

গোপাল। দিদি! দিদি!

রাজলক্ষ্মী। দয়া—দয়াময়ী!

দয়াল। (কপট দুঃখে) আহা-হা! সোনার পিতিমে—কি ভাবে যবনের স্পর্শে কলংকিত হয়ে গেল। হরি হে দীনবন্ধু!

দয়াময়ী। না—না, বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন! আমি কলংকিনী নই, আমি পতিতা নই, আমার নারীত্ব কলুষিত হয় নি।

(কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।)

দয়াল। আমি বিশ্বাস করলেও সমাজতো একথা বিশ্বাস করবেনা। তারা এক বাক্যে বলবে—দয়াময়ী পতিতা, তার জাত গেছে।

গোপাল। দিদির জাত গেছে?

দয়াল। যাবেনা! ম্লেচ্ছ যাকে স্পর্শ করেছে—সেকি আর হিন্দু থাকে? সে ম্লেচ্ছ হয়ে যায়। হরি হে দীনবন্ধু!

রাজলক্ষ্মী। না—না, মনিনা আমি ও কথা। অরক্ষক পেয়ে—দুর্বল পেয়ে, যদি কেউ ওর হাত ধরেই থাকে; তবে তার জন্য ও অপরাধী হতে পারেনা। না—না, কিছুতেই না!

দয়াল। সমাজে বাস করতে হলে, সমাজপতির বিধান তোমাকে মানতেই হবে। অবশ্য তোমার বড় ছেলে এখন রাজা—শাহজামালের জামাতা, ভবিষ্যৎ তালুকের মালিক—একজন খানদানী মুসলমান! তুমি অবশ্য সে গরবে আমাকে নাও মানতে পার।

দয়াময়ী। দাদা সত্য—সত্যই মুসলমান হয়ে গেছ?

পুনঃ রামনারায়ণ আসিল।

রাম। না!

রাজলক্ষ্মী। রাম!

দয়া ও গোপাল। দাদা!

রাম। একি! দয়াময়ী!

(ধরিতে গেল)

দয়াল। উঁহুঃ-হুঃ। ছুঁয়োনা! ছুঁয়োনা!

রাম। ছোঁবনা! কেন?

দয়াল। মুসলমানে যার ইজ্জৎ নিয়েছে— তাকে কি হিন্দুর ছেলে ছুঁতে পারে?

রাম। আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিন। নইলে—

দয়াল। নইলে ?

রাম। আপনাকে—আপনাকে—

দয়াল। কি করবে ? মারবে ? ওঃ! দাদা বড় লোকের ঘরে জাত দিয়ে মুসলমান হয়েছে বলে, হাতে মাথা নিতে চাও নাকি ?

রাম। বলছি, দাদা জাত দেয়নি।

রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মী আমার মুসলমান হয়নি ?

রাম। না—মা, সে হিন্দুই আছে।

দয়াল। শাহজাদীকে বিয়ে—মানে, সাদী করেনি ?

রাম। করেছে।

দয়াময়ী। দাদা শাহাজাদীকে বিয়ে করেছে !

রাম। করেছে সত্য ! কিন্তু সে কলমা পড়ে মুসলমান হয়নি। আমি নিজের কানে শাহানশার মুখ থেকে শুনে এসেছি, শাহাজাদীকে বিয়ে করলেও সে হিন্দুই থাকবে।

দয়াল। ওঃ! আব্দার দেখ ! ওহে ছোকরা, কোনদিন শুনেছ ? হিন্দুর ছেলে মুসলমানিকে বিয়ে করে হিন্দু রয়ে গেছে। এ কি কখনও হয় ? হরি হে দীনবন্ধু !

রাজলক্ষ্মী। না। তা কোনদিনই হয়না।

গোপাল। কেন হবেনা মা ? দাদা আর বৌদিকে বাড়ী নিয়ে এসো, মুসলমানের সঙ্গে থাকতে দিওনা। ব্যাস্, ল্যাঠা চুকে গেল !

দয়াল। তা কি হয় গোপাল ! তা হয় না।

রাম। কেন হয় না, শিরোমনি মশাই ? দাদা আর বৌদিকে বাড়ী নিয়ে আসি। মেয়েটাকে হিন্দু করে নিয়ে আপনি দাদার সঙ্গে আবার তার হিন্দু মতে বিয়ে দিন !

দয়াল। তোমার মতো অকালপক্ক ডেঁপো ছোক্‌রার সঙ্গে বাজে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাইনা। আমার শেষ কথা, সমাজ বিধানে তোমার দাদা— জাতিচ্যুত, ভগ্নী—পতিতা।

রাম। দয়াময়ী পতিতা!

দয়াময়ী। না—না, দাদা! ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস করোনা? মুসলমান আমার হাত ধরেছে সত্য; কিন্তু সম্ভ্রম নষ্ট করতে পারেনি।

দয়াল। কে জানে—কি হয়েছে?

গোপাল। জানে—জানে, ঐ যে প্রতাপদা— সে সব জানে। বলতো, আমি তাকে ডেকে আনি।

দয়াল। কারো জানা-জানিতে আমার প্রয়োজন নেই। আমি যা জানি—তাই ঠিক। তোমরা যদি সমাজে বাস করতে চাও, তাহ'লে লক্ষ্মীনারায়ণ তো গেছেই— ঐ দয়াময়ীকেও পরিত্যাগ করতে হবে। নইলে পবিত্র এই হিন্দুসমাজ—তোমাদের কাউকে ক্ষমা করবেনা।

রাম। চাইনা আপনাদের মতো মক্ষিকাপূর্ণ হিন্দু সমাজের কৃপা। যারা শুধু ক্ষত অঙ্গের সন্ধান করে—সুস্থ দেহের খোঁজ রাখেনা, চাইনা আমরা তাদের কোন সহযোগিতা।

দয়াল। বেশ! আমিও সমাজপতি দয়ালহরি শিরোমনি। দেখিয়ে দেব, কত ধানে—কত চাল হয়। হরি হে দীনবন্ধু!

[চলিয়া গেল।

দয়াময়ী। মা!

রাজলক্ষ্মী। দূর হ'—দূর হ' হতভাগী। আজ তোদের জন্য আমার এই দুরবস্থা!

রাম। মা! কাকে কি বলছ তুমি?

রাজলক্ষ্মী। বলছি তোদের মতো অকৃতজ্ঞ সন্তান কে? যারা মায়ের মুখ চায়না, জাতির গৌরব ভাবেনা, বলছি সেই সব কু-সন্তান কে?

দয়াময়ী। কিন্তু আমি কি করেছি! কেন তুমি আমাকে মিছিমিছি বকছ?

রাজলক্ষ্মী। মিছিমিছি! কেন—কেন তুই ভর সন্ধ্যে বেলায় পুকুর ঘাটে এসেছিলি? কেন তুই মুসলমানের হাতে পরেও প্রাণ নিয়ে ফিরে এলি? নদীতে কি জল ছিলনা? দেশে কি দড়ি কলসীর অভাব হয়েছিল?

দয়াময়ী। মা!

রাম। ছিঃ মা! বিনাদোষে শু মাজের ভয়ে মেয়েটাকে তুমি মরতে বলছ। ছিঃ!

রাজলক্ষ্মী। ওরে রামনারায়ণ! সমাজকে তুই দেখিস নি, চিনিসনা! যদি চিনতিস্— তাহ'লে বুঝতিস, ঐ হতভাগীকে নিয়ে এতক্ষণ গ্রামে কি কুৎসিত নিন্দা সুরু হয়েছে।

গোপাল। তাতে আমাদের কি? পরনিন্দা যারা করে—পাপ হয় তাদের। কিন্তু আমাদের কি হবে?

রাজলক্ষ্মী। ওরা ইচ্ছা করলে সমাজবদ্ধ জীবকে তিলে-তিলে জীবন্ত মারতে পারে। না—না, আর আমি ভাবতে পারিনা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

রাম। ঘরে চল মা, ঘরে চল! যত ঝড়ই আসুক, তুমি স্থির জেনো—রামনারায়ণ থাকতে সে তোমাকে স্পর্শও করতে পারবেনা।

গোপাল। আমায় বাদ দিলে যে! ছেলে মানুষ বলে—আমি বুঝি মাকে ভাল বাসিনা!

সকলে। গোপাল!

গোপাল।— গীত :

কেঁদোনা জননী আর।
জীবন দিয়েও শুধবো মাগো
তোমার দুধের ধার॥
সন্তান মোরা তোমারই শোনিতে
গড়িয়াছি এই দেহ;
মায়ের দেনা না শোধিয়ে বল—
পারে কি তনয় কেহ;
গো
মূর্ত্তিমতী করুণার॥

দয়াময়ী। গোপাল!

গোপাল। আয়—দিদি আয়, আমরা ঘরে যাই। আমাদের অমন রাজা ভাই থাকতে—আমাদের ভয় কি?

[দয়াময়ীকে লইয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী। দয়াময়ীকে ফেরা রাম, দয়াময়ীকে ফেরা!

রাম। না—না, ফেরাবোনা! অসার হিন্দু সমাজের বিধান নিয়ে—অকালে প্রতিমা বিসর্জন দিতে আমি পারবোনা।

রাজলক্ষ্মী। তাই বলে ওর ছোঁয়া লেগে আমার শ্বশুরের ভিটে অপবিত্র হবে, স্বামীর ধর্ম্ম কলংকিত হবে, গৃহ দেবতা বিমুখ হবে?

রাম। ওগো সংস্কার আশ্রয়ী মা! এতই যদি তোমার ভয়, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার ঘরেতো দুরের কথা—তোমার ভেতর বাড়ীতেও আমরা কেউ যাবোনা।

রাজলক্ষ্মী। রাম!

রাম। বাড়ীতে তো কুকুর বেড়ালও থাকে মা! তাতে তো তোমার জাত যায়না। মনে করো, আমরা ছুটি ভাই বোন—তেমনি ছুটি কুকুর আর বেড়াল। অভাগী বোনটাকে বুকে নিয়ে তোমার বাইরের ঘরের একপাশে পরে থাকবো।

রাজলক্ষ্মী। রাম—রামনারায়ণ!

রাম। মাগো! তাতে তোমার শ্বশুরের ভিটের জাত যাবেনা, আর ঐ গৃহ দেবতাও রুষ্ট হবেনা।

[চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী। শত্রু! শত্রু! সবাই শত্রু! রূপের মোহে একজন সরে গেল দূরে, আর একজন ভগ্নী-স্নেহে মায়ের ভালবাসাকেও করলে অপমান। কিন্তু, ওরা বুঝলেনা, কেউ জানলেনা—যে কত প্রচণ্ড আঘাতে নরম মাটি কঠিন পাষাণ হয়ে যায়।

[চলিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাগমারী প্রসাদ।

মিচকিন খাঁর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। চইল্যা আইস মিঞা, চইল্যা আইস! য়্যাত বড় য়্যাকটা গুনার কাম কইরা আইলা, আর তা কবুল কইরা হাজা নিবার পাইরবানা? কি রহম মরদ্ তুমি?

মিচকিন। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে) য়্যাকটু আস্তে টান মাগী, আস্তে টান! দেহস না, আমার ঠ্যাংডা জম্মের মতো ল্যাংড়া অইয়া গ্যাছে। সুজা কইরা পাও ফ্যালাইবার পারতেছিনা!

ঝিলিক। বইয়া পর, আমি টাইন্যা সুজা কইরা দিতে আছি।

(জোর করিয়া বসাইয়া পা ধরিয়া টানিতে লাগিল।)

মিচকিন। য়্যাই—য়্যাই, গেছিরে আল্লা, গেছি। ও ঝিলিক, দয়া কইরা ছাইরা দে! দেহস না—জানডা বুঝি বাইরাইয়া গেল।

ঝিলিক। এহন চিল্লাও ক্যা? আগে মনে আছিলনা। গেছিলা ক্যান পরের মাইয়্যা চুরি করতে?)

মিচকিন। আরে—হামিদ মিঞা যে কইল—ম্যাইয়াডারে ধইরা আইন্যা সাদী কইরবো। হের লাই-গাই তো আমি গেছিলাম।

ঝিলিক। ক্যান গ্যালা? গ্যালা ক্যান? তুমার কি ইয়াদ আছিলনা যে পরের মাইয়্যা চুরি করলে গুনা অয়। আল্লাতালা তার মাথায় গজব দেয়।

মিচকিন। আরে না—না। হামিদ মিঞা কইছে; য়্যাকডা হিন্দুরে প্যাচে মুচরে ফ্যালাইয়া যে কুন রহমে মুছলমান করবার পাল্লে—য়্যাকডা মসজিদ বানানোর পুনি অয়। হেডা বুঝি হোন নাই ?

ঝিলিক। রাইখ্যা দে তর হামিদ মিঞা। ঐ মরাডাই তো হক্কল হর্ব্বনাষের মুল। ঐ তো মাথা খাইতে তুমারে বুলাইয়া বালাইয়া লইয়া গ্যাছিলো। য়্যাকবার যুদি মরাডারে সামনে পাইতাম—চ্যালা কাঠ দিয়া পিটাইয়া মাইয়্যা মানুষ চুরির সুখটা ট্যার পাওয়াইয়া দিতাম।

মিচকিন। হেই রাগডা কি তুই আমার উপর ঝাড়তে আছস ? হায়—হায় ! কি মাগীই সাদী করছিলাম ! জাইন্যা শুইন্যা আমারে যমের বাড়ী লইয়া আইলো।

ঝিলিক। ডরাও ক্যা ? ডরাও ক্যা মিঞা ? যহন অপকর্ম্ম করবার গ্যাছিলা, তহন তো সিনাডা ফুইল্যা য়্যাত বড় অইছিলো, এহন চুইপসা গ্যালো ক্যান ? পাপ করবার পার, হাজা নিতে য্যাত ডর ! কিসের মুছলমান তুমি ?

মিচকিন। আরে মাগী যে খালি—মুছলমান মুছলমানই কয় ! বলি, ম্যাইয়া মানুষ তুই ; মুছলমানের তুই বুজিস কি ?

ঝিলিক। তুমার চাইয়া বালা বুজি। বেশী ফচর ফচর কইরনা ! দিমু ঠ্যাং ধইরা টান।

(পা ধরিতে উদ্যত)

মিচকিন। এই—এই ঝিলিক। দুহাই তর, ঠ্যাং ধইরা আর টানাটানি করিসনা।

ঝিলিক। তাইলে কসম কর, হামিদ মিঞা—তুমারে যা—যা

কইছে, তার শল্লা পরামর্শে—যা যা করছ, হব রাজার কাছে কবুল কইরবা।

মিচকিন। আরে মাগী, তাইলে যে রাজা আমারে কুরবানী কইরবো!

ঝিলিক। কইরবোনা! রাজারে হকল কথা বাইঙ্গা কইলে—নিশ্চয় তুমারে জানে খতম কইরবোনা।

মিচকিন। যুদি মাইর্যা পিট করে, যুদি বাইন্দ্যা—সীনার উপর পাথর দিয়া ফ্যালাইয়া রাহে? তহন ক্যামন অইবো?

ঝিলিক। অইবো আর কি? আমরা মাইগ বাতারে হাজাডা বাগ কইর‍্যা লইমু।

মিচকিন। কস্ কি? আমার লাইগ্যা তুই হাজা নিবি?

ঝিলিক। ক্যান নিমুনা! আমি কি রাজাইরা ম্যাইয়া মানুষ যে সুখের ব্যালায় আছি—দুঃখের ব্যালায় নাই!

মিচকিন। ঝিলিক!

ঝিলিক। আমি তুমার সাদীর বিবি। সুখের বাগও যেমন নিমু—দুঃখের বাগও তেমনি নিমু। ডরাইওনা; খুদার নাম লইয়া সব কবুল কইর‍্যা ফ্যালাও, ত্থাখবা—বালাই অইবো।

উদভ্রান্ত লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। কে? কে ওখানে কথা কয়? কে তোমরা?

ঝিলিক। আমরা হুজুরের বান্দা-বান্দী।

লক্ষ্মী। কি চাও? কেন এসেছ? যাও—যাও, এখন আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। কারো কোন আরজী শোনার অবসর নেই। দয়াময়ীর সংবাদ চাই—দয়াময়ীর সংবাদ চাই।

ঝিলিক। হোনেন—হোনেন, হুজুর! উয়ার খবর আমাগো জানা আছে।

লক্ষ্মী। জানা আছে! কি জানো? বল—বল। চুপ করে থেকোনা। সংবাদ বল—আশাতীত ইনাম দেব।

ঝিলিক। ইনামের কাম আমরা করি নাই, হুজুর। আমরা যা কইরাছি—তাতে ইনামের বদলে—

মিচকিন। (স্বগত—সভয়ে) কাম সারছে মাগী।

লক্ষ্মী। বল—চুপ করলে কেন? কি করেছ?

ঝিলিক। বলনা, মিঞা! চুপ কইরা আচ ক্যান। সাচা কথাডা কইয়া ফ্যালাও!

মিচকিন। কমু? সাচা কথা কমু?

লক্ষ্মী। কি—কি সত্য কথা? বল—বল।

মিচকিন। আমি মানে—আমি।···

লক্ষ্মী। তুমি কি?

মিচকিন। আপনের বইনেরে চুরি কইরা আনছিলাম।

লক্ষ্মী। শয়তান!

(ক্রোধে অগ্রগমন—পথ রোধ করিল ঝিলিক।)

ঝিলিক। হুজুর মালেক। ব্যাবাক কথা না হুইন্যা গরম হওয়া রাজা রাজরার মানায় না। চাষা বুষার মানায়।

লক্ষ্মী। বাঁদী!······ঠিক আছে। বল্ শয়তান, কোথায় আমার বোন? কোথায় তাকে রেখে এলি?

মিচকিন। আমি তারে আনবার পারি নাই। সতীর ইজ্জৎ খুদাই রাখছেন। এই হ্যাহেন, আমার ঠ্যাং জখম কইর‍্যা য়্যাক ব্যাটা হিন্দু আপনের বইনেরে কাইর‍্যা লইয়া গ্যাছে।

লক্ষ্মী। আঃ! ভগবান! তুমি আছ—তুমি আছ! কিন্তু কোথায় সে হিন্দু? কোথায় আমার ভগ্নী?

প্রতাপরুদ্র আসিল।

প্রতাপ। আপনার ভগ্নী তার মায়ের বুকে।

লক্ষ্মী। কে তুমি?

মিচকিন। (ঝিলিকের পিছনে যাইয়া) য্যাই ব্যাটাইতো আমার ঠ্যাংডার দফা রফা কইরছে। ইস্। হালায় য্যান অসুরের বাচ্চা!

প্রতাপ। চুপ শয়তান! বেশী বাড়াবাড়ী করলে—আর একটা পাও তোমার আমি ভেঙ্গে দেব।

লক্ষ্মী। তুমি—তুমি আমার ভগ্নীকে রক্ষা করেছ?

প্রতাপ। আমি নই, রক্ষা-কর্ত্তা ভগবান! আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

ঝিলিক। তুমি আমার সরম রাখছ বাই। আল্লা তুমার বালা কইরবো।

মিচকিন। য্যাই মাগী। ঢাইক্যা ফ্যালা, ঢাইক্যা ফ্যালা। মুখ আলগা কইরা যার তার লগে ফচর ফচর কইরলে গুনা হয়—জানস।

ঝিলিক। যার তার নয়। উ আমার বাই! আল্লার নামে কসম খাইয়া উয়ারে আমি দর্ম্ম বাই কইছি।

প্রতাপ। আমিও তোমার বিবিকে মায়ের মতো—বড়বোনের মতো সম্মান দিয়েছি।

লক্ষ্মী। বাঃ চমৎকার! তোমার নাম? পরিচয়?

প্রতাপ। নাম—প্রতাপরুদ্র। আমার পিতার নাম—হরিহর বসু।

লক্ষ্মী। হরিহর বসুর পুত্র! তবে কি—যার সঙ্গে আমার ভগ্নীর বিবাহের কথা ছিল?......

প্রতাপ। হ্যাঁ! রাজা।

লক্ষ্মী। সাবাস—সাবাস—প্রতাপ! তোমার পিতা করেছিলেন অকারণে আমার ভগ্নীকে লাঞ্ছনা। আর, তুমি তার পুত্র—তুমি করলে তাকে চরম লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা। চমৎকার!

প্রতাপ। রাজা!

লক্ষ্মী। যাও, মহান যুবক! তুমি বিশ্রাম কর। যদি ভগবান বাদী না হন—তাহ'লে তোমার এই কৃতকর্মের পুরস্কার আমি নিশ্চয় দেব।

প্রতাপ। প্রতাপরুদ্র—পুরস্কার কিংবা তিরস্কারের জন্য কিছু করেনা রাজা। সে যা করে—তার বিবেকের নির্দেশেই করে।

মিচকিন। ঠ্যাং ভাঙ্গছে ভাঙ্গুক, হালায় খাঁটি সাইনষের বাচ্চা!

প্রতাপ। আমি বিশ্রাম করতে চল্লুম রাজা। তবে যাবার আগে প্রার্থনা—ঐ সরল মানুষ মিচকিন খাঁর সম্বন্ধে আপনি একটু বিবেচনা করবেন। আসল অপরাধী ও নয়—শয়তান হামিদ খাঁন।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন! হামিদ খাঁন! কোথায় সে শয়তান?

ইসমাইল হামিদ খাঁনকে ধরিয়া আনিয়া ধাক্কা
দিয়া ফেলিয়া দিল।

ইসমাইল। এই সেই শয়তান।

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন! হামিদ খাঁন! আমি তোমাকে খুন…

(হামিদ খাঁনের কণ্ঠ সবলে চাপিয়া ধরিল।)

ঝিলিক। রাজা!

লক্ষ্মী। (সংযত হইয়া) না—না, তা আমি পারিনা, তা আমি

পারিনা। শত দোষে দোষী হলেও তুমি যে মহামান্য শাহানশাহের আত্মীয়, শাহাজাদীর ভাই।

চাবুক হাতে আশমান আসিল।

আশমান। না। ও আমার কেউ নয়! শাহানশার বংশের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।

হামিদ। আশমান!

আশমান। চুপ রও, বে-তমিজ! ঐ পাপ জিহ্বায় আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা হলোনা?

হামিদ। কিসের লজ্জা? আমি কোন অন্যায় করিনি।

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন!

হামিদ। (সতেজে) লক্ষ্মীনারায়ণ!

মিচকিন। ইস্। মিঞার ত্যাজ দেহনা।

হামিদ। চুপ রও, নফর। আমি তোর মতো পা-চাটা গোলাম নই। আমি খানদানি মুসলমানের বাচ্ছা। তেজ আমার শিরার খুনে মিশে আছে!

ঝিলিক। কি আমার ত্যাজরে! মাইয়্যা মানুষ দেখ্‌লে যার জিহ্বা লকর-বকর করে—তার আবার ত্যাজ! পরতা আমার পাল্লায়—ত্যাজটা বাইর কইরা দিতাম।

হামিদ। হুঁসিয়ার কসবী!

আশমান। হামিদ খাঁন!…

(সজোরে হামিদ খাঁনের মুখে চাবুক মারিল।)

হামিদ। আঃ!……

লক্ষ্মী। আশমান! তুমি ওকে চাবুক মারলে।

আশমান। শুধু চাবুকে আমার মনের জ্বালা দূর হবেনা রাজা! নারীর ইজ্জৎ যে রাখতে জানেনা,... আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি।

ঝিলিক। কি কমু শাজাদী! মরার পাডা তুমার উপর চড়াও অইছিলো—রাজার বইনেরে ধরবার গেছিলো। উয়ার বাগ্যি বালা যে আমারে ধরবার আহে নাই।

হামিদ। কি করতিস তুই?

ঝিলিক। মাইয়্যা মানুষ দেহ নাই—দেহাইয়া দিতাম। বুজাইয়া দিতাম—তুমি ক্যামন সতীর ছাও, আর আমি ক্যামন কসবী!

মিচকিন। চুপ কর—চুপ কর ঝিলিক! বড় মাইনষের ব্যাটা। খানদানি মুছলমান! উয়ারে কি উ হব কয়?

ঝিলিক। কিসের মুছলমান! উ যুদি মুছলমান হয়—দুনিয়ার তামাম পাডাগুলা—হব মুছলমান।

হামিদ। তবেরে শয়তানী!

(দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া—ঝিলিক বিবির চুলের মুঠি ধরিল।)

লক্ষ্মী ও আশমান। হামিদ খাঁন!

ইসমাইল। হুঁসিয়ার শয়তান!

(হাত মুচরাইয়া ধরিল, হামিদ ঝিলিককে ছাড়িয়া দিল।)

লক্ষ্মী। ওঃ! হামিদ খাঁন! তোমাকে আমি কি করবো?

ফকির বেশে শাহজামাল আসিল।

শাহ। লাগাও জিঞ্জীর—লাগাও জিঞ্জীর!

সকলে। জাঁহাপনা!

(কুর্নিস করিল।)

শাহ। লাগাও জিঞ্জীর !

(শৃঙ্খল ছুঁড়িয়া দিলে—ইসমাইল তাহা ধরিয়া লইল ও হামিদ খাঁনকে বন্দী করিল।)

আশমান। আব্বাজান !

শাহ। দরগায় বসে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলাম না। তাই ছুটে এসেছি— এই প্রসাদে।

লক্ষ্মী। এসেছেন যখন— অপরাধীর বিচার আপনিই করুন হজরৎ !

শাহ। না, তা আমি পারিনা। যাও, ইসমাইল ! বাইরে সতর্ক প্রহরায় থাক।

ইসমাইল। যো হুকুম, খোদাবন্দ !

[চলিয়া গেল।

আশমান। আব্বাজান ! শেষ পর্যন্ত তুমি ফকিরি নিলে ?

শাহ। ফকির আর হতে পারলাম কই, মা ! এই সব মানুষ জানোয়ারদের হুংকারে আমার বেহেস্তের খোয়াব ভেঙ্গে যায়, নামাজ কেঁচে যায়, ধ্যান ধারনা সব চুরমার হয়ে যায়।

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা !

শাহ। বিচার কর রাজা ! নিক্তির ওজনে বিচার কর। মনে রেখ, বিচারক—দণ্ডবিধির আইন প্রতিপদে মেনে চলতে বাধ্য।

লক্ষ্মী। আপনার হুকুম শিরোধার্য্য ! শোন হামিদ খাঁন, আমার ভগ্নীর অঙ্গ স্পর্শ করে—

হামিদ। তোমার ভগ্নীকে আমি স্পর্শ করিনি।

লক্ষ্মী। তবে কে করেছিলো তাকে হরণ ?

হামিদ। ঐ মিচকিন খাঁ !

শাহ। চাবুক চালাও রাজা—চাবুক চালাও। ঐ মিথ্যাবাদীর পীঠে তুমি চাবুক চালাও।

হামিদ। মিথ্যা কি সত্য, ঐ মিচকিন খাঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

মিচকিন। কি জিগাইব? জিগাইব কি? আমিতো কবুল করছি—রাজার বইনেরে আমিই ধরছিলাম। কিন্তু করাইছে ক্যাডা? ক্যাডা আমারে বুঝাইছে—কুরান-আদিছে ন্যাহা আছে হিন্দুর মাইয়্যা চুরি কইরলে পুণ্যি হয়? তুমি কও নাই, তুমি বুঝাও নাই?

শাহ। ইবলিস—ইবলিস! ইসলামকে এরাই জাহান্নামে দেবে।

ঝিলিক। আরো আছে, হুজুর! দয়া কইয়া হুনেন। হুনেন—আমার বালা মানুষটারে কি কইরা শয়তান ফুসলাইয়া নিচিল!

আশমান। বল, সব বল!

মিচকিন। (ট্যাক হইতে টাকা বাহির করিয়া—আশমানের পায়ের তলায় রাখিল।) এই দেহেন,—কর-কইরা য়্যাকশ ট্যাহা আমারে দিচিল। গরীব মানুষ আমি—লুব সামলাইতে পারি নাই। কুরান-আদিছের নজির—ঠেলতে পারি নাই। আমি পাপি! আমারে হাজা দেন—হুজুর, হাজা দেন।

হামিদ। তোকে আমি কবরে পাঠাবো, বেইমান!

মিচকিন। তাই যামু। তবু যার তার কথা হুইন্যা—দোজাকের আন্তা আর সাফ্ করুম না।

শাহ। সাবাস—সাবাস বান্দা! এই তো মানুষের কথা। কর রাজা—আগে এই মূর্খটার বিচার কর।

ঝিলিক। য়্যাকটা কথা—হুজুর, যে হাজাটা দিবেন—আমাগো দুইজনকেই দিবেন। আমরা বাগাবাগি কইরা নিমু। য়্যাই টুহু দয়া আমারে করবেন, হুজুর!

আশমান। ওর সাজা তুমি কেন নেবে ?

ঝিলিক। আমি যে অর সাদীর বিবি। পাপ-পুণ্যের—বালা-মন্দের সমান বাগী।

লক্ষ্মী। চমৎকার! চমৎকার! নারীর এই মহিমাময়ী রূপ দর্শন করে আমি ধন্য। যাও বোন, তোমার স্বামী মুক্ত। তুমি সানন্দে তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও।

ঝিলিক ও মিচকিন। রাজা!

লক্ষ্মী। আর সেই সঙ্গে নিয়ে যাও, এই হিন্দু ভাইয়ের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা!

আশমান। কিন্তু অপরাধীর যোগ্য শাস্তি না দিলে যে তার চরিত্র সংশোধন হবেনা।

লক্ষ্মী। এমন সাধ্বী স্ত্রী যার—সে চিরদিন অমানুষ থাকতে পারেনা। আমি ইশ্বরের কাছে কামনা করি—মিচকিন খাঁ যেন সত্যিকারের মানুষ হয়।

মিচকিন। তুমি কইরলা কি, রাজা? কাফের বইল্যা, যে তুমারে ঘিন্না করে, ট্যাহার লুবে যে তুমার বইনের উপর হাত বাড়াইল—তারে তুমি বে-কসুর খালাস দিলা! ইডা তুমার ক্যামন বিচার?

লক্ষ্মী। এ কাফেরের বিচার—হিন্দুর বিচার। এরা দণ্ড বিধির আইন দিয়ে বিচার করেনা। বিচার করে হৃদয় দিয়ে—ভালোবাসার নিক্তি ধরে।

শাহ। চমৎকার! আশমান— আশমান! ওরে পতি নির্ব্বাচনে তুই ভুল করিসনি মা,—ভুল করিসনি। সাত কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে এমন মানুষ বুঝি আর দ্বিতীয় নেই।

ঝিলিক। ওগো দরদী হিন্দু বাই। তুমারে হাজারো সেলাম।

[সেলাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মিচকিন। আমারও সেলাম, কত্তা! যদি কুনদিন সুযুগ পাই—আইজকার দ্যানা আমি সুদে আসলে উসুল দিমু। খুন দিয়া, জিন্দেগী দিয়া, মহব্বৎ দিয়া।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। হামিদ খাঁন! এবার তোমার বিচার!

হামিদ। মানিনা আমি কাফেরের বিচার!

শাহ ও আশমান। হামিদ খাঁন!

হামিদ। খানদানী মুসলমানের বাচ্ছা আমি। হিন্দুর বিচার আমি মানিনা।

আশমান। চাবুক মেরে তোমাকে বাধ্য করবো।

(চাবুক মারিল।)

শাহ ও লক্ষ্মী। আশমান—আশমান!

(লক্ষ্মীনারায়ণ আশমানের হাত ধরিয়া ফেলিল।)

আশমান। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও রাজা! খানদানী মুসলমানকে আমি সহবৎ শিখিয়ে দিচ্ছি।

হামিদ। (ক্রুদ্ধস্বরে) আশমান!

আশমান। চুপ! হিন্দুর বিচার মানিনা—হিন্দুর বিচার মানিনা!··· আমি তোমাকে—

(পুনরায় চাবুক মারিতে গেলে—শাহজামাল ধরিল।)

শাহ। থাক্ মা! হিন্দুর বিচারে যখন খানদানী মুসলমানের ইজ্জৎ যায়— তখন অনুমতি দাও রাজা, ওর বিচার আমি করি।

লক্ষ্মী। সে আপনার অনুগ্রহ, হজরৎ।

শাহ। নিগ্রহও হতে পারে। কি হে মুসলমানের বাচ্ছা, আমিতো মুসলমান, আমার বিচারে তুমি সম্মত?

হামিদ। সম্মত।

শাহ। 'তাহ'লে শোন হামিদ খাঁন, ইসলামী সারীয়ত অনুসারে—নারী উৎপীড়কের যে সাজা—আমি তোমাকে তাই দেব। তুমি প্রস্তুত হও।

হামিদ। মামুসাহেব!

শাহ। না, আমি বিচারক। আমার বিচারে তোমার শাস্তি—

হামিদ। জনাব!

শাহ। তোমার অর্দ্ধাঙ্গ মাটিতে পুঁতে—ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া হবে। তার অবিরত দংশনে তোমার সর্বাঙ্গ যখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে—তখন তোমার বিক্ষত অঙ্গে মুঠি মুঠি নিমক ছিটিয়ে দেওয়া হবে। যতক্ষণ তুমি মৃত্যু বরণ না কর, ততক্ষণ কুকুরের লালসা উদ্রেককারী গরম গোস্তের রসুই—তোমার তামাম শরীরে ঢেলে দেওয়া হবে। টুকরো টুকরো করে তোমার গোস্ত কুকুরে চিবিয়ে খাবে, আর্তকণ্ঠে তুমি চীৎকার করবে—আর আমি তখন প্রাণভরে হা-হা করে হাসবো।

সকলে। জনাব!

শাহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হামিদ। (সভয়ে) খোদাবন্দ! হজরৎ। আমায় ক্ষমা করুন!

(পদতলে পড়িল।)

আশমান। চমৎকার! চমৎকার! নারী নির্য্যাতকের আদর্শ বিচার। আব্বা, তুমি সত্যি খাঁটি ইসলামী।

লক্ষ্মী। না—না, ইসলাম কখনো এতো নিষ্ঠুর হতে পারেনা। এত অমানুষিক নির্ম্মম তার বিধান নয়।

শাহ। রাজা!

লক্ষ্মী। আমি নতজানু হয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, জাঁহাপনা! মৃত্যুর পরিবর্ত্তে ওকে আপনি অন্য কোন লঘুদণ্ড দিন। অপরাধের গুরুত্ব ভেবে—ওকে অনুশোচনার সুযোগ দিন, জনাব!

আশমান। পশুর অনুশোচনা হয়না, রাজা। পরিবর্ত্তনও হয়না। সুযোগ পেলেই ও তোমাকে দংশন করবে!

লক্ষ্মী। করুক। তবু পারবোনা, অনাগত বিপদের আশঙ্কায় মানবাত্মার এই অমানুষিক পীড়ন সহ্য করতে। দয়া করুণ—দয়া করুণ, হজরৎ—হতভাগ্যকে আপনি দয়া করুণ।

শাহ। উত্তম। তোমার অনুরোধ আমি রাখবো। যাও হতভাগ্য, এই হিন্দুর করুণায়—আজ তোমার জীবন রক্ষা পেলো। আমি তোমাকে সারাজীবনের মতো নির্ব্বাসিত করলাম।

হামিদ। আপনার হুকুম শিরোধার্য্য! তবে বড়ই আফসোসের কথা, একটা কাফেরের দয়ায় মুসলমানকে জীবন ধারণ করতে হবে।

[চলিয়া যাইতেছিল।

শাহ। ওহে সম্মানীয় মুসলমান, শোন—শোন। মেহেরবানী করে, কাফেরের দেওয়া জীবনটা নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখ—জীবনের আস্বাদনটা খুব তিক্ত মনে হবেনা। ইসমাইল!

ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। হুজুর!

(কুর্ণিস করিল।)

শাহ। যাও ইসমাইল, এই ভদ্রলোককে কাগমারী সীমান্ত থেকে সশস্ত্র প্রহরায় বাইরে রেখে এসো।

ইসমাইল। ঠিক আছে জাঁহাপনা!

(হামিদকে ধরিল।)

আশমান। পথে যদি বেয়ারা হয়ে ওঠে—পাগলা কুত্তার মত ওকে নির্বিচারে খুন করো।

ইসমাইল। চল খাঁয়ের পো। যদি বাপের ঘাড়ে আক্কেল থাকে—তাহ'লে এবার থেকে মানুষ হবার চেষ্টা করো।

হামিদ। চুপ রও, চাষা!

ইসমাইল। আরে থাম মিঞা! এ চাষা তোমাদের মতো ভদ্দর আদমী সেজে— মা-বোনের ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি করেনা! চলে আয়—কুত্তা।

[টানিয়া লইয়া চলিল।

হামিদ। (যাইতে যাইতে) চল্! দেখে আসি তোদের রাজ্যসীমা। তবে মনে রাখিস, এয়সা দিন নেহি রেহেগা!

[উভয়ে চলিয়া গেল।

আশমান। দেখ—দেখ, রাজা! ওর চোখদুটো যেন হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে।

লক্ষ্মী। আশমান!

আশমান। ভুল করলে—ভুল করলে, রাজা! স্বভাব দুর্বিত্তকে স্বাধীনভাবে বাঁচবার সুযোগ দিয়ে তুমি হয়তো নিজের সর্বনাশকেই ডেকে আনলে।

লক্ষ্মী। আশমান, আমি গৌতম-বুদ্ধের দেশের লোক। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে কোন দিনই শিখিনি—আজো শিখবোনা।

শাহ। এতে যদি তোমার চরম বিপদ হয়?

লক্ষ্মী। হবে। চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও আমি প্রমান

করে যাবো—লক্ষ্মীনারায়ণ শুধু রাজা নয়, সাতকোটি হিন্দু-মুসলমানের সে দরদী বন্ধু!

[চলিয়া গেল।

শাহ। (সানন্দে) আমি জিতেছি আশমান, আমি জিতেছি। দেনা পাওনার খেলায় আমি জিতেছি।

আশমান। আব্বাজান!

শাহ। ওরে, বিষসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত তোর ভাগ্যে উঠেছে, আমি আশীর্ব্বাদ করে যাই—তুই যেন তার যোগ্য হোস মা—যোগ্য হোস।

আশমান। কেমন করে যোগ্য হতে হয় তাতো আমি জানিনা, আব্বা। তুমি আমায় বলে দাও, পথ দেখাও।

শাহ। মানুষকে অমৃতের যোগ্য করে—ভোগ নয়, ত্যাগে। তোর স্বামী রাজবেশ ধারণ করলেও অন্তরে তার ত্যাগী পুরুষ। ওরে আশমান, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি, তুই ও যেন তেমনি ত্যাগী হতে পারিস। দেখবি—তাতে ঐহিক সুখের হয়তো কমতি হবে, কিন্তু খোদার দোয়া থেকে কোনদিনই বঞ্চিত হবিনা।

[চলিয়া গেল।

আশমান। খোদার দোওয়া—খোদার দোওয়া! কিন্তু কি নামে তাঁকে আমি ডাকবো? কি আমার পরিচয়? স্বামী যার হিন্দু, পিতা যার মুসলমান, বলে দাও—বলে দাও মালেক, কি নামে সে তোমাকে ডাকবে?

শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে গোপাল আসিল।

গোপাল। দাদা—দাদা!

আশমান। কে? কে তুমি বালক? কাকে ডাকছ?

গোপাল। আমার দাদাকে,…… আঃ!

(পড়িয়া গেল।)

আশমান। একি! পড়ে গেল!

গোপাল। আঃ! বড় পিপাসা!

আশমান। জল খাবে? দাঁড়াও, এখনি নিয়ে আসছি।

[দ্রুত চলিয়া গেল।

গোপাল। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) তাইতো! এ আমি কোথায় এলাম? সবাই বল্লে—এই বাড়ীতেই বড়দা আছে। কিন্তু কই? কোথায় সে? আঃ। প্রাণ যায়। একটু জল!

একহাতে দুধ—অন্য হাতে জল ও পাখা সহ
পুনরায় আশমান আসিল।

আশমান। বাঃ! এই যে উঠে বসেছে। এই নাও, দুধ আর জলটুকু খেয়ে নাও।

গোপাল। দুধ। না, আগে জল দাও, গলাটা শুকিয়ে গেছে। (ধীরে ধীরে জল পান) ও কি! হাওয়া করছ কেন? না—না, আমি বেশ আছি।

আশমান। পাগল ছেলে! ঘেমে নেয়ে উঠেছে—বলছে বেশ আছি। নাও, দুধটা খেয়ে নাও!

গোপাল। দুধ।… (ইতস্তত) দাও।

আশমান। লক্ষ্মী ছেলে!

গোপাল। তুমিও তো লক্ষ্মী মেয়ে!

আশমান। তাই নাকি?

গোপাল। আমার মাও আমাকে এত আদর করে না।

আশমান। দূর বোকা! মার সঙ্গে কি তুলনা চলে?

গোপাল। কি জানি? আমারতো মনে হয়—

আশমান। ও কথা থাক। তুমি কোত্থেকে আসছ—কাকে চাও?

গোপাল। চাই দাদাকে। এসেছি বাড়ী থেকে।

আশমান। কে তোমার দাদা? কি নাম তাঁর?

গোপাল। লক্ষ্মীনারায়ণ!

আশমান। তুমি—তুমি কি গোপাল?

গোপাল। শুধু গোপাল নই—গোপাল নারায়ণ!

আশমান। না, তুমি শুধু গোপাল। যশোদার গোপাল! (শিরঃ চুম্বন) হ্যাঁ গোপাল, তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে?

গোপাল। কেউ আসেনি। খুব ভোর রাত্রে কারো ঘুম না ভাঙ্গতেই একা আমি চলে এসেছি!

আশমান। একা—এই দীর্ঘ পথ! আশ্চর্য্য!

গোপাল। জান, পরিশ্রমে পা ভেঙ্গে এসেছে—থামিনি। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে তাও থামিনি—পাছে দেরী হয়ে যায়।

আশমান। এত কি দরকার?

গোপাল। বারে, তাও জাননা। আমি যে দাদাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

আশমান। নিয়ে যেতে এসেছ?

গোপাল। হ্যাঁ! বড়দা নাকি এখানে বিয়ে করেছেন, ছোড়দা বলেন—বউদি নাকি খুব সুন্দর।

আশমান। তাই নাকি?

গোপাল। হুঃ! কিন্তু মা কি বলেন, জান?

আশমান। কি?

গোপাল। ডাইনী।

আশমান। ডাইনী!

গোপাল। হ্যাঁ, দাদাকে নাকি সে যাদু করেছে।

আশমান। গোপাল!

গোপাল। হ্যাঁগা, ডাইনীরা নাকি মানুষ খায়?

আশমান। (আর্তকণ্ঠে) গোপাল!

গোপাল। আমি অবশ্য অতটা বিশ্বাস করি না। তবে বউদি যে লোকটা খুব ভাল নয়—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আশমান। কেন?

গোপাল। বারে! মানুষ যদি ভালই হতো, তবে সে কি পারতো নিজের সুখের জন্য অন্যকে কাঁদিয়ে দাদাকে ধরে রাখতে?

আশমান। সে যে তোমার দাদাকে ভালবাসে?

গোপাল। বাসলেই বা! সত্যিকারের ভালবাসা কি পারে অন্যকে দুঃখ দিতে? পারে না।

আশমান। গোপাল!

গোপাল। তুমি জাননা, দাদার জন্য কেঁদে কেঁদে মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছোড়দা হাসতে ভুলে গেছে। দিদির চোখে জলের বিরাম নেই।

আশমান। তুমি চুপ কর—গোপাল, চুপকর! ও আর আমি সইতে পাচ্ছিনা।

(দুচোখে জল)

গোপাল। তোমার চোখে জল! হ্যাঁগা, তুমি কে?

আশমান। আমি—আমি—এ বাড়ীর বাঁদী।

গোপাল। বাঁদী! আহা! তুমি এত ভাল। দাদা যদি সেই ডাইনীকে বিয়ে না করে তোমাকে বিয়ে করতো—তাহলে খুব ভাল হতো।

আশমান। সেকি গোপাল! সে যে শাহাজাদী আর আমি বাঁদী!

গোপাল। শাহাজাদীর চেয়ে এ বাঁদী অনেক ভাল!

আশমান। গোপাল!

(গোপালকে জড়াইয়া ধরিল।)

লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। কে?

গোপাল। (আনন্দে) দাদা!

লক্ষ্মী। গোপাল! (জড়াইয়া ধরিল) কখন এলি? কার সঙ্গে এলি? কেমন করে এলি?

আশমান। বাঃ বাঃ! যে প্রশ্নের তোড়! ছেলেটা আবার ভেসে না যায়?

গোপাল। ও দাদা! তোমার গায়ে এত চকচকে পোষাক কেন?

আশমান। তাও জাননা! তোমার দাদা যে বৃন্দাবনের রাখালী ছেড়ে মথুরায় এসে রাজা হয়েছেন।

গোপাল। (হাসিয়া) তাই বুঝি তোমার মতো রাধা ফেলে কুব্জাকে রাণী করেছে।

লক্ষ্মী। গোপাল!

গোপাল। তোমার কেমন বুদ্ধি দাদা? এমন লক্ষ্মী বাঁদী থাকতে তুমি কোন বুদ্ধিতে সেই ডাইনী শাহাজাদীকে বিয়ে করতে গেলে?

আশমান। (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ—হ্যাঁ বলতো বলতো গোপাল, আমি থাকতে তোমার দাদা কোন বুদ্ধিতে ঐ শাহাজাদীটাকে বিয়ে করলে?

লক্ষ্মী। গোপাল!

গোপাল। কি দাদা?

লক্ষ্মী। এই বাঁদী ভদ্র মহিলাই তোমার বউদি!

গোপাল। এই আমার বউদি!

(অবাক চোখে চাহিয়া রহিল—আশমান হাসিতেছিল।)

আশমান। কি মনে হয়?

গোপাল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—তুমিই আমার বউদি।

আশমান। (গোপালকে বক্ষে ধরিয়া) ভাই!

লক্ষ্মী। গোপাল!

গোপাল। বাড়ী চল—দাদা, বাড়ী চল। আমাদের বড় বিপদ!

আশমান ও লক্ষ্মী। বিপদ?

গোপাল। হ্যাঁ, সমাজপতির দলের লোকেরা আমাদের ওপর অত্যাচার সুরু করেছে। তুমি তাদের শাসন করবে চল।

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রাজা আমি। অনুরোধে যদি না হয়—শাসন করেই সমাজকে আমি বশ করবো।

আশমান। কিন্তু মন পাবে না।

লক্ষ্মী। তাইতো তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত হিন্দু পণ্ডিতদের আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

আশমান। কেন?

লক্ষ্মী। যদি তারা তোমাকে হিন্দু করে নিতে রাজী হয়।

আশমান। যদি রাজী না হয়?

লক্ষ্মী। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

গোপাল। সময় খুব অল্প দাদা।

লক্ষ্মী। কেন?

গোপাল। শিরোমণির অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে—মা দিদিকে আজই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। কারো কথা সে শুনছে না।

লক্ষ্মী। বটে। এত অত্যাচার সমাজের! ঠিক আছে! ঠিক আছে!

গোপাল। কি ঠিক আছে, দাদা?

লক্ষ্মী। সে তুই বুঝবিনা। তুই তোর বউদির কাছে থাক; আমি দেখছি এ অত্যাচারের জবাব দেওয়া যায় কি না!

[চলিয়া গেল।

গোপাল। দাদা—দাদা!... হ্যাঁ বউদি। দাদাতো পালালো। তুমি আবার আমায় ছেড়ে পালাবে নাতো?

আশমান। দূর পাগল! তুমি যে আমার সাত রাজার ধন মানিক। তোমাকে কি ছেড়ে থাকা যায়!

গোপাল। বউদি!

আশমান। ওরে, ঠিক এমনি করে তোকে আমি বুকের মাঝে যক্ষের মতো ধরে থাকবো।

[গোপাল সহ চলিয়া গেল।

পুনরায় প্রতাপরুদ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। মন স্থির করে উত্তর দাও, প্রতাপ। স্মরণ রেখো, তোমার কথার ওপরেই নির্ভর করছে একটা নির্দোষ নারীর জীবন-মরণ।

প্রতাপ। আমি মন স্থির করেছি, রাজা। সত্য বলে যাকে জানি, পৃথিবীর কোন কিছু হারানোর ভয়ে আমি তাকে অস্বীকার করবোনা।

লক্ষ্মী। যদি তোমার পিতা বাদী হন?

প্রতাপ। আমি রামচন্দ্র নই, রাজা।

লক্ষ্মী। যদি সমাজ আঘাত করে ?

প্রতাপ। প্রত্যাঘাত করবো।

লক্ষ্মী। সাধু! তবে যাও, প্রস্তুত হও। আমি আজই তোমাকে নিয়ে যাত্রা করবো। নির্ভয়!

প্রতাপ। ভয় আমি করিনা, রাজা। ন্যায় বলে— সত্য বলে বিবেক যে কাজে সায় দেয়, সে কাজে আমাকে নিবৃত্ত করতে পারে—এমন শক্তিমান পৃথিবীতে কেউ নেই।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। খাঁটি ইস্পাত! যেমনি ধার—তেমনি মজবুত। আত্মীয়রূপে একে যদি পাশে পাই, তাহলে ... কে? কে কাঁদে? দয়াময়ী! না—না, কাঁদিসনে বোন— কাঁদিসনে! জীবন ভোর আমি হয়তো কেঁদে যাবো, কিন্তু ওরে বোন,—সর্ব্বস্বের বিনিময়েও তোকে আমি সুখী করবো—প্রতিষ্ঠা করবো।

[চলিয়া গেল।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ আসিল।

মুর্শিদ। বীজ বপন করেছিলাম। সারা জীবনের আপ্রাণ পরিশ্রমে সে বীজ আজ শাখা পল্লবে গজিয়ে উঠেছে ; তামাম বাংলা দেশে তার শেকড় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলও ধরেছে, সুপক্ক-সুদৃশ্য ফল। কিন্তু রস ? রস কই ? মধুরত্ব কই ?... ফল পচিয়ে সুরা তৈরী করালাম। কিন্তু মাদকতা কই ? যতই দিন যাচ্ছে—ততই যেন সুদর্শন রায় মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। সুরার উগ্রতা আর যেন তাকে ঘুম পারিয়ে রাখতে পাচ্ছেনা। ক্যায়া তাজ্জব কি বাৎ ! নামাজের ছুরার সঙ্গে— গায়ত্রীর. সুর আজো যেন বেজে উঠতে চায় ! একি দুর্বলতা ! মুর্শিদকুলি খাঁ ! মুর্শিদকুলি খাঁ ! সুদর্শন রায়কে তুমি গলা টিপে হত্যা কর—হত্যা কর !

(উত্তেজনায় নিজের কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিতে উদ্যত হইল।)

একটি স্বর্ণ পাত্রে কিছু সরকারী কাগজ ও কালী কলম লইয়া সুজউদ্দৌলা আসিল।

সুজা। জাঁহাপনা !

মুর্শিদ। (সচকিতে) কে? ওঃ সুজাউদ্দৌলা! কি খবর?

সুজা। দিল্লী থেকে খাজনার তলব এসেছে, জনাব!

মুর্শিদ। পাঠিয়ে দাও।

সুজা। যশোর থেকে হিন্দুপ্রজারা অভিযোগ করেছে—কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের অত্যাচারে তারা কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করতে পাচ্ছেনা।

মুর্শিদ। তাদের হত্যা কর।

সুজা। কাদের জনাব?

মুর্শিদ। কাদের? ওঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, কাদের হত্যা করা হবে, উজীরে-আজম?

সুজা। নবাব কি অসুস্থ?

মুর্শিদ। সুজাউদ্দৌলা!

সুজা। বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন, জনাব। আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

মুর্শিদ। বিশ্রাম? না—না, উজীরে-আজম! বিশ্রাম আমার চাই না, বিশ্রাম আমি করতে পারি না। আমি ছুটতে চাই, লুটতে চাই, ভাঙতে চাই। অফুরন্ত কাজের মধ্যে আমি ডুবে থাকতে চাই।

সুজা। সুদর্শন রায় কি জিতে গেল, হজরৎ?

মুর্শিদ। সুদর্শন রায়! কে—কে তোমাকে বল্লে তার কথা? (উত্তেজিত হইয়া) যাও—বাহার যাও, বাহার যাও।

সুজা। যাচ্ছি জনাব।

[চলিয়া যাইতেছিল।

মুর্শিদ। চলে যাবে! আমার বিনা-হুকুমে? সাহসতো কম নয়!

সুজা। (হাসিয়া) আপনিইতো হুকুম করলেন, জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। আমি? কই—কখন?

সুজা। এইতো কিছুক্ষণ আগে।

মুর্শিদ। আমি?

সুজা। হ্যাঁ! হজরৎ!

মুর্শিদ। না—না, আমি কাউকে হুকুম করিনি। যদি কেউ করে থাকে—সে আমি নই।

সুজা। তবে কে জনাব?

মুর্শিদ। কে? কে? তার নাম—তার নাম—সুদর্শ…। না—না, এ সব বাজে প্রসঙ্গ। বুঝেছি, এমনি ভাবেই বাজে প্রসঙ্গ তুলে তোমরা সরকারী কার্য্যে অবহেলা কর। আমি সবাইকে কোতল করবো।

সুজা। তাহলে আপনার এই হিন্দু-নিধন যজ্ঞ চলবে কি করে, জনাব?

মুর্শিদ। হিন্দুরা আর নির্য্যাতিত হবে না।

সুজা। দেশের এমন সুদিন কবে হবে জনাব?

মুর্শিদ। সুদিন! বেয়াকুফ! চরম দুর্দ্দিনকে সুদিন বলে ভাবছ।

সুজা। না খোদাবন্দ! সেই হবে বাংলার প্রকৃত সুদিন!

মুর্শিদ। সেদিন কোন হিন্দু আর মুসলমানকে আদাব দেবে না।

সুজা। মুসলমান আদাব চায় না, জনাব; চায় মহব্বৎ।

মুর্শিদ। হুঃ। সায়রাবানুই তোমার মাথা খেয়েছে।

সুজা। না জাঁহাপনা! আজব আয়নায় যদি মুখ দেখতে পারতেন—তাহলে দেখতেন, আপনার সামনে মুর্শিদকুলি খাঁ নয়—ব্রাহ্মন সুদর্শন রায়।

মুর্শিদ। হুঁসিয়ার সুজাউদ্দৌলা। বাংলার নবাব তোমার ব্যাঙ্গের পাত্র নয়। হুঁসিয়ার!

সুজা। আপনিও হুঁসিয়ার জনাব। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান সুদর্শন রায় অবহেলার পাত্র নয়। সুযোগ পেলেই সে মুর্শিদ কুলি-খাঁকে হত্যা করে স্ব-মূর্ত্তিতে প্রকট হয়ে উঠবে। হুঁসিয়ার!

মুর্শিদ। পারবেনা— পারবেনা, সুজাউদ্দৌলা, সুদর্শন রায় আর প্রকট হতে পারবেনা। দেখছনা—সারি সারি জ্বলন্ত চিতা বাংলার বুকে ধূ ধূ করে জ্বলছে। এতবড় চিতার আগুন থেকে সে আর কিছুতেই উঠে আসতে পারবেনা। না—না, কিছুতেই না।

সুজা। আমি কিন্তু জাঁহাপনা, চিতার পাশে হাজারো হাজারো কবর গাহ্ও দেখতে পাচ্ছি। তার উগ্র আহ্বানও আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি।

মুর্শিদ। কি—কি শুনছ?

সুজা। শুনছি, কবরের ডাকে—মৃত্যুর আহ্বান, শান্তির আশ্বাস।

মুর্শিদ। আঃ! আঃ! সুজাউদ্দৌলা! বন্ধ কর—বন্ধ কর তোমার প্রলাপ। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সুজা। (কাছে গিয়া) জনাব! আমি তবে যাই।

মুর্শিদ। (ত্রস্তে) না—না, যেওনা। রাজকার্য্য শেষ করে যাও।

সুজা। ওগুলো আমি নিজেই সেরে নেব।

মুর্শিদ। বল কি! তুমি!...

সুজা। জী, জনাব। আপনার মেহেরবাণীতে এসব ছোট খাটো কাজ আমি নিজেই করে থাকি।

মুর্শিদ। তাই নাকি! তা বেশ! আচ্ছা বলতো—যশোরের সেই

হিন্দুপ্রজাদের পত্রের কি জবাব দেবে ?

সুজা। সেই অত্যাচারী মুসলমানদের ধরে আনার আদেশ পাঠাবো।

মুর্শিদ। এটা হিন্দুর রাজ্য—না মুসলমানের রাজ্য ?

সুজা। এটা বাঙালীর রাজ্য, মানুষের রাজ্য।

মুর্শিদ। সাবাস! তারপর আর কোন সংবাদ আছে ?

সুজা। আছে জনাব। পূর্ব্ববঙ্গের কাগমারী পরগনার তালুকদার শাহানশাহ শাহজামাল, যিনি পীর বলে হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধা পান—

মুর্শিদ। হুঃ। খুব ভাগ্যবান পুরুষ সন্দেহ নাই। তারপর ?

সুজা। যথাযথ দানপত্র দলিল সম্পাদন করে—তার সমস্ত সম্পত্তি হিন্দু নায়েব লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীকে দান করেছেন।

মুর্শিদ। জবরদস্ত খবর। তারপর ?

সুজা। তার একমাত্র কন্যা অশমানকে—সেই হিন্দুর হাতে তুলে দিয়েছে।

মুর্শিদ। শোভানাল্লা! এখনি পীর শাহজামালকে দামী খেলাৎ পাঠিয়ে দাও।

সুজা কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ এখনো মুসলমান হয়নি। আর—

মুর্শিদ। কি ?

সুজা। পত্রে লেখা আছে—সে নাকি হিন্দুই থাকবে।

মুর্শিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেয়াকুফ! বেয়াকুফ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

(পাগলের মত হাসিতে লাগিল।)

সুজা। জনাব! জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। না—না, খেলাৎ নয়—খেলাৎ নয়, শাহজামালকে ধরে এনে পাগলা-গারদে পুরে দাও।

সুজা। কি বলছেন, হজরৎ ?

মুর্শিদ। ঠিকই বলছি। বে-তমিজ শাহজামাল জানেনা যে মুসলমানীকে সাদী করে কোন হিন্দুই আর হিন্দু থাকতে পারে না। তা যদি হতো—তাহলে বাংলার বুকে আজ হিন্দুর বিভীষিকা এই মুর্শিদ কুলি খাঁর জন্ম হতোনা।

সুজা। হজরৎ!

মুর্শিদ। তাই আমার বিচারে খেলাৎ নয়, শাহজামালকে পাগলা-গারদে আট্‌কে রাখ।

সুজা কিন্তু, এই পত্রে—শাহজামাল আপনার কাছে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যধিকারের ফরমান চেয়ে পাঠিয়েছে, জনাব। তার কি করবো?

মুর্শিদ। পাঠিয়ে দাও। সেই সঙ্গে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণকে জানিয়ে দাও—বাংলার নবাবের লাখো লাখো মোবারক।

সুজা। কেন জনাব, ভবিষ্যতে সে মুসলমান হবে বলে?

মুর্শিদ। না—না, উজীরে-আজম; মোবারক জানাও তাকে—সে যেন সুদর্শন রায়ের মতো ভুল না করে।

সুজা। জনাব।

মুর্শিদ। তাহলে আপাতঃ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেলেও, সারা জীবন তাকে ঠিক এই মুর্শিদ কুলি খাঁর মতো তুষের আগুনে জ্বলে মরতে হবে। ভোগের প্রাচুর্য্য সম্মুখে রেখে—আমারই মতো তাকে উপোষী হয়ে কাটাতে হবে।

[চলিয়া গেল।

সুজা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ! অফুরন্ত মেধাবী, অপ্রমেয় শক্তিধর, তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞ হয়েও আজ তোমার মতো দুঃখী মানুষ গোটা বাংলায় বুঝি আর দুটি নেই।

হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। আছে।

সুজা। কে ?

হামিদ। সবলের অত্যাচারে, ভাগ্যের পরিহাসে, আত্মীয়ের উদাসীনতায় আজ আমি তুনিয়ার সব চেয়ে তুঃখী মানুষ।

সুজা। তোমার পরিচয় ?

হামিদ। কাগমারী পরগনার অধিকর্ত্তা শাহজামালের ভগ্নীপুত্র— নাম হামিদ খাঁন।

সুজা। হামিদ খাঁন !

পুনরায় মুর্শিদকুলি খাঁ আসিল।

মুর্শিদ। না—না, সুজাউদ্দৌলা, পীর শাহজামালকে লিখে পাঠাও······ কে ? কে তুমি ?

হামিদ। বান্দার নাম হামিদ খাঁন, জনাব।

(কুর্ণিশ করিল।)

মুর্শিদ। হামিদ খাঁন !

সুজা। পীর শাহজামালের ভগ্নীপুত্র।

হামিদ। আইনতঃ তাঁর সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশান।

মুর্শিদ। হুঃ ! তা কি মনে করে আগমন ?

হামিদ। হিন্দু নায়েব কাফের লক্ষ্মীনারায়ণ আমার মাতুল কন্যা শাহাজাদীকে জোর করে—

সুজা। সাদী করেছে।

হামিদ। ঠিক। এবং কাগমারী পরগনাও সে দখল করেছে।

মুর্শিদ। শুনেছি।

হামিদ। এ সবই সম্ভব হয়েছে আমার মামুসাহেবকে 'কৌশলে কিছু খাইয়ে কিংবা গুনমন্ত্র করে অর্দ্ধোন্মাদ করে।

সুজা। কই, এ কথাতো জানিনা?

মুর্শিদ। আমি জানি।

হামিদ ও সুজা। জনাব!

মুর্শিদ। তাইতো শাহজামালকে ধরে এনে পাগলা-গারদে পুরতে বলেছিলাম।

হামিদ। কিন্তু তাঁকে ধরে না এনে—প্রকৃত অপরাধী লক্ষ্মী-নারায়ণের বিচার করুন, জনাব।

মুর্শিদ। থামস্ বে-য়াদব। বাংলার নবাবকে আরজী জানাতে এসেছ—আরজী জানাও। উপদেশ দিতে চাইলে—

হামিদ। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। কি হয় উজীরে-আজম?

সুজা। কোতল।

হামিদ। (সভয়ে) কসুর মাপ করুন, খোদাবন্দ।

মুর্শিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভয় নাই।··· চোখ মুখ দেখেতো মনে হয়—তুমি একটি শৃগাল জাতীয় প্রাণী!

হামিদ। তার মানে?

সুজা। খারাপ কিছু নয়, ধূর্ত্ত।

হামিদ। জাঁহাপনা কি আমাকে—

মুর্শিদ। কৈফিয়ৎ আমি দেইনা। অতএব আরজী শোনাও।

হামিদ। আমার হৃত-অধিকার আমি ফিরে পেতে চাই, জনাব।

মুর্শিদ। ইয়ে সাচ্চি বাৎ। সুজা!

সুজা। কিন্তু জনাব, এই পত্র—এই দলিল?

মুর্শিদ। ওতো পাগলের খেয়াল!

হামিদ। আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বলছি—জনাব, এই পত্র জাল! আমাকে সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত-নিঃস্ব করার জন্যই কাফেরের সব চক্রান্ত।

মুর্শিদ। সুজাউদ্দৌলা!

সুজা। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, ...

মুর্শিদ। কোনটা? এই পত্র, না এই শেয়াল?

সুজা। (দ্বিধাগ্রস্থ) আজ্ঞে!

মুর্শিদ। (হাসিয়া) কেমন, পারলে নাতো! যায় না—যায় না। এতদূর থেকে সত্যাসত্য ঠিক বোঝা যায় না।

হামিদ। আপনি বিশ্বাস করুণ জনাব, সেই কাফের হিন্দু অত্যন্ত শঠ, নীচ প্রকৃতির!

মুর্শিদ। প্রমান?

হামিদ। আমার বাগ্‌দত্তা শাহাজাদীকে সে দখল করেছে, ভোগও করছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক সাদী সে করেনি।

সুজা। সে কি!

হামিদ। সে আজও হিন্দুই আছে। অথচ হিন্দু কিংবা মুসলমান কোন ধর্ম্ম মতেই সে শাহাজাদীকে সাদী করেনি।

মুর্শিদ। হ্যাঁ—একথা পত্রে আছে বটে।

হামিদ। আপনার কাছে অভিযোগ করতে আসবো বলায় সে কি বলেছে—জানেন, জনাব?

সুজা। কি?

হামিদ। বলেছে—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ—হিন্দুর কলংক, ইসলামের শত্রু! তাকে আমি ভয় করি না।

মুর্শিদ। তাজ্জব—তাজ্জব। একটা সামান্য তালুকদারের এত সাহস! সৈন্য সাজাও, সুজাউদ্দৌলা—সৈন্য সাজাও। এই মুহূর্তে পাঁচহাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তুমি কাগমারী যাত্রা কর।

সুজা। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। কোন কথা শুনবোনা। তাকে আমার চাই। মৃত নয়, জীবিত— বহালে তবিয়তে, বুঝেছ?

সুজা। জী জনাব।

মুর্শিদ। যাও।

সুজা। কিন্তু হজরৎ, এর একটা সত্যাসত্য নির্ণয় করা—

মুর্শিদ। সরেজমিন গিয়ে তুমি তার তদন্ত করবে। সত্য হোক—মিথ্যা হোক, লক্ষ্মীনারায়ণকে আমার সামনে হাজীর করা চাই।

সুজা। যো হুকুম, খোদাবন্দ!

[চলিয়া যাইতেছিল।

মুর্শিদ। ফরিয়াদীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাও। যদি দেখ—অভিযোগ মিথ্যা, তবে লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে একেও বন্দী করে নিয়ে আসবে।

হামিদ। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এ মুর্শিদকুলি খাঁর বিচার! হুঁসিয়ার। যাও।

হামিদ। যাচ্ছি জনাব। যাবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি—বান্দার আভূমি নত সেলাম!

[সুজা সহ চলিয়া গেল।

মুর্শিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অতি ভক্তি...

গীত কণ্ঠে ফকির আসিল।

ফকির।— গীত :

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ
সব শাস্ত্রে কয়।
হাসির আড়ালে বিষের ছুরিকা
গোপনে লুকায়ে রয়॥

মুর্শিদ। সেলাম, ফকির সাহেব! সেলাম। কোত্থেকে আসছেন, জনাব?

পূর্ব্ব গীতাংশ

নদী মেখলা, শস্য শ্যামলা,
পূরব বাংলা দেশ,
বিহগ কাকলী যেথায় তুলে
মিষ্টি গানের রেশ।
জন্মে বাঙালী কর্ম্মে ফকিরী
বেড়াই বিশ্বময়॥

মুর্শিদ। ঘুরে ঘুরে কি দেখলেন?
ফকির। দেখলাম—

ফকির।— পূর্ব্ব গীতাংশ

কর্ম্ম-বচনে অনেক ফারাক,
ভণ্ডে ভরেছে দেশ,
ইনসাফী নাই, ইমানীও নাই
সাচ্চা হয়েছে শেষ।

আল্লার বান্দা হাঁকিছে সবাই
কেউতো নামাজী নয়॥

মুর্শিদ। ফকির সাহেব! আমিও কি নামাজী নই?

ফকির। না।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

ফকির। আপনি নামাজীও নন—সমাজীও নন। আপনি একটা বিস্ময়কর প্রতিভার জীবন্ত কবন্ধ।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব! আমি ইসলামী নই?

ফকির। না। ইসলামী যদি দেখতে চান, পূর্ব্ব বাংলার কাগমারী যান। শাহজামালকে দেখে আসুন। বুঝবেন ইসলামী কাকে বলে।

[চলিয়া গেল।

মুর্শিদ। শাহজামাল! শাহজামাল! একটা বদ্ধ পাগল ছাড়া যে আর কিছুই নয়—সে হলো কিনা সাচ্চা ইসলামী। আর সুবে বাংলার নবাব আমি—জিন্দেগীভর যে ইসলামের আবাদ করে এলো—সে কিছুই নয়। ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র! সুদর্শন রায়ের কাছে আমাকে হেয় করার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। না—না। আমি····· কে? কে? নারায়ণ!··· হজরৎ রসুল! কি? কি চাও—কি চাও আমার কাছে?··· প্রেম—মহব্বৎ? হবে না—হবে না। তোমাদের কারো চাওয়া পূর্ণ হবে না। আমি যে হিন্দুও নই—মুসলমানও নই। আমি যে বিস্ময়কর প্রতিভার—জীবন্ত কবন্ধ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ী।

উত্তেজিত রাজলক্ষ্মী জ্বলন্ত মশাল হাতে আসিল।

রাজলক্ষ্মী। আগুন জ্বালাবো, আগুন জ্বালাবো। কু-সন্তানের ছায়া লেগে বাস্তুভিটা অপবিত্র হয়েছে। এই মশালের শিখায় আমি তাকে—অগ্নিশুদ্ধ করবো। আমার কথা যখন কেউ ভাবলে না—আমিই বা অন্যের কথা ভাববো কেন?… লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান হয়ে গেলো—গোপাল নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, গতরাত্রে দয়াময়ীকে নিয়ে রামও চলে গেল। কোথায় গেল—কে জানে? যাক্—যাক্, সবাই যাক্। কাউকে আমি চাইনা। হিন্দু সমাজের বিধান মেনে নিয়ে আমি আজ অগ্নুৎসব করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দ্রুত রামনারায়ন আসিয়া রাজলক্ষ্মীকে ধরিল।—

রাম! মা! মা!

রাজলক্ষ্মী। ওরে, ছাড়—ছাড়, আমি আগুন দিয়ে উৎসব করবো। হিন্দু সমাজের বিধানে আজ আমি নির্বংশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

রাম। তুমি কি পাগল হলে? (মশাল টানিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল) মা—মা!

(সজোরে ঝাকানি দিল।)

রাজলক্ষ্মী। কে তোর মা? আমি? না না, আমি তোদের কেউ নই। আমি যদি তোদের মা হতাম, তবে পারতিস কি তোরা এমনি ভাবে আমাকে জীবন্ত তিলে তিলে পুড়িয়ে মারতে?

রাম। বিশ্বাস কর মা, আমরা ইচ্ছা করে কেউ তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি, তোমার বুকের ব্যথা লাঘব করতেই দয়াময়ীকে আমি সরিয়ে নিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী। কোথায় সে হতভাগী? সে কি মরেছে?

রাম। ছিঃ মা! সন্তানের এমন অশুভ কামনা করতে নেই। তোমার আশীর্ব্বাদে সে আজ মহাসুখে আছে।

রাজলক্ষ্মী। তা থাকবে না! সব সু-সন্তান কিনা, তাই আমার মুখ পুড়িয়ে আজ সুখের সংসার পেতেছে। বাঃ-বাঃ চমৎকার—চমৎকার।

রাম। মা—মা, সব কথা শোন।

রাজলক্ষ্মী। কি? কি শুনবো? লক্ষ্মী রাজা হয়েছে, দয়াময়ী সুখে আছে, আর গোপাল নদীর জলে ডুবে মরেছে — এই তো?

রাম। না না, গোপাল মরেনি মা, সে বৌদির কাছে আছে।

রাজলক্ষ্মী। বৌদি! কে তোর বৌদি?

রাম। কেন? পীর শাহজামালের কন্যা।

রাজলক্ষ্মী। (দুই হাতে কান চাপা দিয়া) আঃ! রামনারায়ণ! কুলীন কায়স্থের বউ একটা মুসলমানের মেয়ে—একথা উচ্চারণ করার আগে তোর জিবটা খসে পড়লো না।

রাম। মা! মুসলমানী বলে যাকে তোমার এত ঘৃণা, তুমি জান না সে কত ভাল।

রাজলক্ষ্মী। চুপ কর হতভাগা। যবনের গুণগান যদি করতে হয়, তবে এখানে নয়—চলে যা সে রাক্ষসীর বাড়ীতে, যে আমার লক্ষ্মীকে গ্রাস করেছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ অসিল।

লক্ষ্মী। তোমার লক্ষ্মীকে কেউ গ্রাস করেনি। তোমার পুত্র তোমারই আছে মা।

রাজলক্ষ্মী। কে? লক্ষ্মী!

(জড়াইয়া ধরিতে গিয়া সরিয়া আসিল।)

লক্ষ্মী। মা!

রাজলক্ষ্মী। না—না, না—না, তা কি করে হয়? সে যে মরে গেছে।

(দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সজোরে কাঁদিয়া উঠিল।)

লক্ষ্মী। মা, মাগো।

রাজ। চুপ চুপ! অমন করে মা বলে আর ডাকিস্‌নে—আমি পাগল হয়ে যাব। আমার সব গেছে। ধর্ম্মটুকু আর নিস্‌নে বাবা, ধর্ম্মটুকু আর নিস্‌নে।

রাম। কাকে কি বলছ, মা।

রাজ। বলছি সেই হতভাগাকে—যার কাছে জীবনের মায়াটাই বড় হলো, বাপ পিতামহের ধর্ম্মটা তুচ্ছ হয়ে গেল। ওরে রাম, ওকে যেতে বল।

(মুখ ঘুরাইয়া নিল।)

লক্ষ্মী। অধৈর্য হয়োনা মা। আমি কথা দিচ্ছি, আমার জন্য তোমার ধর্ম্ম কলংকিত হবে না। আমি চলেই যাচ্ছি। তবে যাবার আগে দিয়ে যাচ্ছি আমার শেষ প্রণামী।

রাজলক্ষী। প্রণামী!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, প্রণামী। প্রতাপ—দয়াময়ী।

বরবেশী প্রতাপরুদ্র ও বধুবেশী দয়াময়ী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। দয়াময়ী! প্রতাপ!

প্রতাপ। আমাদের আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ মা।

রাজলক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ—তোমাদের? এর অর্থ কি রাম?

রাম। প্রতাপের সাথে দয়াময়ীর বিয়ে হয়েছে, মা।

রাজলক্ষ্মী। কে—কে সম্প্রদান করলে?

রাম। আমি।

রাজলক্ষ্মী। তুই!

রাম। হ্যাঁ মা আমি। সমাজের রোষানল থেকে দয়াময়ীকে রক্ষা করার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ ছিল না।

রাজলক্ষ্মী। চমৎকার! চমৎকার! আমি আশীর্ব্বাদ করছি প্রতাপ, তোমরা সুখী হও। হতভাগিনী মেয়েটা অনেক কেঁদেছে—এবার যেন সে শান্তি পায়।

(উভয়ের মাথায় হাত রাখিল।)

প্রতাপ। আপনার আশীর্ব্বাদে জীবন সংগ্রামে আমি—নিশ্চয়ই জয়ী হবো।

দয়াময়ী। মা!

রাজলক্ষ্মী। আয় মা, বুকে আয়! জন্মের শোধ তোকে আদর করে নিই।

দয়াময়ী। (রুদ্ধ কণ্ঠে) মা!

লক্ষ্মী। যাও মা, মেয়ে জামাইকে ঘরে নিয়ে যাও। খেতে দাও, উৎসব কর।

রাজলক্ষ্মী। না—না, তা হয় না। শিরোমনির দল এ গ্রামে ওদের থাকতে দেবে না।

লক্ষ্মী। সে ভয় নেই মা। স্বয়ং শিরোমনি মশাই এ বিবাহে পৌরহিত্য করেছেন।

রাজলক্ষ্মী। এ কথা সত্যি।

দয়ালহরির শিরোমনি আসিল।

দয়াল। সত্যি। কাঞ্চন আর ভূমির বিনিময়ে দয়াময়ীকে শুদ্ধ করে নিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী। কাঞ্চন আর ভূমি?

রাম। হ্যাঁ মা। পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি আর নগদ পাঁচশো টাকা দক্ষিণার বিনিময়ে—

দয়াল। এ বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। তুমি নির্ভয়ে কন্যা জামাতাকে ঘরে তুলতে পার।

ক্রুদ্ধ হরিহর বসু আসিল।

হরিহর। না—না, এ বিবাহ আমি মানি না, এ বিবাহ আমি মানি না।

প্রতাপ। বাবা!

হরিহর। (প্রতাপের হাত ধরিয়া) বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় হারামজাদা! এমনিভাবে বংশের মুখে কালি মাখাতে আমি দেবোনা।

লক্ষ্মী। দাঁড়ান মহামান্য হরিহর বসু। স্মরণ রাখবেন, আমি এই পরগণার রাজা।

হরিহর। রাজা বলে তুমি মানী লোকের মান নষ্ট করবে?

লক্ষ্মী। না। মানী লোকের যথাযোগ্য মান আমি দেব তাই এই নিন—দানপত্র।

সকলে। দানপত্র!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, দানপত্র। আমার ভগ্নীর বিবাহের যৌতুক হিসাবে বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয়ের এই গ্রাম—আমি প্রতাপ আর দয়াময়ীকে দান করেছি। আশাকরি মহামান্য হরিহর বসুর মান এতে রক্ষা পাবে।

হরিহর। হেঃ-হেঃ-হেঃ! কি যে বল? হাজার হোক প্রতাপ আমার একমাত্র পুত্র। আমি কি তাকে অসুখী করতে পারি?

দয়াময়ী। বাবা!

হরিহর। এস—এস মা লক্ষ্মী, এসো! আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। চলহে রামনারায়ণ ভেতরে যাওয়া যাক্।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চলুন! এমন আনন্দের দিনে তুই বা কেন দূরে থাকবি? আয় লক্ষ্মী, তুইও আয়। আমার ভাঙ্গা সংসার আবার আনন্দে ভরে উঠুক।

দয়াল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমিও এস। আমরা তোমাকে যথাযোগ্য কাঞ্চন আর ভূমির বিনিময়ে শুদ্ধ করে নেব।

লক্ষ্মী। কিন্তু আমার স্ত্রী—শাহজামালের কন্যা? পারবেন কি তাকে গ্রহণ করতে? পারবেন কি তাকে হিন্দু বলে স্বীকার করে নিতে?

দয়াল। তা যে হয় না, লক্ষীনারায়ণ। মুসলমানকে হিন্দু করার বিধান হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও নেই।

লক্ষ্মী। জানি। সমগ্র দেশের হিন্দু পণ্ডিতদের একত্র সমবেত করে—আমি আশমানের জন্য বিধান চেয়েছিলাম, তাঁরা অক্ষম হলেন। আপনারাও অক্ষম। তাই ঠিক করেছি—হিন্দুধর্ম্ম যাকে ঠাঁই দিলেনা, ইসলাম ধর্ম্মের মাধ্যমেই আমি তাকে গ্রহণ করবো।

রাজলক্ষী। আমার কথাও একবার ভাববি না?

লক্ষ্মী। ভেবেছি বলেইতো—পুত্র, কন্যা, জামাতায় ঘর ভরিয়ে দিয়ে গেলাম, মা। পূর্ণ চোখে শূন্য বুকে আমি একাই ফিরে যাচ্ছি আমার কর্তব্যের লৌহ কারায়।

[চলিয়া যাইতেছিল।

দয়াময়ী। না—না, তুমি যেওনা দাদা, তুমি যেওনা।

লক্ষ্মী। (ফিরিয়া) ওরে বোন, সমাজ আমাকে দূরে ঠেলে দিলেও মনে প্রাণে আমি তোদেরই রয়ে গেলাম। মাকে তোরা সুখী করিস—মাকে তোরা সুখী করিস!

রাম। দাদা!

লক্ষ্মী। বিদায়—বিদায় ভাই। বিদায় হিন্দু সমাজ—বিদায়। ভগবানের কাছে কামনা করে যাই—তোমরা সবাই সুখে থাক।

রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মী! পুত্র আমার!

লক্ষ্মী। আর কেন পুত্র সম্ভাষণ? আর কেন মায়াভরা ডাক? জেনে রাখ, আজ এই মূহুর্তে তোমার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় চৌধুরীর মৃত্যু হলো। সেখানে জন্ম নিল মুসলমান লক্ষ্মীনারায়ণ খাঁ চৌধুরী। যাবার আগে তাই তোমার পদস্পর্শ করে আর তোমাকে কলঙ্কিত করবোনা। দূর থেকেই জানিয়ে যাচ্ছি— আমার শেষ—প্রণাম।

[চলিয়া গেল।

রাম ও দয়াময়ী। দাদা—দাদা!

রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মী লক্ষ্মী! ওরে ফিরে আয়—ফিরে আয়।

(পড়িয়া যাইতেছিল—রাম ও দয়াময়ী ধরিল।)

রাম ও দয়াময়ী। মা! মা!

হরিহর। মূর্চ্ছা গেছে, পুত্র শোকে মূর্চ্ছা গেছে। চল—চল, ওঁকে ভেতরে নিয়ে চল। আসুন শিরোমনি মশাই।

দয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন!

(সকলে ধরাধরি করিয়া রাজলক্ষ্মীকে ভেতরে লইয়া গেল।)

দ্রুত ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। রাজাবাবু! রাজাবাবু! একি! কেউ তো নেই! কোথায় গেল সব? রাজাবাবু বড় দাদাবাবু···

পুনরায় রামনারায়ণ আসিল।

রাম। কে? কে ডাকে? একি ইসমাইল ভাই! কি খবর?

ইসমাইল। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে ছোট দাদাবাবু। শয়তান হামিদ খাঁন নবাবী সৈন্য নিয়ে কাগমারী আক্রমণ করতে আসছে। রাজাবাবু কোথায়?

রাম। দাদা তো এই মাত্র চলে গেলেন।

ইসমাইল। তাহলে আমিও চল্লাম, ছোট দাদাবাবু। তোমরাও এসো তোমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়ে ঐ নবাবী সৈন্যকে রুখতে।

রাম। কিন্তু আমরা কি পারবো?

ইসমাইল। অত হিসেব করে দেশের কাজ করা চলেনা, দাদ বাবু! শত্রু এসেছে, দেশ বিপন্ন। বাধা দেব আমরা প্রাণপণে। আমরা মরবো—তবু শত্রুর কাছে মাথা নোয়াবোনা।

[চলিয়া গেল।

রাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমরা মরবো—তবু শত্রুর কাছে মাথা নত করবো না।

পুনরায় প্রতাপরুদ্র আসিল।

প্রতাপ। শক্র! কোথায় শক্র? কে শক্র?

রাম। হামিদ খাঁন নবাবী সৈন্য নিয়ে দাদাকে আক্রমণ করতে আসছে। তুমি মাকে আর দয়াময়ীকে দেখো। আমি চল্লাম দাদার পাশে—ছোট ভাইয়ের কর্ত্তব্য করতে।

[চলিয়া গেল।

প্রতাপ। দাঁড়াও দাদা, আমিও যাবো! জীবনের মধু মুহূর্তে প্রলয়ের ডাক এসেছে। সে ডাকে আমি সাড়া দেব। যে বাসর রচা আজ আমার ভাগ্যে হলো না। কাগমারীর বুকে শক্ররক্তে অবগাহন করে কঠিন মৃত্তিকার বুকে সে বাসর আমি রচনা করে যাবো।

[চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

ফকিরের ছদ্মবেশে সুজাউদ্দৌলা আসিল।

সুজা। ফকিরের ছদ্মবেশে সারাটা দিন কাগমারী ঘুরে এলাম। কোথাও দেখলাম না—হিন্দু লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে বিন্দু অসন্তোষ। কোথাও শুনলাম না—সামান্য একটি অভিযোগ। বুঝলাম এ সবই শয়তান হামিদ খাঁনের ষড়যন্ত্র! কিন্তু পীর শাহজামালের বিবৃতি ছাড়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অথচ দূর্ভাগ্য আমার, শাহানশাহ শাহজামাল কোথায় যে চলে গেছেন—তা কেউ জানেনা।

একটি ঢেঁকির মুষল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মিচকিন খাঁ আসিল

মিচকিন। কিয়ের জানাজানি? কিয়ের জানাজানি? জানাজানির দার আমি দারিনা। যারে পাইমু—দিমু তার মাথায় ঠাস কইরা য়্যাক ডাং। বাস্। য়্যাকাবারে বাঙ্গী ফাটা। য়্যাই যে—য়্যাই যে য়্যাক হালা। দিমু নাহি য়্যাক ডাং?

(মুষল তুলিল—সুজা সরিয়া গেল।)

সুজা। কি কর—কি কর? আমি যে ফকির।

মিচকিন। ফকির! দূর হালা! আমার নসীবটাই খারাপ।

সুজা। কেন?

মিচকিন। ক্যান আবার! বিবিটা কইলো—'তুমি যুদ্ধ জাননা। যুদ্ধে যাইয়া কইরবা কি?' মুখ্যু মাগীটারে কইয়া আইছি—উ হব জানাজানির মধ্যে আমি নাই। রাজার নুন খাইছি—গুণ

গামু। য়্যাই ঢেঁকির মুনী লইয়া চল্লাম— যারে পামু, তার কাল্লাত ঠকাস্ কইর‍্যা য়্যাক ডাং। বাস্। আর দেহন লাইগবোনা। য়্যাকাবারে বিসমিল্লা রহমানের রহিম।

সুজা। বেশ তো! এতো খুব ভাল সঙ্কল্প। কিন্তু তোমার নসীবটা খারাপ হলো কিসে?

মিচকিন। বুইজলানা? বুইজলানা?··· কিচ্ছু নাই—কিচ্ছু নাই। তুমার কাল্লার মইধ্যে কিচ্ছু নাই। খালি আল্লাই চিনছ— কাল্লাডা য়্যাকাবারে ধুয়া।

সুজা। কেন?

মিচকিন। আবার কয় ক্যান! হোন, বুজাইয়া দিতাছি। আস্তায় বাইরাইয়া দেখলাম তুমারে। বাবলাম—সাইদটা কইর‍্যা লই। ও মা! দুষমন কই? হাষকালে দেহি—মিচকিনের বাগ্যে ফকির জুট্ছে। দুর—দুর। যত হব অযাত্রা।

সুজা। ফকির মানুষ আমি, আমি অযাত্রা?

মিচকিন। হ’ তাওতো ঠিক। তুমি হালা··· তওবা— তওবা! বুল অইছে। তুমি অইলা আল্লার পীর।

সুজা। আরে না—না। পীর আমি নই। পীরতো শুনছি তোমাদের শাহানশাহ্ শাহজামাল।

মিচকিন। হেডা আজারবার ঠিক। হিন্দু-মুছলমান—হক্কল মাইনষেই ত্যানারে পীর বইল্যা মানে। দ্যাখ্লে—চোখ দুইডা জুড়াইয়া যায়, জানডা ঠাণ্ডা পানি অয়। খুদা, পীর সাহেবের বালা করুক।

সুজা। কিন্তু সেই পীর সাহেবকে নাকি পাগল করে হিন্দু

নায়েবটা রাজ্য দখল করেছে? তার মেয়েকে জোর করে আটকে রেখেছে?

ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। ক্যাঠা কইছে? ক্যাঠা কইছে? য়্যাই রহম পাপের কথা—কইছে ক্যাঠা? ঐ পাঠার বাচ্চা হামিদ মিঞা বুঝি?

মিচকিন। ঝিলিক!

ঝিলিক। আ কইরা হুনতে আছ কি? বলি—আ কইরা হুনতে আছ কি? বড় না দাপটের হঙ্গে ঢেঁকির মুনী লইয়া ছুইট্যা আইছ। দিবার পাইলানা—য়্যাকটা গুতা লাগাইয়া?

মিচকিন। আরে মাগী, কারে কি কস্? দেহসনা—ফকির মাইনষী? গুণা অইবো যে!

ঝিলিক। য়েঃ! কি আমার ফকিররে! শয়তানের কথা হুইন্যা—যে আমাগো রাজার নামে মিছা বদনাম দ্যায়, হে ফকিরই অউক আর খুদার ষাঁড় অউক—তারে আমরা খাতির করি না।

সুজা। আহা হা! অত চটলে কেন?

ঝিলিক। না, চটুম না। রাজার নিন্দা কইরবা—আর আমরা তুমারে সুয়াগ কইরা চাটুম, না?

সুজা। শোন—শোন মা। আমি বিদেশী ফকির। আসাম থেকে আসছি। সব কথাতো জানিনা। ঐ ওপাড়ার কয়েকজন মোল্লা-মৌলুভির দল এই সব বলাবলি কচ্ছিল—তাই আমি তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম।

মিচকিন। ক্যাঠা—ক্যাঠা কইলো? মুল্লারা? দ্যাশের হব্বনাশ তো ঐ ব্যাটারাই করে।

সুজা। তাহলে তোমাদের রাজা—লোক সত্যি ভাল। না?

ঝিলিক। বালা? বালা মানে কি? অত বালা মানুষ য়্যাই দ্যাশে এডাও নাই।

সুজা। তাহলে শাহজামালের কন্যাকে সে জোর করে আটকে রাখেনি?

মিচকিন। আর না—না। উল্টা আরো জুর কইর‍্যা পীরসাহেব ত্যানার হাতে ম্যাইয়াটারে তুইল্যা দিছে—রাজ্যটা গছাইয়া দিছে।

ঝিলিক। আরো তাজ্জব কি জান? সামাজিক সাদী অয় নাই বইল্যা আমাগো রাজা—শাজাদীরে হাতের তলতে পাইয়াও—য়্যাক ঘরে আত্রির বাস করে না।

সুজা! ওঃ। শাহাজাদী বুঝি দেখতে খুব কুৎসিত?

ঝিলিক। কও কি ফকিরের ব্যাটা! অমন ছুরৎ তুমার বাপেও দেহে নাই। মুনীর মন টলে—মানুষ তো ছার।

সুজা। তাহলে দেখছি—তোমাদের রাজা খুব সংযমী।

মিচকিন। কইলামতো—অমুন মাইনষেরে পাইয়া কাগমারীর ...রা দন্য। আর তারেই কিনা মারবার লাইগ্যা হালার নবাব সৈন্য পাঠাইছে। য়্যাকবার যুদি সামনে পাইতাম—

সুজা। এক ডাংএ দফা রফা করে দিতে। না?

মিচকিন। হে আর কইতে! য়্যাকটা—ক্যাবল য়্যাকটা ডাং। বাস্ হব খতম্।

ঝিলিক। চল—চল, এহানে খারাইয়া ফ্যাচর ফ্যাচর না কইর‍্যা ঐ শয়তানের বাচ্চা হামিদ খাঁয়েরে খুঁইজ্যা দেহি গা। যুদি পাই—

মিচকিন। আমি দিমু ডাং—

ঝিলিক। (ছুরি বাহির করিয়া) আর আমি দিমু—য়্যাই চক্কুর পার।··· চইল্যা আহ।

[মিচকিনকে লইয়া চলিয়া গেল।

সুজা। একটা হিন্দুর ওপর এদের কি অপূর্ব্ব ভালবাসা। অথচ এমনি আমার ভাগ্য যে এমন একটা মানুষের দোস্ত না হয়ে—হয়ে এসেছি দুষমন।

কোমরে কাস্তে ও হাতে লাঠি—কৃষক আসিল।
কণ্ঠে তার উদাত্ত সঙ্গীত।

গীত :

কৃষক।—

ওরে—দুষমন এলো ঘরের দুয়ারে
ঘুমাইবি কত বল।
মোহ ঘুম ছাড়ি—হাতিয়ার ধরি,
জোর কদমে এগিয়ে চল॥
দেশে জননীর সন্তান সব,
কণ্ঠে তোল মাভৈঃ রব,
মরণ সরসি মথিয়া ফোটা
স্বাধীনতা শতদলে॥

সুজা। কোথায় চলেছ, ভাই?

কৃষক। কে? ফকির সাহেব! আদাব। আশীর্ব্বাদ করুণ—যেন জীবন দিয়েও দুষমনকে আমরা রুখতে পারি।

সুজা। তুমি তো সৈনিক নও?

কৃষক। না— আমি চাষী।

সুজা। তবে যুদ্ধে এলে কেন ?

কৃষক। আসবোনা! আমাদের রাজারতো বেশি সৈন্য নেই। আমরাই হচ্ছি—রাজার বল। তাই যার যা আছে—তাই নিয়েই ছুটে এসেছি দেশকে রক্ষা করতে।

সুজা। শিক্ষিত নবাবী সৈন্যের সঙ্গে তোমরা তো পারবে না!

কৃষক। জিত্‌তে না পারি—মরতে তো পারব। তবু আমরা বেঁচে থাকতে রাজাকে ধরে নিয়ে যাবে—এ কোনদিনই সইবোনা।

[চলিয়া গেল।

সুজা। ভুল—ভুল করেছি। এই যুদ্ধের সৈন্যাপত্য নিয়ে আমি ভুল করেছি। ভেবে পাচ্ছিনা—কেমন করে এমন মানুষের ওপর অস্ত্র তুলে ধরবো। অথচ উপায় নেই। নবাবের হুকুম—নফর আমি, তামিল করতেই হবে। তদন্তের সুবিধার জন্য রাজাকে তিন-দিন সময় দিয়েছি। তদন্ততো একদিনেই শেষ হলো। দুদিন পরে সুরু হবে যুদ্ধ। না—না, এ যুদ্ধ নয়—প্রহসন। যার সৈন্য নেই, হাতিয়ার নেই—দুর্গ নেই, তার বিরুদ্ধে সুজাউদ্দৌলার এই যুদ্ধ—প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।··· খোদা—খোদা, তুমি বলে দাও—আমি কি করি ? আমি কি করি ?

[চলিয়া গেল।

ছদ্মবেশী হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। বেইমানী—বেইমানী। সুজাউদ্দৌলার বেইমানী! লৌহজঙ্গ নদীর ওপারে শিক্ষিত পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে এভাবে বসে থাকার অর্থ কি? অনুগ্রহ করে কাফের লক্ষ্মীনারায়ণকে তিনদিন সময় দিয়ে—শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়ার অর্থই বা কি? বেইমানী—

স্রেফ বেইমানী! কিন্তু আমিও হামিদ খাঁন। সুজা চুপ করে থাকলেও আমি কিন্তু বসে নেই। ছদ্মবেশে সমস্ত পরগনা ঘুরে এসেছি। মোল্লা-মৌলুভীদের কিছু সংখ্যক দলেও টেনেছি। পারছিনা শুধু চাষীদের আর লেঠেলদের। যাক্— একবার সুযোগ পেলেই হয়—

তরবারি হাতে ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। সে সুযোগ আর হবে না, মিঞা!

হামিদ। কে? ইসমাইল!

ইসমাইল। জী, ওস্তাদ খেলোয়াড়। হাজার ছদ্মবেশে থাকলেও ইসমাইলের নজরকে ফাঁকি দিতে পারনি। সংবাদ পেয়ে সারাটি দিন তোমায় খুঁজেছি। পেলাম এই সন্ধ্যায়। ভালই হলো— জান বাঁচাও।

হামিদ। শোন ইসমাইল। আমার সঙ্গে নবাবের পাঁচ হাজার শিক্ষিত সৈন্য। জয় আমাদের নিশ্চিত। তাই বলছি—তুমি আমার সঙ্গে যোগ দাও। আমি তোমাকে আমার ওমরাহ বানিয়ে দেব।

ইসমাইল। লাথি মারি তোমার প্রস্তাবের মুখে।

হামিদ। হুঁসিয়ার চাষা।

ইসমাইল। হুঁসিয়ার ইবলিশের বাচ্চা।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ইসমাইলকে ডাকিতে ডাকিতে প্রতাপরুদ্র আসিল।

প্রতাপ। ইসমাইল ভাই— ইসমাইল ভাই। একি!

ইসমাইল। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর, প্রতাপ ভাই। এই শয়তান হামিদ খাঁনকে জীবন্ত বন্দী করা চাই।

হামিদ। কার সাধ্য আমায় বন্দী করে। তোদের দুটোকেই আমি কোতল করবো।

প্রতাপ। প্রতাপরুদ্রকে তুমি চেন না, শয়তান। তাই এত দম্ভ করছ। আজ তোমাকে ভাল করে চিনিয়ে দেব।

(আক্রমণ করিল।)

কথা বলিতে বলিতে সশস্ত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও
রামনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। ঘরে ফিরে যাও রাম।··· একি! ইসমাইল! প্রতাপ! একি করছ তোমরা? থামাও! যুদ্ধ থামাও! (ইসমাইল ও প্রতাপ অস্ত্র নমিত করিল।) যাও সৈনিক, পথ মুক্ত।

হামিদ। সেলাম রাজা সাহেব! এই দীন বান্দার বহুত বহুত সেলাম!

[দ্রুত চলিয়া গেল।

ইসমাইল। রাজা!

প্রতাপ। দাদা!

লক্ষ্মী। অনুগ্রহ করে নবাব সেনাপতি, আমাকে সমর-সজ্জার জন্য তিনদিন সময় দিয়েছেন। অথচ তোমরা আজই যুদ্ধ সুরু করেছ। এ তোমাদের কি অসঙ্গত আচরণ!

ইসমাইল। লোকটা নবাবী ফৌজের কেউ নয় রাজা, ও আমাদের গৃহ-শত্রু, হামিদ খাঁন।

লক্ষ্মী। হাঁমিদ খাঁন!. একি! কোথায় গেল?

প্রতাপ। পালিয়েছে। কিন্তু কোথায় পালাবে? আমি তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবো। শয়তান হামিদ খাঁন—হুঁসিয়ার।

[দ্রুত চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। শয়তানকে কিছুতেই ধরতে পারবেনা। যাও ইসমাইল, প্রতাপকে ফিরিয়ে প্রাসাদে ফিরে যাও। আমি মন্ত্রণায় বসবো।

ইসমাইল। ঠিক আছে, রাজা। আমাদের জান কবুল—তবু বেঁচে থাকতে নবাবী ফৌজকে এক কদমও এগুতে দেবনা।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। রাম।

রাম। দাদা!

লক্ষ্মী। আমি তোমাকে আদেশ—দিচ্ছি না—না, আদেশের অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। তাই অনুরোধ করছি—

রাম। (আর্ত কণ্ঠে) দাদা! এভাবে আমাকে তুমি আঘাত করোনা দাদা—আঘাত কোরোনা।

লক্ষ্মী। রাম!

রাম। সমাজ বিধানে তুমি যাই হও না কেন, রামের কাছে তুমি চিরদিনই তার—ভাই, পরম শ্রদ্ধেয় দাদা।

লক্ষ্মী। ভাই!

রাম। বল—বল, আবার অমনি করে মায়াভরা কণ্ঠে আমাকে ভাই বলে ডাক! আমাকে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার অধিকার দাও।

লক্ষ্মী। ওরে পাগল, তা যে আমি পারিনা। দৈব দুর্বিপাকে মাকে সেবা করার অধিকার হারিয়েছি। অভাগিনী জননীকে দেখার

জন্য মন আমার ছট্-ফট্ করে কাঁদেরে। কিন্তু উপায় নেই—

রাম। দাদা!

লক্ষ্মী। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, তুই ঘরে ফিরে যা ভাই, ঘরে ফিরে যা। আমার হয়ে মাকে তুই সান্ত্বনা দে।

রাম। না—না দাদা, এ আদেশ আমায় করোনা। আমি রাখতে পারবোনা।

লক্ষ্মী। রাম। এই কি তোমার ভ্রাতৃ-ভক্তি?

রাম। দাদা!

লক্ষ্মী। ছিঃ ছিঃ! শুধু বড় বড় কথা বলতেই শিখেছ, কিন্তু সত্যিকারের ভ: তে আজো শেখনি।

রাম। এ তুমি কি বলছ, দাদা?

লক্ষ্মী। ঠিকই বলছি। ভ্রাতৃ-ভক্তি তোর মুখের কথা, লোক ঠকানো বুলি। তুই ঠক, প্রতারক।

রাম। আমি ঠক? আমি প্রতারক?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই ঠক—তুই প্রতারক।

রাম। (আর্তকণ্ঠে) দাদা!

লক্ষ্মী। তা যদি না হতিস, সত্যি যদি তুই আমার ভাইয়ের মতো ভাই হতিস, তাহলে নিশ্চয় আমার বুকের ব্যথা তুই বুঝতিস। নিশ্চয় ছুটে যেতিস আমার আদেশে মাকে সেবা করতে।

রাম। বলোনা—বলোনা দাদা— ও ভাবে আমাকে বলোনা। আমি আর সইতে পাচ্ছি না।

লক্ষ্মী। বাঃ! চমৎকার অভিনয়!

রাম। (রুদ্ধকণ্ঠে) অভিনয়? আমি অভিনয় করছি! চমৎকার—চমৎকার তুমি দাদা—চমৎকার!

লক্ষ্মী। রাম!

রাম। চুপ—চুপ। ও মুখে আর রাম বলে ডেকোনা। ভাই বলে কাছে টেনে নিয়ো না। আমি যে ঠক—প্রতারক।

লক্ষ্মী। রাম! ভাই!

রাম। যাচ্ছি—যাচ্ছি! তোমার আদেশই পালন করবো। কিন্তু যাবার আগে বলে যাই দাদা, আমার বুকভরা ভালবাস তুমি যেভাবে অপমান করলে—তোমার বুকভরা ভালবাসাও একদিন ঠিক তেমনি ভাবে··· না—না, না—না, এ আমি কি বলছি? ছোট ভাই হয়ে দাদাকে অভিশাপ দিচ্ছি! না—না—

[চলিয়া যাইতেছিল।

লক্ষ্মী। রাম—রাম!

রাম। রাম বনবাসে চল্লো, দাদা। তুমি রাজত্ব কর ভরতের মতো মহাসুখে।

[চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। রাম—রাম—ভাই! চলে গেল। বুকভরা অভিমান নিয়ে ভাই আমার চলে গেল। যাক্—যাক্। এ ছাড়া ওকে বাঁচানোর কোন পথ ছিল না। যে সর্ব্বনাশা সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছি—তাতে দুর্গহীন, অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন—লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু অবধারিত। ওরে, আমিতো মরেইছি। তুই অন্ততঃ বেঁচে থাক।

অতি সন্তর্পণে হামিদ খাঁন আসিল। সে পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী নারয়ণকে আঘাত করিতে উদ্যত সহসা ফকিরবেশী সুজাউদ্দৌলা আসিয়া পিস্তল তুলিল।

সুজা। হুঁসিয়ার, শয়তান!

লক্ষ্মী ও হামিদ। কে?

সুজা। দুষমণকা দুষমণ, উজীরে-আজম সুজাউদ্দৌল্লা।

লক্ষ্মী ও হামিদ। উজীরে-আজম?

সুজা। (ছদ্মবেশ অপসারণ করিয়া।) জী!

হামিদ। (সভয়ে) সেলাম, সেলাম হুজুর!

সুজা। হাঃ-হাঃহাঃ! দেখুন—দেখুন রাজা, কুকুরের প্রভুভক্তিকেও হার মানালো—আপনাদের হামিদ খাঁন!

হামিদ। উজীরে-আজম!

সুজা। সেলাম জানাও। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে সেলাম জানাও।

হামিদ। না। একটা কাফেরকে আমি সেলাম করবো না।

সুজা। আলবৎ করবে। নইলে এই গুলিতে আমি তোমায় কুকুরের মতো হত্যা করবো।

(সুজা পিস্তল তুলিলে—হামিদ সেলাম করিল।)

হামিদ। এ কিন্তু আপনার অনধিকার চর্চ্চা!

সুজা। আমার বিনা অনুমতিতে রাজাকে পেছন থেকে আঘাত হানতে চাও, এ তোমার কোন অধিকার?

লক্ষ্মী। সেকি! ও আমায় গুপ্তহত্যা করতে চেয়েছিলো?

হামিদ। বাধা না দিলে—এতক্ষণ কাম ফতে হয়ে যেতো।

সুজা। এতবড় অন্যায় কর—কোন সাহসে?

হামিদ। ও আমার শিকার—এই সাহসে?

সুজা। না। বর্ত্তমানে ও আমার শিকার। যান্ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রস্তুত হোন। তিনদিন পরেই আপনাকে আমি আক্রমন করবো।

লক্ষ্মী। আপনার অনুগ্রহকে ধন্যবাদ!

হামিদ। কিন্তু উজীরে-আজম। বৃথা সময় ও লোকক্ষয় না করে এখনই তো খুন করা যায় ?

সুজা। মূর্খ হামিদ খাঁন। আমি যোদ্ধা। পেছন থেকে ছুরি মারা গুণ্ডা নই।

হামিদ। কিন্তু—

সুজা। যাও, শিবিরে গিয়ে অপেক্ষা কর। মনে রেখো, আমার হুকুম তামিল না করলে—কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা। যাও।

হামিদ। ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি, জনাব। সেলাম। (স্বগত) এবারও পরাজয়। দেখি, শেষ কোথায়।

[চলিয়া গেল।

সুজা। শুনুন রাজা! আপনার বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখেছি—আপনি নির্দোষ। কিন্তু উপায় নেই। নবাবের হুকুম—আপনাকে বন্দী করে নিয়ে যেতেই হবে।

লক্ষ্মী। নির্দোষী জেনেও ?

সুজা জী! আপনি ইচ্ছা করলে বিনা যুদ্ধে—আমার বশ্যতা স্বীকার করতে পারেন।

লক্ষ্মী। প্রাণ থাকতে নয়।

সুজা। তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।

[চলিয়া যাইতেছিল।

লক্ষ্মী। দাঁড়ান! আমার একটা আরজী আছে।

সুজা। বলুন।

লক্ষ্মী। অযথা লোকক্ষয় না করে আপনার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাই।

সুজা। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ! জানেন, আমার সঙ্গে তলোয়ারে লড়তে পারে—এমন শক্তিমান বাংলায় দ্বিতীয় নেই।

লক্ষ্মী। এখনো তা প্রমাণ হয়নি।

সুজা। তার অর্থ?

লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীনারায়ণকে পরাজিত করে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখুন উজীর সাহেব।

সুজা। আমি সম্মত।

লক্ষ্মী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমি জয়ী হই?

সুজা। পরাজয় স্বীকার করে আপনাকে সেলাম জানিয়ে ফিরে যাবো। কিন্তু যদি আপনি পরাজিত হোন?

লক্ষ্মী। আপনার আমি গোলাম হবো।

সুজা। সাবাস! তাহলে মোবারক!

লক্ষ্মী। সেলাম!

[চলিয়া গেল।

সুজা। যাও রাজা, প্রস্তুত হও। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যদি জয়ী হও ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে। আর যদি পরাজিতও হও, তবু—ওগো সাচ্চা মানুষ, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো—তোমার বিন্দুমাত্র অসম্মান আমি হতে দেবনা।

পুরুষবেশে সজ্জিত আশমান আসিল। তাহার মাথায় পাগড়ী, গালে দাড়ি, কটিতে তরবারি।

আশমান। কাকে জিজ্ঞাসা করি? কেমন করে সন্ধান পাই নবাব সেনাপতির!

সুজা। নবাব সেনাপতিকে সন্ধান কর—কে তুমি যুবক?

আশমান। আপনি কে?

সুজা। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আশমান। জী না। না জেনে শুনে যাকে তাকে আমি পরিচয় দেই না।

সুজা। (হাসিয়া) যাকে তাকে নয়—যুবক। আমিই নবাব সেনাপতি উজিরে-আজম।

আশমান। আপনি! সেলাম। বহুৎ বহুৎ সেলাম।

সুজা। খোদা হাফেজ! বল, কে তুমি?

আশমান। আমি মহামান্য পীর শাহজামালের কন্যা—শাহাজাদী আশমানের খাস বান্দা।

সুজা। একটা বান্দা এত সুন্দর!

আশমান। কেন? বান্দা কি মানুষ নয়?

সুজা। না—না, আমি ঠিক তা বলছি না।

আশমান। থাক্ মিঞা থাক্! গরীবকে যে বড়লোকেরা মানুষ বলেই মনে করেনা—সে আমি অনেক দেখেছি।

সুজা। বান্দা!

আশমান। শুনুন, শাহাজাদীর দূত হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।

সুজা। কেন?

আশমান। শাহাজাদীর বিশ্বাস—নবাব সেনাপতি নফর হলেও অমানুষ নন।

সুজা। তারপর?

আশমান। তাই তিনি আশা করেন—আপনি মেহেরবাণী করে মুর্শিদাবাদ ফিরে যাবেন।

সুজা। ফিরে নিশ্চয়ই যাবো—তবে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে।

আশমান। কেন—কেন? বিশাল সুবে বাংলার এক নিভৃত কোনে শাহাজাদী যে মহব্বতের সংসার পেতেছেন—কেন আপনি তাতে বাজের আঘাত হানবেন? কি তাদের অপরাধ?

সুজা। রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি কৌশলে শাহজাদীকে আটকে রেখেছেন। আমি এসেছি তাঁকে উদ্ধার করতে।

আশমান। ভুল।

সুজা। ভুল?

আশমান। হ্যাঁ ভুল। শাহাজাদী রাজাকে জানের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। তিনি স্বেচ্ছায় রাজাকে বরণ করেছেন।

সুজা। যুবক!

আশমান। একটা মিথ্যা সংবাদের ওপর ভিত্তি করে—আপনাদের এই আক্রমণ, সে কি অন্যায় নয়? শাহাজাদীর মহব্বতের বেহেস্তে আপনার এই আঘাত, সে কি পাপ নয়?

সুজা। পাপ-পুণ্য ন্যায় অন্যায় বিচারের মালিক তো আমি নই যুবক! আমি নফর। নবাবের হুকুম তামিল করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

আশমান। তাহলে ফিরে আপনি যাবেন না?

সুজা। না। তা আমি পারিনা। সত্য হোক—মিথ্যা হোক, রাজাকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যেতেই হবে।

আশমান। আর চির হিন্দুদ্বেষী নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর হাতে তাঁর হবে পৈশাচিক নির্য্যাতন। না—না, আপনি দয়া করুন। মেহেরবাণী করে আপনি ফিরে যান। একটা সাচ্চা নির্দোষ মানুষকে আপনি বাঁচতে দিন—বাঁচতে দিন!

সুজা। বান্দা!

আশমান। অকারণে শাহাজাদীকে আপনি নিঃস্ব করবেন না!

সুজা। শাহাজাদী নিঃস্ব হবে?···বান্দা!

আশমান। মনে করুন শাহাজাদী আপনার বহিন।

সুজা। বহিন?

আশমান। আর আপনি তার ভাই। আমি নতজানু হয়ে আপনার কাছে শান্তি ভিক্ষা করছি।

(আশমান নতজানু হইল। তাহার চোখে জল।)

সুজা। একি। তোমার চোখে জল! একটা সামান্ত বান্দা তুমি—তোমার বুকে এত মহব্বৎ! আশ্চর্য্য!

আশমান। আশ্চর্য্য নয় উজিরে-আজম। এই বুঝি বাংলার মাটির ধর্ম্ম! দয়া করুন—ত্বঃখিনী শাহাজাদীকে আপনি দয়া করুন!

সুজা। ওঠ বহিন!

আশমান। বহিন?

সুজা। (হাসিয়া) জী! তোমার ছদ্মবেশ আমাকে প্রতারিত করলেও—ঐ চোখের জল আমাকে ভুল বোঝাতে পারেনি।

আশমান। উজিরে-আজম!

সুজা। না—না, উজিরে-আজম নয়! বল ভাই। ওগো বহিন! হুকুমের গোলাম হলেও আমি খোদার নামে কসম করছি—নবাবের যদি বিরাগ ভাজন হতেও হয়—তবু আমার বহিনের খসমকে আমি নিশ্চয় সসম্মানে রক্ষা করবো।

আশমান। যদি আপনার বিপদ হয়?

সুজা। সে বিপদ আমি মাথায় তুলে নেব। কেন জান? খোদার ত্বনিয়ায়—এতবড় মহব্বতের বুকে ছুরি চালাতে আমি পারবো না—পারবো না। সেলাম বহিন—সেলাম। [চলিয়া গেল।

আশমান। এই উজিরে-আজম। খোদা, তুমি সত্য মেহেরবান। তাই কঠিন যোদ্ধার বুকেও এত মহব্বৎ দিয়েছে।

[চলিয়া যাইতেছিল।

পুনঃ লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। উজিরে-আজম! উজিরে-আজম! কে? কে তুমি?

(আশমান ঘুরিয়া দাঁড়াইল। যাহাতে রাজা তাহার মুখ সহজে দেখিতে না পায়।)

আশমান। তাতে আপনার প্রয়োজন?

লক্ষ্মী। এখানে উজিরে-আজম ছিলেন না?

আশমান। কেন? তাঁকে কি দরকার?

লক্ষ্মী। আমার বিশেষ প্রয়োজন।

আশমান। তাহলে আরজী পেশ করুন।

লক্ষ্মী। তোমার কাছে?

আশমান। তুমি নয়—আপনি বলুন। কারণ আমিই উজিরে-আজম।

লক্ষ্মী। তুমি মানে—

আশমান। আপনি।

লক্ষ্মী। আপনি মানে—

আশমান। উজিরে-আজম।

লক্ষ্মী। সেকি! উজিরে-আজমের সঙ্গে যে আমি কিছুক্ষণ আগে—

আশমান। প্রলাপ বকে গেছেন।

লক্ষ্মী। প্রলাপ?

আশমান। জী !…ধাপ্‌পা—বুঝলেন ধাপ্‌পা !

লক্ষ্মী। ধাপ্‌পা !

আশমান। জরুর। আমারই অধীনস্থ কোন সেনানায়ক আপনাকে উজিরে-আজম সেজে ধাপ্‌পা দিয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। তাই নাকি ! কিন্তু—

আশমান। ওসব কিন্তু টিন্তু রাখুন। শীগ্‌গীর বলুন কি আরজী ?

লক্ষ্মী। আপনাকে ?

আশমান। কেন, পছন্দ হলোনা বুঝি ?

লক্ষ্মী। তা অনেকটা তাই বটে।

আশমান। কেন ?

লক্ষ্মী। আপনাকে দেখে পুরুষ মনে না হয়ে নারী বলেই—

আশমান। ভুল হয়। তা অনেকেরই হয়। মুখখানা আমার খুব কচি-কচি—আর সুন্দর কিনা……

লক্ষ্মী। সত্যি সুন্দর। এত সুন্দর কিন্তু আগে দেখিনি।

আশমান। তার মানে ? আপনি কি আগেও আমাকে দেখেছেন নাকি ?

লক্ষ্মী। তাই তো মনে হয়।

আশমান। বলেন কি ?

লক্ষ্মী। তবে তখন তার এই দাড়ি আর পাগড়ী ছিলনা।

(হঠাৎ পাগড়ী ও দাড়ি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।)

আশমান। রাজা !

লক্ষ্মী। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কি নকল উজীরে-আজম ! এবার তোমাকে—

(হাত ধরিল)

আশমান। আঃ! ছাড়—ছাড়! লোকে দেখবে যে!

লক্ষ্মী। দেখুক। দেখে তারা জানুক, শাহাজাদী আশমান শুধু মালা গাঁথতেই জানে না—যুদ্ধও জানে।

(তরবারি টানিয়া লইল।)

আশমান। আমি মানে—আমি দেখতে এসেছিলাম।

লক্ষ্মী। কি?

আশমান। তোমার যুদ্ধের প্রস্তুতি।

লক্ষ্মী। কি দেখলে?

আশমান। যুদ্ধে তোমার জয় হবে।

লক্ষ্মী। তা হবেনা? আমার কত সৈন্য—কত দুর্গ—কত হাতিয়ার! আমার জয় হবে না তো হবে কার।

আশমান। বিশ্বাস হলো না বুঝি। ঠিক আছে—তুমি দেখ নিও, তোমার মহব্বতের কাছে—নবাবী সৈন্য নিশ্চয় হেরে যাবে।

লক্ষ্মী। তুমি যদি এই বেশ নিয়ে আমার পাশে থাক, তাহলে হয়তো রূপ দেখে নবাবী সৈন্যের হাতিয়ার মাটিতে পড়ে যাবে।

আশমান। এই—এই, খবরদার বলছি। যা তা বলো না। তাহলে আমি তোমায়—

লক্ষ্মী। আরো বেশী করে ভালোবাসবে। এই তো?

আশমান। (বুকে মাথা রাখিয়া) যাঃ! অসভ্য কোথাকার!

লক্ষ্মী। আশমান!

আশমান। কি, রাজা?

লক্ষ্মী। সম্মুখে আমার কঠিন পরীক্ষা। যদি জয়ী হতে পারি—তাহলে তোমার এই মহব্বতের আমি নিশ্চয়ই প্রতিদান দেব।

আশমান। রাজা!

লক্ষ্মী। আর যদি পরাজিত হই—তাহলে হয়তো আমাদের এই শেষ সম্ভাষণ।

[চলিয়া গেল।

আশমান। না—না, তা হবে না। আমার মন বলছে তুমি নিশ্চয় জয়ী হবে। নিশ্চয় জয়ী হবে। আমার ভাই তার বহিনের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই রাখবে।

[চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ।

বাংলার মানচিত্র হাতে উদ্‌ভ্রান্ত মুর্শিদিকুলি খাঁ আসিল।

মুর্শিদ। সুবে বাংলার মানচিত্র। এই মুর্শিদাবাদ। এই বহু দূরে কাগমারী পরগণা। সারা বাংলা দেশে মুর্শিদকুলিখাঁর ইসলামের বিজয় রথ—দলে পিষে চলে গেছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত দেহ...(সহসা উত্তেজিত হইয়া) একি—একি! এ যে কংকাল। আমার চারিদিকে অসংখ্য কংকাল। নিঃশ্বাসে তাদের বিষ। দৃষ্টিতে দোজাকের আগুন, পদতলে লাখো লাখো কবর। আমাকে গ্রাস করলে, আমাকে পুড়িয়ে মারলে, আমাকে বিষের সাগরে ডুবিয়ে দিলে। না—না, না—ন। (সিংহাসনে পড়িয়া গেল।) ভীত কণ্ঠে কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর। আঃ—আঃ!

(দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ফকির বেশী শাহ জামাল আসিল।

শাহ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ।

মুর্শিদ। (ভাবা বেগে সভয়ে) না না, আমি যাব না—আমি যাব না। এ দুনিয়া থেকে আমি যাব না।

শাহ্। মৃত্যুকে এত ভয়?

মুর্শিদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভয়—বহুৎ বহুৎ ভয়।

শাহ্। অথচ এই মৃত্যুই তুমি কারণে অকারণে বহু মানুষকে দিয়ে এসেছ?

মুর্শিদ। কসুর করেছি—কসুর করেছি। তুমি এই কংকালদের সরিয়ে দাও। ইয়া আল্লা।

শাহ্। ওরা কারা জান?

মুর্শিদ। কারা?

শাহ্। যাদের তুমি—ইসলামের নামে পীড়ন করেছ, যাদের তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিয়েছ। ও কংকাল তাদের।

মুর্শিদ। ওদের সরিয়ে নাও—সরিয়ে নাও।

শাহ্। সুদর্শন রায়ের মৃত্যু না হলে ওরা তো যাবে না!

মুর্শিদ। সুদর্শন রায়!

(চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহাচ্ছন্ন ভাবটা দূর হইল।)

কে? কে তুমি?

শাহ্। ফকির।

মুর্শিদ। ফকির! খোদার পেয়ারের বান্দা। আমাকে বাঁচান ফকির সাহেব, আমাকে বাঁচান।

শাহ্। নিজেকে নিজে বাঁচাতে না জানলে, কেউ বাঁচাতে পারে না, নবাব।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

শাহ্। আপনি নিজে নিজেকে হত্যা করেছেন নবাব।

মুর্শিদ। আমি?

শাহ্। হ্যাঁ, আপনি! জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে—রুদ্ধ আক্রোশে

আপনি সুদর্শন রায়কে যতটা আঘাত করেছেন—তার প্রতিটি আঘাত আপনাকেই ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

মুর্শিদ। যা কেউ জানে না, আপনি—আপনি কি করে তা জানলেন ?

শাহ। আপনিই সারা দুনিয়াকে ডেকে চোখে আঙুল দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন।

মুর্শিদ। মিথ্যা কথা। আমি সুদর্শন রায়কে কবরে চাপা দিয়ে রেখেছি।

শাহ। তাই তো কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে লক্ষ লক্ষ সুদর্শন রায়ের জীবন্ত কংকাল।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

শাহ। সবই বুঝেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি—কেন আপনি সুদর্শন রায়কে কবর দিতে গেলেন ?

মুর্শিদ। সে এক অব্যাক্ত কাহিনী। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি সিদ্ধ পুরুষ। তাই যে কথা কাউকে বলিনি, আজ আপনাকে বলে আমি ভার মুক্ত হতে চাই। করবেন আমাকে সাহায্য ?

শাহ। যদি শান্তি পান, যদি ভার মুক্ত হন, আমি শুনবো আপনার কাহিনী।

মুর্শিদ। বুঝি কাহিনী নয়—বুঝি দুঃস্বপ্ন। নিষ্পাপ এক ব্রাহ্মণ সন্তান—দৈবক্রমে একদল আরব দস্যুর কবলে পড়ে যায়। সাতদিন উপোবাসের পর দৈহিক যন্ত্রণা সইতে না পেরে সেই—ব্রাহ্মণ সন্তান বাধ্য হয় নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করতে।

শাহ। তারপর ?

মুর্শিদ। তারপর সে যখন মুক্ত হয়ে তার আত্ম-পরিজনের কাছে ফিরে গেল, সৎসাহসে ভর করে সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলো—তখন কি হলো জানেন?

শাহ। কি?

মুর্শিদ। হিন্দুসমাজের দুয়ার তার কাছে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

শাহ। তাজ্জব!

মুর্শিদ। আরও তাজ্জব ফকির সাহেব, তার পিতা মাতা স্ত্রী, এমন কি তার বাচ্ছা ছেলেটাও তাকে অস্বীকার করলো।

শাহ। অন্ধ গোঁড়ামীর কু-ফল।

মুর্শিদ। কিন্তু সেই কু-ফল ভক্ষণ করে সরল নিষ্পাপ বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সন্তান সুদর্শন রায়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একাগ্র সাধনায় হয়ে উঠলো—সুবে বাংলার হিন্দুত্রাস নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শাহ। নবাব!

মুর্শিদ। ফকির সাহেব—আপনিই বলুন, মুর্শিদ কুলিখাঁ যদি সেই সুদর্শন রায়কে বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন করাতে চেয়ে থাকে সেকি তবে অপরাধী?

শাহ। হ্যাঁ, অপরাধী।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

শাহ। তার উচিৎ ছিল—যাকে সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, সেই হিন্দু ধর্ম্মকে আঁকড়ে ধরে ফকিরী নেওয়া।

মুর্শিদ। কিন্তু সে তো হিন্দুধর্ম্মকে বিশ্বাস করেনা। সে যে পবিত্র ইসলামী।

শাহ। না।

মুর্শিদ। না?

শাহ। না। প্রকৃত ইসলামী অন্য ধর্ম্মকে আঘাত হানতে পারেনা।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

শাহ। ভেবে দেখুন নবাব, সুদর্শন রায় হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ইসলামী হতে গিয়ে—নিরালা নিভৃতে কত কেঁদেছে!

মুর্শিদ। না—না, সে কাঁদেনি—কাঁদেনি।

শাহ। কেঁদেছে, আজও কাঁদে। আজও তার মন—পুষ্পাঞ্জলী দেয় নারায়ণের পায়ে, আর মুখ উচ্চারণ করে নামাজের ছুরা।

মুর্শিদ। ফকির সাহেব—ফকির সাহেব, আমি আপনাকে কোতল করবো!

শাহ। তবু সত্য কখনো চাপা থাকবেনা। জিঘাংসাক্ষিপ্ত নবাব, আপনি যেমন আজীবন কাঁদছেন—যাদের আপনি জোর করে ইসলামী করেছেন—তাদের আত্মাও ঠিক এমনি করে কাঁদে। ইসলামের ভাল করতে গিয়ে—আপনিই করেছেন চরম ক্ষতি।

মুর্শিদ। হুসিয়ার—হুসিয়ার ফকির সাহেব। সম্মান দিয়েছি বলে ইমান বিক্রী করিনি।

শাহ। তাও করেছেন।

মুর্শিদ। তাও করেছি?

শাহ। হ্যাঁ। শাহজামালের দান-পত্র, স্বীকৃতি নামা পেয়েও কোন ইমানের ইজ্জত রাখতে সামান্য একটা তালুকদারের বিরুদ্ধে পাঁচহাজার সৈন্য প্রেরণ করেছেন?

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

শাহ। জবাব দিন—জবাব দিন, মুর্শিদকুলি খাঁ। যার দুর্গ নেই,

পাইক বরকন্দাজ লেঠেল ছাড়া যার একটিও সৈন্য নেই, তাকে দমন করতে কোন বুদ্ধিতে আপনি উজীরে-আজমকে প্রেরণ করেছেন? দিন জবাব দিন।

মুর্শিদ। চুপ্ রও বেয়াকুব। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কাউকে কৈফিয়ৎ দেয়না।

শাহ। কিন্তু আমাকে দিতে হবে। কারণ খোদার দরবারে আমি ফরিয়াদী আপনি আসামী।

মুর্শিদ। আমি আসামী?

শাহ। হ্যাঁ, আপনি আসামী। আমার ফরিয়াদের জবাব দিন। নইলে—

মুর্শিদ। নইলে?

শাহ। যা কোনদিন জীবনে করিনি আজ তাই করবো। পীর শাহজামাল শাহানশাহ আপনাকে অভিশাপ দেবে।

মুর্শিদ। আপনি—আপনিই সেই বিখ্যাত পীর শাহজামাল?

শাহ। হ্যাঁ।

মুর্শিদ। আপনার হিন্দু নায়েব আপনার কন্যাকে জোর করে সাদী করেনি?

শাহ। না। বরং আমিই তাকে জোর করে বাধ্য করেছি।

মুর্শিদ। ইন্‌সে আল্লা! আপনাকে ভুলিয়ে তালুকটা সে কেড়ে নেয়নি?

শাহ। না। বরং আমিই যা তাকে সানন্দে দিয়েছি, সে তা ফিরিয়ে দিতে উৎসুক।

মুর্শিদ। তাজ্জব—তাজ্জব। তাহলে আপনার ভাগ্‌নে হামিদ খাঁনের কথায় বিশ্বাস করে—

শাহ। শুধু অন্যায় নয়—এতক্ষণ হয়তো চরম সর্ব্বনাশ করে ফেলেছেন।

মুর্শিদ। পীর সাহেব!

শাহ। যদি নিরপরাধ মানুষের চোখের জলে ডুবে যেতে না চান, যদি পীর শাহজামালের দুঃখের কারণ না হতে চান, যদি আল্লার গজবে ভয় থাকে—তবে ছুটে আসুন—ছুটে আসুন নবাব কাগমারীর রণক্ষেত্রে, দেখে যান হিন্দু লক্ষীনারায়ণকে, বুঝে জান মানুষ ইসলামী হয় মন্দিরে গিয়ে নয়—সমজিদে গিয়ে নয়, মানুষ ইসলামী হয় মানুষের সেবায়, দুনিয়ার খেদমত করে।

[চলিয়া গেল।

মুর্শিদ। পীর সাহেব—পীর সাহেব—

গীতকণ্ঠে ফকির আসিল।

ফকির।— গীত :

বয়ে যায়।
লগ্ন বয়ে যায়।
সারা জীবনের পাপ মোচনের
লগ্ন বয়ে যায়॥

মুর্শিদ। ফকির সাহেব!

ফকির।— পূর্ব্ব গীতাংশ

হিন্দু মুসলিমের মুক্তি তীর্থ
পদ্মা যমুনা করে যেথা নৃত্য।
শাহজামালের সেই পুণ্য ভূমে—
মুক্তিকামী আয় চলে আয়॥

[চলিয়া গেল।

মুর্শিদ। যাব—, আমি সেই পুণ্য ভূমে নিশ্চয়ই যাব। ওরে কে আছিস দরদী বন্ধু, দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে ছুটে আয়। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ আবার নওজোয়ান হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাবে দুর্গম কান্তার মরু পার হয়ে পদ্মা যমুনা বিধৌত সেই শাহজামালের পুণ্য তীর্থে। সুদর্শন রায়! অপেক্ষা কর, তোমার নারায়ণের পায়ে—এই হবে ইসলামী মুর্শিদকুলি খাঁর শেষ রক্তাঞ্জলি।

[চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য ;

লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ীর একাংশ।

গভীর রাত্রি।

উন্মাদিনী রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী। ফিরে আয়—ফিরে আয় বাবা! আর তোকে তাড়িয়ে দেব না। সমাজের ভয়ে আর তোকে তিরস্কার করবো না! আয় বাবা আয়।

দ্রুতপদে দয়াময়ী আসিল।

দয়াময়ী। মা! (জড়াইয়া ধরিল) মাগো—

রাজলক্ষ্মী। কে রে? কে আমায় মা ডাকে? না—না, আমি কারো মা নই, আমি শুধু লক্ষ্মীনারায়ণের মা! ছাড়—ছাড়।

দয়াময়ী। মা!

রাজলক্ষ্মী। আঃ! তবু জড়িয়ে ধরে! তবু আমাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা! না—না, আর আমি বাঁধা পড়বো না। এবার আমি লক্ষ্মীর কাছে যাব।

দয়াময়ী। কোথায় যাবে মা? কোথায় যাবে? এতরাত্রে—এই অন্ধকারে—

রাজলক্ষ্মী। অন্ধকার! কোথায় অন্ধকার? দেখছিস্ না আমার লক্ষ্মী রাজা হয়েছে? কত আলো জ্বলছে? আমি দেখবো—আমি দেখবো।

দয়াময়ী। (হাত ধরিল) মা—মা!

রাজলক্ষ্মী। আঃ—তবু ছাড়ে না! তবে রে শয়তানী—আজ তোকে মেরেই ফেলবো।

(এলোপাথারী প্রহার।)

দয়াময়ী। কি কর—কি কর মা? আমি যে তোমার মেয়ে দয়াময়ী।

রাজলক্ষ্মী। আমার মেয়ে? হ্যাঁ—হ্যাঁ, ছিল বটে। যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে—আমার লক্ষ্মী চলে গেল। আর এলো না। ওরে দয়া, শুনছিস্—শুনছিস?

দয়াময়ী। কি?

রাজলক্ষ্মী। কান্না! আমার লক্ষ্মী—মা মা বলে কাঁদছে। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, আমি তার কাছে যাব। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—

রামনারায়ণ আসিল।

রাম। মা—মাগো।

রাজলক্ষ্মী। কে? ...লক্ষ্মী? আয় বাবা আয়। আর তোকে সমাজের ভয়ে ছেড়ে দেব না। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী।

(রামনারায়ণকে জড়াইয়া ধরিল।)

রাম। না মা, আমি লক্ষ্মী নই, রাম।

রাজলক্ষ্মী! রাম! তুই! কিন্তু তোর দাদা কোথায়? দাদা?

রাম। দাদাতো আসেনি?

রাজলক্ষ্মী। আসেনি! কেন?

দয়াময়ী। বারে তুমিই তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী। ওরে মায়ের মুখের কথাটাই তোরা শুনলি, মনটা একবার ফিরেও দেখলি না। না—না, লক্ষ্মী না আসে—আমিই তার কাছে যাব।

রাম। কোথায় যাবে মা? তোমার লক্ষ্মী কি আর তোমার আছে, সে যে পর হয়ে গেছে।

দয়াময়ী। কি বলছো দাদা!

রাজলক্ষ্মী। মিথ্যা কথা—সব মিথ্যা কথা। তোদের কথা আমি শুনবো না। আমি যাব। তার কাছে নিশ্চয়ই যাব।

রাম। মাকে জোর করে ঘরে নিয়ে চল দয়া। নইলে বাঁচানো যাবে না।

দয়াময়ী! তাই চল দাদা! মাকে জোর করেই ঘরে নিয়ে যাই।

(ধরিতে গেল।)

রাজলক্ষ্মী। না—না, আমি যাব—নিশ্চয়ই যাব। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—

[দ্রুত চলিয়া গেল।

রাম ও দয়াময়ী। মা—মাগো।

[উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাগমারী প্রাসাদ।

গভীর রাত্রি।

স্বপ্নোত্থিত আশমান আসিল।

আশমান। না—না—দেব না—আমি দেব না। ওগো, অমন করে আমার কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িও না। ও ভিক্ষা দিতে আমি পারবো না। না—না—কিছুতেই নয়।

দ্রুত গোপাল আসিল।

গোপাল। বউদি বউদি!

আশমান। য়্যাঁ! কে? ও গোপাল!

গোপাল। হ্যাঁ বউদি, তোমার চোখে জল কেন? ঘুমের ঘোরে অমন করে ছুটে এলে কেন?

আশমান। ঘুমের ঘোর! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখলাম?

গোপাল। স্বপ্ন?

আশমান। না—না, বুঝি বাস্তব—বুঝি নির্ম্মম কর্ত্তব্যের ছায়াময় ইঙ্গিত।

গোপাল। বউদি!

আশমান। জানিস ভাই, আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম—এক বিষণ্ণ বিধুরা দেবীমূর্ত্তি আমার সম্মুখে এসে ভিক্ষা পাত্র তুলে ধরলে!

গোপাল। ভিক্ষা?

আশমান। হ্যাঁ, ভিক্ষা! কি ভিক্ষা চায় জানিস?

গোপাল। কি!

আশমান। ভিক্ষা চায় তোর দাদাকে!

গোপাল। (আর্ত্তকণ্ঠে) বউদি!

আশমান। ভয় নাই। আমি তাকে ভিক্ষা দেই নি! ভিক্ষা তাকে দেব না। দিতে আমি পারি না।

গোপাল! না—না, অমন ভিক্ষা তুমি দিও না। তাহলে যে তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে।

আশমান। গোপাল! ওরে তুই চুপ কর—তুই চুপ কর। আমার ভয় করছে!

গোপাল। কিন্তু বউদি, দাদা তো এখনো ফিরে এলো না!

আশমান। দেশের দুয়ারে শত্রু। কর্ম্মব্যস্ত তোর দাদার ফেরার কি কোন ঠিক আছে। যা তাই, তুই ঘুমুগে।

গোপাল। দাদা এলে আমায় কিন্তু ডেকে দিও। আজ দাদাকে আমি খুব বকবো!

[গোপাল চলিয়া গেল।

আশমান। সরল শিশু! আমার জন্য ওর যেন চিন্তার শেষ নেই। কিন্তু ও জানে না যে আমারই জন্য আজ ওর দাদার এই অশান্তি।

সহসা রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। (খুব ধীরে ধীরে কথা বলিতেছে।) যদি বুঝে থাক— তবে তার প্রতিকার কর।

আশমান। কে? একি! এ যে সেই চোখ সেই মূর্ত্তি। কে— কে আপনি?

রাজলক্ষ্মী। আমায় চেন না?

আশমান। (ভীতকণ্ঠে) না—না।

রাজলক্ষ্মী। অথচ আমারই বুকের সম্পদ কেড়ে নিয়ে তুমি আজ রাজরাণী, আমি ভিখারিণী!

আশমান। কে—কে আপনি? স্পষ্ট করে বলুন, কে আপনি?

রাজলক্ষ্মী। যার মানিক তুমি কেড়ে নিয়েছ—আমি সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের মা!

আশমান। (ধরিতে গেল) মা!

রাজলক্ষ্মী। ছুঁয়ো না। ছুঁতে পারবে না। আমি এসেছি তোমাকে শুধু দুটো প্রশ্ন করতে।

আশমান। বলুন।

রাজলক্ষ্মী। তোমার এত ঐশ্বর্য্য থাকতে এমন কি অভাব হয়েছিলো—যার জন্য দুঃখিনীর সম্বলকে তুমি কেড়ে নিয়েছ?

আশমান। আমি কেড়ে নিয়েছি আপনার পুত্রকে!

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ তুমি! কিন্তু এই কি তোমার উচিত? নিজে সুখী হবে বলে অন্যের বুকে—একটা গোটা পরিবারের বুকে, আঘাত হানতে তোমার বিবেকে একটু বাধলো না।

আশমান। মা!

রাজলক্ষ্মী। তোমার স্বার্থের জন্য আজ লক্ষ্মীনারায়ণের মা কাঁদছে, বোন কাঁদছে, লক্ষ্মীনারায়ণ স্বয়ং কাঁদছে।

আশমান। বলুন—বলুন মা, কি করলে আপনি সুখী হোন। আমি তাই করবো।

রাজলক্ষ্মী। বড় দেরী হয়ে গ্যালো। আজ আমার সুখের প্রশ্নের চেয়ে তোমার স্বামীর সুখটাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই আমি চাই তোমার স্বামীকে রক্ষা করো—সুখী করো।

আশমান। মা! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, জীবন দিয়েও আপনার পুত্রকে আমি সুখী করবো।

রাজলক্ষ্মী। আমি নিশ্চিন্ত। আশীর্বাদ করি—ভোগে নয়—ত্যাগের হোমানলে শুদ্ধ হয়ে তুমি স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হও বউমা—স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হও।

আশমান। বউমা! আমাকে বউমা বলে স্বীকার করলেন?

রাজলক্ষ্মী। অনেক আগেই করেছি। শুধু বলতে পারিনি সমাজের ভয়ে।

আশমান। মা!

রাজলক্ষ্মী। যাবার আগে শেষ বারের মতো তোমাকে আবার প্রাণ ভরে "বউমা" বলে ডেকে গেলাম!

আশমান। এতরাত্রে কোথায় যাবেন?

রাজলক্ষ্মী। অনেক—অ—নে—ক দূ—রে।

[ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আশমান। মা! মা! শুনুন—শুনুন! নাঃ, চলে গেল। কিন্তু আমি এখন কি করি? শাশুড়ীর শেষ আদেশ "স্বামীকে সুখী করো।" কি করে তা সম্ভব? যে মানুষ ঘুমের ঘোরে 'মা-মা' বলে কেঁদে ওঠে—তাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে না দিলে সে তো সুখী হবে না! হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই দেব। আমি তো 'বউ' বলে স্বীকৃতি পেয়েছি। তবে আর কেন? এই অমৃতঃ টুকু বুকে নিয়েই আমি চলে যাবো। মা ফিরে পাক সন্তানকে। সুখী হোক আমার স্বামী, তাঁর ধর্মে—তাঁর সমাজে—তাঁর আত্ম পরিবেশে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হোক—তাই হোক। আমার আত্মবলি নিয়েই স্বার্থক হোক আমার সাচ্চা মহব্বৎ। (বিষ পান করিল।)

মুসলিম পোষাকে সজ্জিত লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। আশমান! আশমান! আর আমাদের মিলনের মধ্যে কোন বাধা নেই। আজ আমি এইমাত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে এসেছি।

আশমান। কি? কি করেছ?

লক্ষ্মী। তোমার জন্য আমি কলমা পড়ে এইমাত্র মুসলমান হয়ে এসেছি!

আশমান। মুসলমান হয়েছ! আঃ…

(টলিয়া পড়িতেছিল।)

লক্ষ্মী। আশমান!

(লক্ষ্মীনারায়ণ আশমানকে ধরিয়া ফেলিল।)

আশমান। কি করেছ! কি করেছ! যে অনিবার্য্য গতিকে রুদ্ধ করার জন্য আমি বিষ খেলাম—তা ব্যর্থ করে দিলে!

লক্ষ্মী। বিষ খেয়েছ!

আশমান। হ্যাঁ। তোমার মা এসেছিলেন কি না—

লক্ষ্মী। মা! এত রাত্রে? কোথায়?

আশমান। এই ঘরে, এইখানে।

লক্ষ্মী। আশমান।

আশমান। তিনি আমাকে 'বউমা' বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তাই এ ভাবে মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। তুমি সুখী হও! আঃ।

লক্ষ্মী। আশমান! আশমান!

আশমান। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল। মা, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মাতৃবিয়োগের চিহ্ন অঙ্গে, রামনারায়ণ আসিল।

রাম। মা তোমায় ক্ষমা করে গেছেন, বউদি।

লক্ষ্মী। রাম।

আশমান। দেবর। তোমার এ বেশ কেন?

রাম। মা নেই!

লক্ষ্মী ও আশমান। মা নেই!

রাম। না। গতরাত্রে এমনি সময়ে মা চলে গেছেন।

লক্ষ্মী। রাম!

আশমান। কি বল্লে? গতরাত্রে রাত্রে মা মারা গেছেন!

রাম। হ্যাঁ বউদি।

আশমান। কিন্তু—তিনি যে কিছুক্ষণ আগেই এখানে এসেছিলেন!

রাম ও লক্ষ্মী। তা কি করে সম্ভব?

আশমান। বুঝেছি—আমি বুঝেছি। সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়ের বিদেহী আত্মা—এমনি করেই আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আঃ! আঃ!

রাম। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউদি?

লক্ষ্মী। ও বিষ খেয়েছে।

রাম। বিষ!

আশমান। না—না, অমৃত। এবার পায়ের ধূলো আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ কর স্বামী। পরজন্মে যেন এমনি ভাবে তোমাকে হারাতে না হয়। আঃ......খোদা!

(আশমান মৃত্যুমুখে চলিয়া পড়িল, লক্ষ্মীনারায়ণ চীৎকার করিয়া উঠিল।)

লক্ষ্মী। আশমান! আশমান!

রাম। বউদি! বউদি!

লক্ষ্মী। আর কথা বলবে নারে রাম, ও আর কথা বলবে না। বিশ্বের সমস্ত বিষ একা পান করে আমাদের দিয়ে গেল অমৃত। ওঃ! কি আমার নির্ম্মম ভাগ্যলিপি।

রাম। দাদা!

লক্ষ্মী। চুপ! তোর বউদি ঘুমিয়েছে। চল—একে নিয়ে শীতল ভূমি শয্যায় শুইয়ে রেখে আসি। এমন ভাবে রাখবো—যাতে জাতিভেদের এই কোলাহল তোর বউদির কানে না পৌছায়!

(আশমানের মৃতদেহ তুলিয়া লইল।)

রাম। কোথায় যাবে দাদা?

লক্ষ্মী। বেশী দূরে নয় ভাই। যে ফুল বাগিচায় একদিন ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো, সেই বাগিচার শেফালী তলায় ওকে আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসবো।

[আসমানকে লইয়া চলিয়া গেল।

রাম। অনন্ত আকাশের লক্ষ কোটি যোজন দূরে অনিমেষ নেত্রে যে তারকা শ্রেণী চেয়ে আছে এই বিপুলা ধরিত্রীর পানে, তারা সাক্ষী রইল এই সকরুণ ইতিহাসের।

[চলিয়া গেল।

———

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

সশস্ত্র সুজাউদ্দৌলা আসিল।

সুজা। সূর্য্য উঠেছে। আমাদের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখার জন্য সমগ্র পরগণা জেগে উঠেছে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে আমার দীপ্ত পৌরুষ। ভেবে পাচ্ছি না—কেমন করে অমন একটা মহাপ্রাণের মাথার ওপর আমি অস্ত্র তুলে ধরবো। না—না, তা আমি পারবো না।

হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। পারতেই হবে। জবান দিয়েছেন—জবান রাখতে হবে।

সুজা। কি করে রাখবো? আমি যে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি!

হামিদ। দুর্ব্বলতা জয় করুন। নইলে দুষমণের হাতে আপনার যে পরাজয় হবে।

সুজা। দুষমণ! কে দুষমণ? লক্ষ্মীনারায়ণ? না—না, হামিদ খাঁন—লক্ষ্মীনারায়ণ কারো দুষমণ নয়। সারা জাহানের সে দোস্ত।

হামিদ। বুঝলাম—যুদ্ধ শেষ!

সুজা। শেষ?

হামিদ! হ্যাঁ শেষ। আপনার পরাজয়—আমার শেষ আশার সমাধি!

সুজা। হামিদ খাঁন!

হামিদ। যান—যান উজিরে-আজম। শিবিরে ফিরে যান।

কলিজায় বেইমানীর বীজ লুকিয়ে রেখে যুদ্ধের অভিনয় করতে হবে না।

সুজা। হুঁসিয়ার হামিদ খাঁন। দ্বিতীয়বার ঐ বেইমানী শব্দ উচ্চারণ করলে আমি তোমাকে কোতল করবো।

হামিদ। আশ্রিত দুর্ব্বলকে কোতল করতে সবাই পারে। কিন্তু প্রবল শক্তির সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা অনেকেরই নেই।

প্রতাপরুদ্র আসিল।

প্রতাপ। আমাদের রাজার আছে।

হামিদ। প্রতাপরুদ্র!

প্রতাপ। অনিবার্য্য কারণে রাজার আসতে একটু দেরী হলো। সে জন্য আমরা লজ্জিত।

সুজা। দেরী হওয়ার কারণ?

প্রতাপ। গতরাত্রে তাঁর স্ত্রী শাহাজাদী মৃত্যু বরণ করেছেন।

সুজা ও হামিদ। সেকি।

প্রতাপ। শুধু তাই নয়—গত পরশু রাত্রে মাকেও তিনি হারিয়েছেন।

হামিদ। লোভের পরিনাম! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

সুজা। চুপ রও—চুপ রও, বে-শরম। একজনের এতবড় দুঃখে দাঁত বার করে হাসতে তোমার শরম হয় না হামিদ খাঁন!

হামিদ। না। শত্রুর জন্য আমার কোন অনুকম্পা নেই।

সুজা। কিন্তু আমার আছে। যান, রাজাকে গিয়ে বলুন—যুদ্ধ হবে না।

প্রতাপ ও হামিদ। যুদ্ধ হবে না?

সুজা। না। রাজাকে বলবেন—বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে উজিরে-আজম ভয়ে মুর্শিদাবাদ পালিয়ে গেছে।

প্রস্তর কঠিন মূর্ত্তি অতি সাধারণ বেশে লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল। হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

লক্ষ্মী। সে সুযোগ আমি আপনাকে দেব না।

সকলে। রাজা!

লক্ষ্মী! অস্ত্র ধারণ করুন! আমি যুদ্ধ করবো।

সুজা। না। আপনার এ অবস্থায় আমি যুদ্ধ করবো না।

লক্ষ্মী। করতেই হবে। কারো দয়ায় আমি জীবন রক্ষা করবো না।

প্রতাপ। উজির আজমেরে-কথা আপনি রাখুন!

লক্ষ্মী। না।

সুজা। আপনি শোকে দুর্ব্বল।

লক্ষ্মী। শোকে আমি দুর্ব্বার।

প্রতাপ। আপনি অপ্রস্তুত।

লক্ষ্মী। এত প্রস্তুত আমি কোন দিনই ছিলাম না।

সুজা। আপনার দেহে বর্ম্ম কই?

লক্ষ্মী। পৃথিবীর সব চেয়ে দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আমি সজ্জিত।

সুজা। রাজা!

লক্ষ্মী। কথা নয়—যুদ্ধ করুন।

হামিদ। যুদ্ধ করুন, উজিরে-আজম! নবাবের হুকুম পালন করুন।

সুজা। না। আমি মুর্শিদাবাদ ফিরে যাবো।

লক্ষ্মী। কাপুরুষ!

সুজা। রাজা!

লক্ষ্মী। শুধু কাপুরুষ নও, বেইমান।

সুজা। হুঁসিয়ার হিন্দু!

(সুজা ক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ করিল।)

হামিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দ্রুত ইসমাইল আসিল।

ইসমাইল। পীর সাহেব আসছেন—পীর সাহেব আসছেন।

সকলে। কোথায়?

ইসমাইল। ঐ নদীর বাঁকে তাঁর নৌকা ভীড়েছে।

লক্ষ্মী। ভিড়ুক। চালাও যুদ্ধ।

হামিদ। আর সময় নেই। শেষ চেষ্টা।

(অতর্কিতে লক্ষ্মীনারায়ণকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত। ইসমাইল "কি কর ?) কি কর" বলিয়া মাঝখানে ছুটিয়া আসিল। ছুরি ইসমাইলের বক্ষভেদ করিল।)

হামিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ইসমাইল। আঃ—

(পড়িয়া গেল। প্রতাপ ইসমাইলকে ধরিল।)

সকলে। ইসমাইল!

ইসমাইল। আদাব—রাজা, আবাদ। নিজের জান দিয়েও আপনাকে রক্ষা করতে পেরেছি এ আমার বহুৎ ভাগ্য! আঃ!

সকলে। ইসমাইল!

ইসমাইল। সেলাম—ভাইসব সেলাম। সেলাম আমার সোনার বাংলা সেলাম।

[টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

সুজা। হামিদ খাঁন—হামিদ খাঁন কোথায়?

প্রতাপ। শয়তান পালিয়েছে।

সুজা। না—না, পালাতে দিও না। তাকে বন্দী কর! হাজার আসরফী ইনাম দেব।

প্রতাপ। ইনামের লোভে নয়—উজীর সাহেব, আমি তাকে ধরবো—দেশদ্রোহিতার শাস্তি দিতে।

[চলিয়া গেল।

সুজা। রাজা!

লক্ষ্মী। অস্ত্র ধরুন। কোন কারণেই আমি নিবৃত্ত হবো না।

সুজা। কিন্তু আমি যে বহিনের কাছে প্রতিশ্রুত—আপনাকে রক্ষা করবো!

লক্ষ্মী। বহিন! কে বহিন?

সুজা। আপনার স্ত্রী, শাহাজাদী!

লক্ষ্মী। শাহজাদী!

সুজা। পুরুষের বেশে আমায় ভাইজান বলে স্বীকৃত আদায় করে নিয়ে গেছে।

লক্ষ্মী। ওঃ। আশমান। এত মহবৎ ছিল তোমার বুকে?

সুজা। রাজা—আপনি ফিরে যান।

লক্ষ্মী। (রুদ্ধকণ্ঠে) কার কাছে যাবো? উজিরে-আজম আজ যে আমি সর্ব্বহারা।

সুজা। আপনি স্থির হোন!

লক্ষ্মী। না—না, আমি অস্থির—আমি ঝঞ্ঝা, ধ্বংস—ধ্বংস চাই।

(প্রচণ্ডবেগে সুজাকে আক্রমণ করিল। সুজা বাধ্য হইয়া প্রতিহত করিতে লাগিল।)

সুজা। রাজা!

লক্ষ্মী। কথা নয়—কথা নয়, যুদ্ধ—শুধু আজীবন যুদ্ধ।

পাঞ্জা হাতে দ্রুত শাহজামাল আসিল।

শাহ। না না, যুদ্ধ নয়—সন্ধি। এই দেখ নবাবের পাঞ্জা

সুজা। নবাবের পাঞ্জা!

(অসি নামাইয়া কুর্ণিশ করিল।)

লক্ষ্মী। মানি না আমি পাঞ্জা। স্বীকার করি না নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে!

শাহ। রাজা!

লক্ষ্মী। হজরৎ!

শাহ। শান্ত হও রাজা। আমি শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছি! আর কেন? অস্ত্র নামাও।

সুজা। জাঁহাপনা কোথায়?

শাহ। ঐ অদূরে লৌহজঙ্গ নদীর তীরে শিবির ফেলেছেন।

সুজা। আপনি রাজাকে নিয়ে আসুন। আমি জাঁহাপনাকে সেলাম জানাতে চাই।

[চলিয়া গেল।

শাহ। চল রাজা!

লক্ষ্মী। কোথায় জাঁহাপনা?

শাহ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কাছে।

লক্ষ্মী। জিঘাংসু মুর্শিদকুলি খাঁ?

শাহ। না—অনুতপ্ত মুর্শিদকুলি খাঁ। তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে এসেছেন তোমার কাছে।

লক্ষ্মী। কিন্তু জাঁহাপনা! বড় দেরী হয়ে গেল!

শাহ। দেবী!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ দেবী। ভাগ্যের বিদ্রূপে আশমান আজ পরপারে!

শাহ। আশমান নেই! ওঃ খোদা!

লক্ষ্মী! হজরৎ!

শাহ। (রুদ্ধকণ্ঠে) ওঃ! আশমান নেই। একি জ্বালা! একি দুঃসহ বেদনা! আশমান······!

লক্ষ্মী। শুধু আশমান নয়, জাঁহাপনা, আমি আজ মাতৃঘাতী!

শাহ। মাতৃঘাতী! তুমি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ! প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ বটে। আমারই জন্য স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী আমার কেঁদে কেঁদে দেহ ত্যাগ করেছেন!

শাহ। বাঃ! বাঃ। এ যে দেখছি ভূমিকম্পের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস! ব্যাধির সঙ্গে ব্রহ্মশাপ! লক্ষ্মীনারায়ণ! লক্ষ্মীনারায়ণ! আমি তুমি দুজনেই এক সঙ্গে আজ মাতৃহীন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উন্মত্তবৎ চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী। একটা আঘাতেই সংসারত্যাগী ফকির—তুমি আজ উন্মত্ত। আর চেয়ে দেখ—দু'দুটো বজ্রাঘাতেও আমি কেমন ধীর, স্থির, অচঞ্চল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[চলিয়া গেল।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুত হামিদ খাঁন আসিল।

হামিদ। চারিদিকে দুষমণ। কোন দিকে যাই? কোথায় পালাই।

অসি হস্তে প্রতাপরুদ্র আসিল।

প্রতাপ। কোন পথ নাই।

হামিদ। প্রতাপরুদ্র!

প্রতাপ। অস্ত্র ফেলে বন্দীত্ব স্বীকার কর।

হামিদ। কাফেরের কাছে মুসলমান হার স্বীকার করে না।

প্রতাপ। তবে মর।

(তুমুল যুদ্ধ। হামিদ খাঁনের অস্ত্রাঘাতে প্রতাপের অসি মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। হামিদ খাঁন তরবারি তুলিল।)

হামিদ। এইবার।

ঢেঁকির মুষল হস্তে দ্রুত মিচকিন খাঁ আসিল।

মিচকিন। ফটাস্!

(মিচকিন খাঁন হামিদের মাথায় আঘাত করিল। হামিদ মাটিতে পড়িয়া গেল।)

হামিদ। আঃ! জান খতম।

দড়ি হস্তে ঝিলিক বিবি আসিল।

ঝিলিক। বাইন্দ্যা ফ্যালাও—বাইন্দ্যা ফ্যালাও। জানুয়ারডারে এই গরুর দড়ি দিয়া কইস্যা বাইন্দ্যা ফ্যালাও।

প্রতাপ। বোন!

ঝিলিক। কথা পরে অইবো। দ্যাশের দুষমণ, জাইতের দুষমণ, রাজার দুষমণ এই শয়তানডারে আচ্ছা কইর‍্যা আগে বাইন্দ্যা ফ্যালাও। তারপর যত ইচ্ছা বচন ঝাইরো।

মিচকিন। হাচা কথাই কইছ্‌স, ঝিলিক। আগে হালারে বাইন্দ্যা লই। পতাপ বাই, হাত নাগাও দেহি। (উভয়ে হামিদ খাঁনকে বাঁধিয়া ফেলিল।) ওঠ হালা পাঠার বাচ্চা। ওঠ।

হামিদ। কোথায় যাবো?

ঝিলিক। তর বাপের কাছে। লইয়া আস, প্রতাপ বাই! গরু ঠ্যাঙ্গান ঠ্যাঙ্গাইয়া লইয়া আস। আমি মাইনষেরে ডাইক্যা দেহাই গিয়া।

[চলিয়া গেল।

প্রতাপ। চল হামিদ খাঁন। বিচার সভায় চল। এবার নিক্তি ধরে তোমার বিচার হবে।

হামিদ। আফসোস নেই। রাজ্য না পেলেও যারা আমাকে বঞ্চনা করেছে—তারাও কেউ রেহাই পায়নি। দুঃখু শুধু ঐ কাফের নায়েবটাকে শেষ করতে পারলাম না।

মিচকিন। চুপ্ কর মিঞা। (মাথায় চাঁটি মারিল) বেশি ফচর ফচর করলে য়্যাক ডাণ্ডে পিয়াজের ক্ষেতে পাঠাইয়া দিমু। চইলা আস পতাপ বাই!

[সকলে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিচার সভা।

মুর্শিদকুলি খাঁ আসিল।

মুর্শিদ। বিচার করবো—বিচার করবো। নির্ম্মম নিষ্করুণ বিচার। মুর্শিদকুলি খাঁর বিচার। সুদর্শন রায়ের মুক্তি। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাংলার বুকে শান্তির প্রতিষ্ঠা!

সুজাউদ্দৌলা আসিল।

সুজা। বন্দেগী খোদাবন্দ!

মুর্শিদ। আসামী কোথায়, সুজাউদ্দৌলা?

বন্দী হামিদ খাঁনকে লইয়া প্রতাপ ও মিচকিন খাঁ আসিল।

প্রতাপ। আপনার সম্মুখে!

মুর্শিদ। হামিদ খাঁন।

হামিদ। আমি নিরপরাধ, জনাব। সব চক্রান্ত।

সুজা। কোতল করুন জনাব, কোতল করুন।

মুর্শিদ। ধীরে উজির ধীরে। মনে রেখো নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ অন্যের নির্দ্দেশে পথ চলে না।

সুজা। জনাব!

মুর্শিদ। তাই অমি স্থির করেছি—হামিদ খাঁনকে আমি একেবারে মুক্তিই দেব।

হামিদ। (সানন্দে) জনাব সত্যি মেহেরবান—সাচ্চা-ইসলামী।

মুর্শিদ। তাই ইসলামের দৃষ্টি নিয়ে আমি আজ বিচার করবো।

হামিদ। জনাব।

মুর্শিদ। তুমি তো, আর হিন্দু নও যে যা তা একটা বিচার করলেই হলো।

হামিদ। সে আমি জানি জনাব, জানেনা এই বেয়াকুবরা।

মুর্শিদ। এখনই জানিয়ে দিচ্ছি। প্রতাপরুদ্র!

প্রতাপ। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। নিয়ে যাও—এই হামিদ খাঁনকে। সবাই মিলে ধীরে ধীরে একটার পর একটা করে অঙ্গচ্ছেদ করবে।

সকলে। জনাব!

মুর্শিদ। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে উঠলে—ওরে মুখে মানুষের মল আর মুত্র নিক্ষেপ করবে।

হামিদ। জনাব!

মুর্শিদ। সর্ব্বশেষ ওর ছিন্নশির প্রকাশ্য রাজপথে টাঙিয়ে ঘোষণা করবে—নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আদেশে—বেইমানীর ইনাম।

হামিদ। (সভয়ে) জনাব। মেহেরবান!

মুর্শিদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মুর্শিদকুলি খাঁর বিচার। যাও নিয়ে যাও।

মিচকিন। চল হালা হারামীর বাচ্চা! বেইমানীর সুখটা বালা কইর‍্যা পাওয়াইয়া দিমু!

[প্রতাপ ও মিচকিন খাঁ হামিদকে লইয়া চলিয়া গেল।]

সুজা। হজরৎ!

মুর্শিদ। কিন্তু তোমার আসল অপরাধী কোথায়?

মুসলমান ফকিরের বেশে লক্ষ্মীনারায়ণ আসিল।

লক্ষ্মী। আপনার সম্মুখে।

সুজা। কিন্তু আপনি তো অপরাধী নন, রাজা।

লক্ষ্মী। আমি অপরাধী। পত্নী হত্যা, মাতৃ হত্যা, প্রজা হত্যার অপরাধে আমি আজ অপরাধী!

মুর্শিদ। তোমার দেহে মুসলমানী পোষাক কেন?

লক্ষ্মী। এই আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

সুজা। আপনি মুসলমান হলেন!

মুর্শিদ। সেই ভুল—সেই ভুল! এখানেও সেই ভুল।

লক্ষ্মী। জনাব!

মুর্শিদ। কি করলে? কি করলে, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ? আমার সমস্ত শ্রদ্ধাকে ধূলিসাৎ করে শেষ পর্যন্ত, তুমি হেরে গেলে?

লক্ষ্মী। জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। যে ভুলে সুদর্শন রায় কাঁদছে—তোমাকেও সেই ভুলে যে কাঁদতে হবে।

লক্ষ্মী। না জনাব! আর আমি কাঁদবো না। আমার সমস্ত কান্নার শেষ। এবার এসেছে শান্তির ডাক।

মুর্শিদ। পাবেনা—পাবেনা। হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে শান্তি কোনদিনই পাবে না। সারা জীবন নিজে জ্বলবে—অন্যকে জ্বালাবে।

লক্ষ্মী। না হজরৎ! আমি নিজেও জ্বলবো না—কাউকে জ্বালাবোও না। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মতো বাংলার বুকে আমি দ্বিতীয় কালাপাহাড় হবো না।

সুজা। রাজা!

লক্ষ্মী। রাজা নয় ফকির! সুবে বাংলার অধিকর্ত্তার বড় অভাব। তাই তাকে এই কাগমারী পরগণা আমি ভিক্ষে দিয়ে গেলাম।

[চলিয়া যাইতে ছিল।

মুর্শিদ। দাঁড়াও!

লক্ষ্মী। কেন ?

মুর্শিদ। রাজ্য ছেড়ে কবরে কি ?

লক্ষ্মী। প্রভাতে, সন্ধ্যায়, মায়ের চিতা আর পত্নীর কবরে মুঠো মুঠো ফুল ছড়িয়ে দেব। আর সারা দিন মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে শুনিয়ে আসবো—পীর শাহজামালের অমর বাণী—"ওরে জাতের চেয়েও মানুষ অনেক—অনেক বড়।"

[চলিয়া গেল।

সুজা। রাজা! রাজা!

মুর্শিদ। ফিরবে না! ফিরবে না। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁকে চাবুক মেরে বিজয়ী মানুষ মাথা উঁচু করে চলে গেল। ওঃ! সুজাউদ্দৌলা! বাংলার নবাবের কি ভীষণ পরাজয়!

রামনারায়ণ আসিল।

রাম। দাদা! দাদা!

সুজা। কে তুমি ?

রাম। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের হতভাগ্য ভাই রামনারায়ণ।

মুর্শিদ। তোমার আরো ভাই আছে ?

রাম। আছে। একটী কনিষ্ঠ ভাই, নাম গোপাল নারায়ণ।

মুর্শিদ। পেয়েছি—পেয়েছি। উজীরে-আজম, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের দেওয়া অপমানের আমি জবাব পেয়েছি।

সুজা। জনাব!

মুর্শিদ। এই ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি, এই কাগমারী পরগনার অধিশ্বর আজ থেকে লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতৃদ্বয় রামনারায়ণ ও গোপালনারায়ণ রায় চৌধুরী। আজ থেকে এই পবিত্র বংশ বাংলার বুকে রাজা বলে আখ্যাত হবে।

রাম। জনাব! জাঁহাপনা!

মুর্শিদ। কিন্তু সুদর্শন রায়ের এই পরামুক্তির দিনে—মুক্তিদাতা পীর শাহজামাল কোথায়?

আহত শাহজামাল সহ ফকির আসিল।

শাহ। অস্তাচলের পথে!

মুর্শিদ। একি! আপনি আহত?

শাহ। কন্যার কবরের পাশে বসে আকুল হয়ে যখন নামাজ পড়ছিলাম, তখন—আঃ—

মুর্শিদ। পীর সাহেব।

শাহ। ঐ হামিদ খাঁন পেছন থেকে এসে ছুরি মেরে পালিয়ে যায়।

রাম। হামিদ খাঁন—হামিদ খাঁন!

হামিদ খাঁনের ছিন্নশির সহ দ্রুতপ্রতাপরুদ্র আসিল
ছিন্নশির উর্দ্ধে তুলিয়া বলিয়া উঠিল।

প্রতাপ। হামিদ খাঁনের ছিন্নশির! বেইমান সাজা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
[দ্রুত চলিয়া গেল।

শাহ। আঃ—আঃ! কি বীভৎস!

মুর্শিদ। পীর সাহেব!

শাহ। আমি যাই জনাব, আমি যাই। যাবার আগে শেষ অনুরোধ—এই জিঘাংসার পথ থেকে আপনি ফিরে আসুন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসুন। দেখবেন খোদা আপনাকে দোয়া করবেন। "ইসলাম" শব্দের অর্থ "শান্তি"। সেই শান্তি আপনি পাবেন।

মুর্শিদ। আমি কবুল করছি—কবুল করছি। এই উন্নত শির জীবনে প্রথম আপনার কাছে নত করে কবুল করছি, আজ থেকে আমি আর মুসলমান মুর্শিদকুলি খাঁ নই, আজ থেকে আমি হিন্দু-মুসলমানের দরদী নবাব—মানুষ মুর্শিদকুলি খাঁ।

শাহ। এইতো—এইতো সাচ্চা ইসলামী। এইতো আমার সারা জীবনের সব ব্যর্থতার চরম সফলতা। এই অমৃত আস্বাদ বুকে নিয়েই আমি খোদার কাছে চলে যাই। আঃ! আঃ!……(মৃত্যু)

সুজা। পীর সাহেব! পীর সাহেব!

মুর্শিদ। নীরব। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্ত্রের উদ্গাতার কণ্ঠ চিরতরে নীরব হয়ে গেল!

সুজা। জনাব!

মুর্শিদ। কিন্তু এমন দরদী মানুষকে আমি দুনিয়া থেকে সরে যেতে দেব না। হিন্দু-মুসলমানের পথ-প্রদর্শককে আমি এই মাটির বুকে ধরে রাখবো!

রাম। হজরৎ!

মুর্শিদ। এই পবিত্র দেহের কবর ঘিরে—এইখানে গড়ে উঠবে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত তীর্থ ক্ষেত্র—পীর শাহজামাল শাহানশার পবিত্র দরগা। প্রতি সন্ধ্যায় হিন্দু-মুসলমান এই পবিত্র দরগায় সিন্নী চড়াবে, প্রদীপ জ্বালাবে। আর সেই দীপের আলো—ছড়িয়ে পড়বে সুবে বাংলার ঘরে ঘরে হিন্দু-মুসলমানের মনের অন্ধকার দূর করতে।

সুজা। জাঁহাপনা! ..

মুর্শিদ। হাজার হাজার বছর পরে বিদেশী পথিক এই কাহিনী শুনে অশ্রু সজল চোখে জানতে চাইবে—কোথায় পীর শাহজামাল শাহনশার দরগা? যেখানে দীপ আজিও জ্বলে?

—যবনিকা—

যাদের সহায়তায় নাটকটি সাফল্য অৰ্জ্জন করেছে

শাহজামাল	...	সর্ব্ব শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়
হামিদ খাঁন	...	গুরুদাস মিত্র
আসাদউল্লা	...	ভীম প্রামাণিক
মুর্শিদকুলি খাঁ	...	নটসূর্য্য দীলিপ চাটার্জী
সুজাউদ্দৌলা	...	রাজেন সাহা
ইসমাইল খাঁ	...	গোরাশশী মণ্ডল
মিচকিন খাঁ	...	মাখন সমদ্দার
লক্ষীনারায়ণ	...	দীপেন চ্যাটার্জী
রামনারায়াণ	...	শক্তি ভট্টাচার্য্য
গোপাল নারায়ণ	...	বাসুদেব সাঁট
দয়াল হরি শিরমণি	...	অনিল ভাদুরী
হরিহর বসু	...	বিজয় দে
প্রতাপ রুদ্র	...	শান্তি হাজরা
ফকির	...	বলাই হালদার
কৃষক	...	কানাই জানা
ঘাতক	...	ভূষণ মান্না
রাজলক্ষী	...	বিষান হালদার
দয়াময়ী	...	কুমারী ভারতী সিংহ
আশমান	...	সাহানা বোস
ঝিলিক বিবি	...	রাম মাইতি

স্বত্বাধিকারী

শ্রীগৌরচন্দ্র দাস

ম্যানেজার

শ্রীসুবলচন্দ্র অধিকারী

পরিচালক

শ্রীহরিপদ বাগ্‌চেন

নাট্য পরিচালনায়

নট সূর্য দীলিপ চ্যাটার্জী

সুরশিল্পী

মহেন্দ্র নথ দত্ত

লাহা এণ্ড কোং-৪৩।২এ বাবুরাম ঘোষ লেন কলিঃ-৫ হইতে মুদ্রিত।